নিউ জার্সির ক্র্যানবেরিতে প্রথম মুসলিম মেয়র ঈমান

সারে-জমিন

ইকবাল স্মৃতি পুরস্কার পেলেন মহিউদ্দিন সরকার

রূপসী বাংলা

পশ্চিমবঙ্গে 'ইন্ডিয়া' জোটে জটিলতা

সম্পাদকীয়

শ্রমিক আন্দোলনের দিশারী সাকিনা মুয়াজুদা

রবি-আসর

লারার রেকর্ড ভাঙা হল না দ্রুততম ত্রিশতরান করা আগারওয়ালের

খেলতে খেলতে


# আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
২৮ জানুয়ারি, ২০২৪
১২ মাঘ ১৪৩০
১৫ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 27 ■ Daily APONZONE ■ 28 January 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 8 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php


## প্রথম নজর

### শাহজাহান যা করেছে অন্যায় করেছে, মন্তব্য ফিরহাদের

**আপনজন ডেস্ক:** শাহজাহান যা করেছে অন্যায় করেছে। আমি গণমাধ্যমে দেখেছি, মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারি আধিকারিকদের। যেটা করেছে, নিশ্চিত করে বলছি, অন্যায় করেছে। শাহজাহান ইস্যুতে এবার কড়া বার্তা দিলেন ফিরহাদ হাকিম।শনিবার সিরিটি শ্মশানে একটি কর্মসূচিতে যোগদান মেয়র ফিরহাদ হাকিম। সেখানে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ''শাহজাহান যা করেছে অন্যায় করেছে। আমি গণমাধ্যমে দেখেছি, মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়েছে সরকারি আধিকারিকদের। যেটা করেছে, নিশ্চিত করে বলছি, অন্যায় করেছে। তবে শাজাহান কোথায় তা আমি কি করে জানব ? সেটা কি আমার দেখা কাজ ?পাল্টা প্রশ্ন মেয়রের। লোকসভা ভোটের আগেই বি এল সাহা রোডে অবস্থিত বৈদ্যুতিক চুল্লি সিরিটি মহাশ্মশানের সংস্করণ ও পুনর্গঠনের উদ্যোগ নিলেন কলকাতা পৌরসভার মেয়র পরিষদ সদস্য তারক সিং। এই কাজের সূচনা করলেন কলকাতার মহানগরিক ফিরহাদ হাকিম । মেয়র জানান, কলকাতা পৌরসভা সাধারণ মানুষকে আরো বেশি করে পরিষেবা দেওয়ার জন্যই এই শ্মশানের সংস্করণ হচ্ছে। সিরিটি মহাশ্মশানের আধুনিকরণে ফলে অঞ্চলের মানুষ সুফল পাবে বলে মনে করছেন ফিরহাদ হাকিম।

# জ্ঞানবাপি নিয়ে এএসআই রিপোর্ট কোনও চূড়ান্ত প্রমাণ নয়: ল বোর্ড

**আপনজন ডেস্ক:** বারাণসীর জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ বা এএসআই বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালিয়েছিল তার রিপোর্ট জেলা আদালতে জমা করেছে। সেই রিপোর্ট প্রকাশের আগে হিন্দু পক্ষের তরফে দাবি করা হয়, এএসআই রিপোর্টে সেখানে একটি হিন্দু মন্দিরের প্রমাণ পাওয়া গেছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে একটি প্রেস বিবৃতিতে এআইএমপিএলবি-র কার্যনির্বাহী সদস্য কাসিম রসুল ইলিয়াস বলেছেন, এএসআইয়ের রিপোর্ট এই বিতর্কিত মামলায় "চূড়ান্ত প্রমাণ" নয়। এতে করে বিরোধী পক্ষসমাজে নৈরাজ্য ও নিরাপত্তাহীনতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এএসআইয়ের রিপোর্ট গণমাধ্যমে প্রকাশ করে হিন্দু পক্ষ আদালতকে 'অপমান' করছে বলেও অভিযোগ করেন ইলিয়াস। তিনি বলেন, জ্ঞানবাপি মসজিদ নিয়ে বহু বছর ধরেই জনগণকে বিভ্রান্ত করছে হিন্দু সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলো। এর সর্বশেষ উদাহরণ হল ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সমীক্ষারে একটি প্রতিবেদন যা তারা আদালতে দাখিল করেছিল এবং কেবল আদালতের আদেশে বাদী এবং বিবাদীকে উপলব্ধ করেছিল। এই প্রতিবেদন তাদের অধ্যয়ন ও প্রস্তুতির জন্য, কিন্তু সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করে বিরোধী পক্ষ শুধু আদালতকেই অপমান করেনি, দেশের সহজ সরল মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টাও করেছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, হিন্দু পক্ষ জনগণকে বিভ্রান্ত করার এবং সমাজে অশান্তি তৈরি করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল যখন সমীক্ষা কারী দল তাদের প্রতিবেদনে জলাধারে উপস্থিত ঝর্ণাটিকে শিবলিঙ্গ হিসাবে বর্ণনা করেছিল। তিনি বলেন, কয়েক মাস আগে, যখন সমীক্ষাকারী দল তাদের রিপোর্টে জলাধারে উপস্থিত ঝর্ণাটিকে শিবলিঙ্গ হিসাবে বর্ণনা করেছিল, তখন বিরোধী পক্ষ জনগণকে বিভ্রান্ত করার এবং এটি প্রচার করে সমাজে অশান্তি তৈরি করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, যদিও বিশেষজ্ঞরা এটির তদন্ত করতে পারেনি বা আদালতও এ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত দেয়নি। এআইএমপিএলবি দেশের মুসলমানদের একটি শীর্ষস্থানীয় সংগঠন, ১৯৭৩ সালে গঠিত একটি বেসরকারি সংস্থা যা ভারতে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন সুরক্ষা এবং অব্যাহত প্রয়োগযোগ্যতার জন্য উপযুক্ত কৌশল গ্রহণ করে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে ১৯৩৭ সালের মুসলিম ব্যক্তিগত আইন (শরিয়ত) প্রয়োগ আইন। হিন্দু পক্ষের আইনজীবী বিষ্ণু শঙ্কর জৈন এএসআইয়ের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে দাবি করে সপ্তদশ শতাব্দীতে একটি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে জ্ঞানবাপী মসজিদ নির্মিত হয়েছিল বলে প্রমাণ রয়েছে। এর একদিন পরেই মুসলিম পক্ষের প্রতিক্রিয়া আসে। জৈনের দাবি, এএসআইয়ের ৮০০ পাতার দীর্ঘ রিপোর্টে কন্নড়, দেবনাগরী ও তেলুগু ভাষায় প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ খুঁজে পাওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শাস্ত্রগুলি রুদ্র, জনার্দন এবং বিশ্বেশ্বর সম্পর্কে ছিল এবং ভেঙে ফেলা মন্দিরের স্তম্ভগুলি মসজিদ নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। বুধবার বারাণসী আদালত এএসআই রিপোর্টের হার্ড সার্টিফায়েড কপি প্রতিপক্ষ পক্ষের আইনজীবীদের হাতে তুলে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। হিন্দু ও মুসলিম উভয় পক্ষই এএসআই সমীক্ষা রিপোর্টের প্রতিলিপি চেয়েছিল। এএসআই গত মাসে আদালতে দুটি সিলড খামে প্রতিবেদন জমা দিয়েছিল। জ্ঞানবাপী মসজিদ চত্বরের মাটির নিচে কী রয়েছে তা জানার জন্য এএসআই ৪ আগস্ট থেকে শুরু হওয়া এই সমীক্ষায় স্থল-অনুপ্রবেশকারী রাডার এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছিল। দলটি 'ওজুখানা' (যেখানে মুসলমানরা নামাজ পড়ার আগে অজু করে) ব্যতীত ভিতরের এবং বাইরের দেয়াল, সেলার এবং প্রাঙ্গণের অন্যান্য অংশও সমীক্ষা করেছিল। বারাণসী আদালতের নির্দেশে জ্ঞানবাপি মসজিদ চত্বরে এএসআই সমীক্ষার কাজ শুরু করে।

# নীতীশ বিজেপির হাত ধরতে ইস্তফা দিতে পারেন আজ

**আপনজন ডেস্ক:** বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার শনিবার ১৮ মাসেরও কম সময়ের মধ্যে তাঁর দ্বিতীয় বার পাল্টি খেতে চলেছেন। নীতীশ কুমারের ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে যে জেডি (ইউ) সভাপতি রবিবার সকালের মধ্যে পদত্যাগ করতে পারেন। প্রবল জল্পনা, দু-এক দিনের মধ্যেই তিনি আবার ধরতে চলেছেন বিজেপির হাত। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই সূত্র সংবাদসংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছে, শনিবার সন্ধ্যার মধ্যে নীতীশ কুমারের পদত্যাগের সম্ভাবনা থাকলেও রবিবার সকালের মধ্যে তা অবশ্যই হবে। নীতীশ কুমার জোট ভেঙে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-তে ফিরে এলে কী কী পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তা নিয়ে আরজেডি নেতারা যখন বিস্তর আলোচনা করছেন, তখনই এই মন্তব্য এল। সূত্রের খবর, পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার আগে নীতীশ কুমার পরিষদীয় দলের প্রথাগত বৈঠক করবেন। সূত্র জানিয়েছে, বিজেপির সমর্থনে নতুন সরকার গঠনের জন্য দিনের ব্যস্ততার পরিপ্রেক্ষিতে সচিবালয়ের মতো সরকারি অফিসগুলি রবিবার খোলা রাখতে বলা হয়েছে। এদিকে, জনতা দল (ইউনাইটেড) এর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এবং মুখপাত্র কে সি ত্যাগী দিল্লিতে সাংবাদিকদের বলেছেন যে বিহারের মহাজোট সরকার পতনের দ্বারপ্রান্তে এবং কংগ্রেস নেতৃত্বের একটি অংশ বারবার রাজীব কুমারকে "অপমান" করার অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন, 'ইন্ডিয়া জোটের পতনের দ্বারপ্রান্তে। পঞ্জাব, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারে ইন্ডিয়া জোটের দলগুলির জোট প্রায় শেষ। শনিবার, মহাজোট থেকে সরে দাঁড়ালেও জেডি (ইউ) প্রধানকে সমর্থনের কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেননি রাজ্য বিজেপি নেতারা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিজেপি সূত্রের খবর, তিন বছরেরও কম সময় আগে এনডিএ ছেড়ে দেওয়া নীতীশ কুমার তাঁর মনোনয়নপত্র জমা না দেওয়া পর্যন্ত "কোনও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা" স্থগিত রাখার জন্য শীর্ষ নেতৃত্বের কাছ থেকে নির্দেশ পাওয়া গেছে। তবে, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার 'মহাজোট' ছেড়ে নতুন সরকার গড়ার লক্ষ্যে রাজ্যপালের কাছে রবিবার ইস্তফাপত্র জমা দেবেন বলে সূত্রের খবর। তার জন্য বিজেপি তাঁকে সমর্থনের চিঠি তৈরি রাখছে। বিজেপি ও জেডি (ইউ) দুই দলই মনে করছে, এর ফলে বিহারে তাদের ফল আশাতীতভাবে ভালো হবে।

# বাংলার ন্যায় যাত্রায় রাহুলের নিরাপত্তা চেয়ে মমতাকে চিঠি

**আপনজন ডেস্ক:** পশ্চিমবঙ্গে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা চলাকালীন অশান্তির আশঙ্কায় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি লিখে রাহুল গান্ধি সহ যাত্রীদের রাজ্য দিয়ে এটি নির্বিঘ্নে যাতায়াত এবং যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ নির্দেশনা চেয়েছেন। চিঠিতে খাড়গে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, কিছু দুষ্কৃতী রাজ্য প্রশাসনকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখানোর চেষ্টা করতে পারে বা যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটাতে পারে, যেমনটি প্রতিবেশী কয়েকটি রাজ্যে ঘটেছে। তিনি বলেন, ন্যায়বিচারের বার্তা ছড়িয়ে দিতে, দেশকে সুস্থ করতে এবং ঐক্যবদ্ধ করতে কংগ্রেস মণিপুর থেকে মহারাষ্ট্র পর্যন্ত "ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা" শুরু করেছে। খাড়গে বলেন, রাহুল গান্ধি, যিনি এই যাত্রার নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তিনি এর আগে ভারত জোড়ো যাত্রায় কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত হেঁটেছিলেন, সর্বদা বলে এসেছেন যে ধর্ম, জাতপাত ও ধর্মের নামে আজ বিজেপি দ্বারা বিভক্ত মানুষকে একত্রিত করা এবং দুর্বলতমরা যাতে সামাজিকভাবে ন্যায়বিচারের আশ্বাস পায় তা নিশ্চিত করার বৃহত্তর উদ্দেশ্য সাধন করে। তিনি বলেন, এই কারণেই যাত্রাগুলি অরাজনৈতিক রয়ে গেছে এবং ভারতজুড়ে কোটি কোটি মানুষকে আকৃষ্ট করেছে যারা সমাজের সমস্ত অংশের মধ্যে একটি শক্তিশালী, প্রগতিশীল এবং ধর্মনিরপেক্ষ 'সবার জন্য ভারত' হিসাবে চিহ্নিত হয়। কংগ্রেস সভাপতি বলেন, ভারত জোড়ো যাত্রা কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই সারা দেশে গিয়েছিল এবং কাশ্মীরে একটি সমাবেশে শেষ হয়েছিল। খাড়গে মমতাকে চিঠিতে লিখেছেন, আগামী কয়েকদিন বাংলার মধ্য দিয়ে এই যাত্রা চলছে। আমাকে জানানো হয়েছে যে আবার কিছু দুর্বৃত্ত যাত্রার জন্য ঝামেলা করতে পারে। আমি নিশ্চিত নই যে রাজ্য প্রশাসনকে খারাপ চোখে দেখানো বা যাত্রা ব্যাহত করার উদ্দেশ্য কিনা। আমি আপনাকে অনুরোধ করার জন্য লিখছি যে আপনি দয়া করে বাংলার মধ্য দিয়ে যাত্রা নির্বিঘ্নে নিশ্চিত করতে এবং রাহুল গান্ধি সহ যাত্রীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য যথাযথ নির্দেশ জারি করুন। আমি জানি যে গান্ধি পরিবার ও আপনার মধ্যে খুব সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে এবং আপনি নিশ্চিত করবেন যে সমস্ত সুরক্ষা দিয়ে উদ্বেগ নিরসন করবেন।

# 'কোট্টাই আমির সম্প্রীতি পুরস্কার' অল্ট নিউজ কর্ণধার জুবায়েরকে

**আপনজন ডেস্ক:** তামিলনাড়ু সরকার শুক্রবার অল্ট নিউজের সহ-প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ জুবেইরকে ২০২৪ সালের জন্য মর্যাদাপূর্ণ 'কোট্টাই আমির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুরস্কার' প্রদান করেছে। সঠিক প্রতিবেদনের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলার জন্য জুবায়েরকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়। তামিলনাড়ুতে অভিবাসী শ্রমিকদের উপর হামলার মিথ্যা দাবি করে একটি ভাইরাল ভিডিওকে ঘিরে ভুল তথ্য খণ্ডন করতে জুবেইরের সহায়ক ভূমিকার স্বীকৃতি হিসাবে এই পুরস্কারটি আসে। শুক্রবার চেন্নাইয়ে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে জুবেইরের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন। এই সম্মানের মধ্যে রয়েছে নগদ ২৫ হাজার টাকা, একটি মেডেল ও একটি সার্টিফিকেট। এক বিজ্ঞপ্তিতে ভুয়া সংবাদের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্ভাব্য সহিংসতা রোধে জুবেইরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরা হয়। ২০২৩-এর মার্চে তামিলনাড়ুতে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হামলার অভিযোগ করে সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়িয়ে পড়ে। অল্ট নিউজে জুবেইরের ফ্যাক্ট-চেকিং প্রকাশ করেন প্রশ্নবিদ্ধ ভিডিওটি তামিলনাড়ুর নয়, যা কার্যকরভাবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন দাবির বিস্তারকে দমন করেছে এবং বর্ণ, ধর্ম, জাতি এবং ভাষার ভিত্তিতে সম্ভাব্য সহিংসতা এড়াচ্ছে। রাজ্য সরকার শংসাপত্রে বলেছে, , তিনি তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানো বন্ধ করেছিলেন এবং জাতি, ধর্ম, জাতি এবং ভাষার দ্বারা সৃষ্ট সহিংসতা প্রতিরোধে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় তাঁর দ্বারা প্রদত্ত পরিষেবার প্রশংসা করে, থিরু মোহাম্মদ জুবায়েরকে ২০২৪ সালের জন্য কোট্টাই আমির সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। কোট্টাই আমির সম্প্রীতি পুরস্কার তামিলনাড়ুর সেই সব ব্যক্তিদের দেওয়া হয় যাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রচারে অসামান্য অবদান রেখেছেন। উল্লেখ্য, জুবায়ের তামিলনাড়ুর কৃষ্ণগিরি জেলার বাসিন্দা।


প্রকাশিত হল

জাইদুল হক-এর লেখা

'ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত'

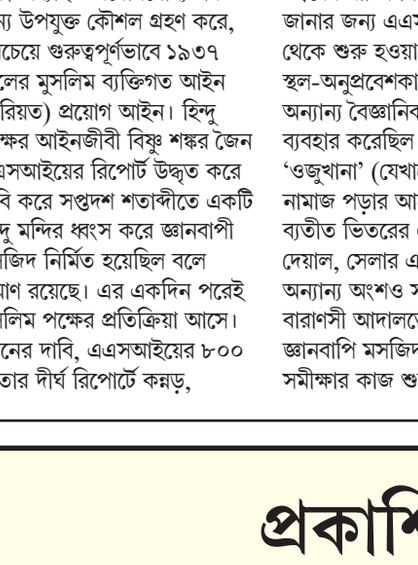


INTERNATIONAL KOLKATA BOOK FAIR

স্টল নং ৪৬৬

(৭ নং ও ৮ নং গেট-এর সন্নিকটে)

১৮-৩১ জানুয়ারি, ২০২৪

(সেন্ট্রাল পার্ক মেলা প্রাঙ্গণ, সল্টলেক)

আপনজন পাবলিকেশন

৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৬ ফোন: ৯৬৭৪১৩৩৫৮০



আল-কুরআন এখন আরও সহজ হলো • এই প্রথম পড়া এবং শোনা একসাথে

বইমেলায় স্টল নং ২২৪ ৩ নং গেটের পাশেই

মূল আরাবীসহ সহজ বাংলা অনুবাদ ও সঠিক উচ্চারণ

আল-কুরআন

অনুবাদক : বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ ঐতিহাসিক গোলাম আহমাদ মোর্তজা(রহ:)

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশিত কুরআনটির বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমূহ

- বাংলা অনুবাদে এত সহজ শব্দের ব্যবহার এই প্রথম
- সহজ গদ্যে শুদ্ধ বঙ্গানুবাদ
- সঠিক বাংলা উচ্চারণ
- বিশ্ববিখ্যাত দু'জন ক্বারীর কণ্ঠে সমগ্র কুরআন শোনার ব্যবস্থা
- পারার শেষে নৈতিক শিক্ষামূলক আরাবী ক্যালিগ্রাফিসহ বঙ্গানুবাদ
- প্রতিটি সুরার বৈশিষ্ট্য, শানে নুযুল, টীকাসহ প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা।

QR কোডসহ

সমগ্র কুরআন এক খণ্ডে ১১৫০/-

দুই খণ্ড একত্রে আকর্ষণীয় গিফ্‌ট প্যাকসহ ১৪০০/-

গোলাম আহমাদ মোর্তজার গ্রন্থাবলী :

- চেপে রাখা ইতিহাস ৪৫০/-
- সিরাজুদ্দৌলার সত্য ইতিহাস ও রবীন্দ্রনাথ ৩০০/-
- বিভিন্ন চোখে স্বামী বিবেকানন্দ ৩০০/-
- এ এক অন্য ইতিহাস ২৫০/-
- বজ্রকলম ২৫০/-
- বাজেয়াপ্ত ইতিহাস ৯০/-
- ধর্মের সহিংস ইতিহাস ১২০/-
- ইতিহাসের এক বিস্ময়কর অধ্যায় ১১০/-
- পুস্তক সম্রাট ৯০/-
- অনন্য জীবন ১৫০/-
- মুসাফির ১১০/-
- সৃষ্টির বিস্ময় ৭০/-
- জাল হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- ৪৮০টি হাদীস ও বিশ্বসমাজ ৮০/-
- এ সত্য গোপন কেন? ৩০/-
- সেরা উপহার ৩০
- রক্তমাখা ছন্দ ৩০/-
- রক্তাক্ত ডায়েরী ৩০/-

বিশ্ববঙ্গীয় প্রকাশন

বর্ণপরিচয়, বি-৯ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা-৭০০ ০০৭

০৩৩-২২৫৭ ০০৪২ ৯৮৩০০১২৯৪৭

## প্রথম নজর

# মেটিয়াবুরুজে যুবকের মৃত্যু ঘিরে রণক্ষেত্র

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা**

**আপনজন:** মেটিয়াবুরুজে যুবকের অস্বাভাবিক মৃত্যুকে ঘিরে তুলকালাম। ওই যুবক পেশায় দর্জি ছিল। শনিবার বিকেলে ওই যুবকের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এরপর মৃতদেহ নিয়ে তার পরিবার এবং স্থানীয় মানুষজন দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে রাস্তা অবরোধ শুরু করে। ঘটনাস্থলে যায় স্থানীয় নাজিরগঞ্জ, মেটিয়াবুরুজ ও গার্ডেনরিচ থানার পুলিশ। ওই যুবকের মৃত্যু স্বাভাবিক নয় পরিবারের পক্ষ থেকে দাবি করায় তাকে খুন করা হয়েছে। স্থানীয় মানুষজন ওই যুবককে যে পরিবার খুন করেছে বলে অভিযোগ সেই অভিযুক্তদের বাড়ি ভাঙচুর করে ও আগুন ধরিয়ে দেয়। মৃত যুবকের নাম সাগর। জানা গিয়েছে ক্ষিপ্ত জনতা পুলিশের গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বেশ কয়েকটি গাড়ি ভাঙচুরও করা হয়েছে।রাত পর্যন্ত মেটিয়া গুজের ১৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের অবরোধ চলছে।শুক্রবার দুপুরে মেটিয়াবুরুজ থানা এলাকার একটি বাড়ির দোতলার ঘরে ওই যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। স্থানীয় মানুষজনের অভিযোগ যাদের বিরুদ্ধে এই যুবককে খুন করার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে এর আগেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু কোন ব্যবস্থা পুলিশ গ্রহণ করেনি। এদিন এই ঘটনাটি কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে মেটিয়াবুরুজ এলাকায়। অবরোধকারীরা বিভিন্ন জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ চালাচ্ছে। লালবাজার থেকে অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স পাঠানো হয়েছে মেটিয়াবুরুজে।

# অসহায়দের সেবা প্রজাতন্ত্র দিবসে

**সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল**

**আপনজন:** ৭৫ তম প্রজাতন্ত্র দিবসে অভিনব কর্মসূচি জলঙ্গির সামাজিক দায়িত্ব ওসচেতনতার বিকাশ নামের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার। সংস্থার সভাপতি সাইনুল ইসলাম ও সম্পাদক নাজবুল ইসলাম বলেন সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পরে এলকার অসহায় দুঃস্থ পরিবারের হাতে খাদ্যসামগ্রী তুলে দেওয়ার পাশাপাশি বেশ কিছু পরিবারের হাতে কম্বল উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হয়।সাহায্য পেয়ে খুশি এলাকার অসহায় দুঃস্থ পরিবারের সদস্যরা।

# রাজ্য পুলিশে আইসি ও সিআই রদবদল

**সুব্রত রায় ● কলকাতা**

**আপনজন:** রাজ্য পুলিশের মোট ২৮৫ জন আইসি ও সিআই পদে রদবদল ঘটানো হলো। রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি ও আইজি আইনশৃঙ্খলা এই রদবদল ঘটিয়েছেন। সিআই ধনেখালি দেবাঞ্জন ভট্টাচার্য কে বদলি করা হয়েছে সিআই হাবড়া পদে। আইসি কান্দি সুভাষচন্দ্র ঘোষ কে আইসি তমলুক পদে, সিআই জয়নগরকে আই সি নৈহাটি থানার পদে, খড়্গপুরের জিআরপির আইসিকে আই সি বেলপাহাড়ি থানার পদে, এবং একই সঙ্গে তমলুক, কন্টাই ,বাড়ি কুল ,এগরা, ফারাক্কা, জঙ্গিপুর, বহরমপুর, সাঁতরাগাছি, ধনিয়াখালি, হরিহরপাড়া, পূর্ব বর্ধমান, হিলি থানা, তারকেশ্বর, জগদ্দল, চাকদা, হরিণঘাটা, বংশীহারী, শান্তিপুর, বাসন্তী, পুজালী, ফলতা, নরেন্দ্রপুর, মগরাহাট, বিষ্ণুপুর, রামনগর, ডায়মন্ডহারবার, হাড়োয়া, উলুবেরিয়া, কালিয়াচক ও বাঁকুড়ার সারেঙ্গা, বেলদা, জামবনি, বীরভূমের চন্দ্রপুর, ধুপগুড়ি, চোপড়া, ভক্তি গড়, মাথাভাঙ্গা, আলিপুরদুয়ার, তুফানগঞ্জ, নকশালবাড়ি, দেগঙ্গা, রায়দিঘি, কাকদ্বীপ, নিউটাউন ,তপন, কুমারগঞ্জ, কুমারগ্রাম, দাঁতন, শালবনি, ডেবরা ,ঘাটাল, কেশপুর, নন্দীগ্রাম, মন্দির বাজার, সাগর, কোতলপুর, শিলিগুড়ি, কোতোয়ালী, কল্যাণী, সদর

দার্জিলিং, কালিংপং ,মালদা, হাওড়ার মালি পাঁচঘড়া, বিধান নগর কমিশনারেটের ইকো পার্ক, বালি থানা, হালিশহর, গাইঘাটা, মন্দিরবাজার, নিমতা, স্বরূপনগর, মন্দির বাজার, লেকটাউন, রাজারহাট, ইলেকট্রনিক কমপ্লেক্স, টেকনো সিটি, ঘোলা, ভাটপাড়া, মেখলিগঞ্জ, গোয়ালপুকুর, লালগড়, বেলুড় ,ভদ্রেশ্বর, মানবাজার, বীরপাড়া ,ভাঙ্গর সহ উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাগুইআটি থানার আইসি পদে রদবদল ঘটানো হয়েছে। বাগুইআটি থানার নতুন আই সি পদে এলেন অমিত কুমার মিত্র । তিনি এতদিন সিআইডিতে কর্মরত ছিলেন। আইএ এস ,আইপিএস পদে ব্যাপক রদবদল ঘটানোর পর এবার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনে এর আগে বিভিন্ন থানার সাব-ইন্সপেক্টর ও এসিস্ট্যান্ট সাব ইন্সপেক্টর পদে রদবদল ঘটানো হয়েছিল। এবার রাজ্যের বিভিন্ন থানার আইসি ও সিআই পদে ব্যাপকভাবে ঘটানো হল।

# ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিওকে বিদায়ী সম্বর্ধনা মগরাহাটে

**ওয়াসিফা লস্কর ● মগরাহাট**

**আপনজন:** দীর্ঘদিন মহকুমার এলাকায় নিজের পুলিশের দক্ষতা দুষ্কৃতীদের নাস্তানাবুদ করে রেখেছিলেন ডায়মন্ড হারবারের দক্ষ পুলিশ প্রশাসক মিতুন কুমার দে। ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিওকে এককথায় বলা যেতেই পারে যেন হিন্দি সিনেমার "দাবাং"। যার ভয়ে দুষ্কৃতীরা শিউরে থাকতো। ডায়মন্ড হারবার মহকুমারের পুলিশ প্রশাসকের দায়িত্বভার কাঁধে নেওয়ার পর তিনি সংকল্প করেছিলেন ডায়মন্ড হারবার মহকুমারকে দুষ্কৃতি মুক্ত করার। ডায়মন্ড হারবার মহকুমারকে দুষ্কৃতি মুক্ত করে দিয়েছিলেন কয়েক দিনের মধ্যেই। ডায়মন্ড হারবারের এসডিপিও মিতুন কুমার দের পদোন্নতি হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদে। এবার ডায়মন্ড হারবার ছেড়ে বিদায় নিতে হবে ডায়মন্ড হারবারে দক্ষ প্রশাসককে। ভারাক্রান্ত মনে ডায়মন্ড হারবারের বিভিন্ন এলাকার মানুষজনেরা তাদের প্রিয় দক্ষ প্রশাসককে বিদায়ী সংবর্ধনা জানাচ্ছে। শনিবার বিকেলে মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার নাগরিকবৃন্দের পক্ষ থেকে উস্তীর ডালিয়া কমপ্লেক্স ডায়মন্ড হারবার এর দক্ষ প্রশাসক মিতুন কুমার দের পদোন্নতির শুভেচ্ছা ও বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়।
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট ২ নম্বর ব্লকের বিধায়িকা তৃণমূলের সহ-সভাপতি সেলিম লস্কর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মগরাহাট-২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুনা ইয়াসমিন, মগরাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত বসি শেখ আসাদুল ও তুহিন মাহান্ত ভিডিও ও বিশিষ্ট নাগরিক কিংকর একাধিক বিশিষ্টজনেরা। কার্যত মগরাহাট পূর্ব বিধানসভার নাগরিকবৃন্দের পক্ষ থেকে পুষ্পক স্তবক দিয়ে দক্ষ পুলিশ প্রশাসকে বিদায়ী জানালে তারা।

# শহরের ফুটপাত থেকে স্ক্র্যাপ ডিলারদের সরাতে পুলিশ কমিশনারকে চিঠি মেয়রের

**সুব্রত রায় ● কলকাতা**

**আপনজন:** কলকাতা রাস্তায় কিছু দিন দেখছি আগে গরীব মানুষ রাস্তায় থাকতেন। তাদের জন্য আমরা নাইট শেল্টার করেছি। তার পরেও কলকাতার রাস্তায় পরিবার নিয়ে অনেক মানুষ থাকছে। আমরা দেখছি তারা হচ্ছে স্ক্র্যাপ ডিলার। আমি পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেব। পৌর কমিশনারকে বলব তাদেরকে সেখানে থেকে সরিয়ে দিতে হবে। শনিবার কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানান। তিনি বলেন,অদ্ভুত ভাবে আলিপুর , সার্দান পার্ক, মডার্ন হাই উল্টো দিকে সব জায়গায় পরিবার নিয়ে থাকছে। আমাদের দেখতে হবে সুরক্ষা ক্ষেত্রে কি হচ্ছে হচ্ছে না। আমরা সহানুভূতির সঙ্গে দেখতে পুলিশকে বলেছি।মেয়র আরোও জানান,গড়িয়াহাট মার্কেটে আমরা একটা বিরাট অগ্নিকাণ্ড দেখেছি। হকাররা প্লাস্টিক ব্যাবহার করতে পারবে না। ফুটপাথে আগুন জ্বালিয়ে রান্না করা যাবে না। এটা মনে রাখতে হবে বিস্ফোরণ হলে বিরাট একটা ঘটনা ঘটে যেতে পারে। একজনের জন্য অনেক লোকের প্রাণ যাতে না যায় তা দেখতে হবে। ফুটপাতে কেউ কোনো মাল রাখলে সেটা তুলে নেওয়া হবে বলে জানান মেয়র। ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করা যাবে না। যাতে কোনো রকমের দুর্ঘটনা না হয়। যদি কেউ দোকানের মধ্যে না রাখে তাহলে সেটা তুলে নেবে কলকাতা পৌর সংস্থার বলে জানান মেয়র। বেআইনি বাড়ি ভাঙ্গার জন্য একজন মহিলাকে মারধরের বিষয় নিয়ে তিনি বলেন যে পুলিশ ব্যাবস্থা নেবে। একজন মহিলা গায়ের যদি হাত তোলা হয় তাহলে সেটা ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে। সব অভিযোগ যে ধ্রুব সত্য সেটাও নয় ।অনেক সময় নিজের বিদ্বেষ পোষণ করার জন্যই অনেক ভেবে নিয়ে অভিযোগ জানিয়ে দেয়। টিনের শেড সব জায়গায় দেওয়া যাবে না। সাময়িক ভাবে নির্মাণ করলেই বেআইনি।
সত্যনারায়ণ পার্কের পাশে নেতাজি মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। এই বিষয়ে আমরা এফ আই আর করেছি বলে জানান মেয়র।রাহুল গান্ধীর পোষ্টার ছেড়া নিয়ে মেয়র বলেন কেন তৃণমূল ছিঁড়বে । আসলে এখানকার কংগ্রেস শুধু বিজেপির ফ্ল্যাগ ধরতে বাকি আছে। রাহুল কি এখনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রচার করছে। যে তার পোস্টের ছিঁড়ে দেবে।
নীতিশ কুমার নিয়ে তার অভিযোগ নির্বাচন কমিশন কে পেশ করে দেওয়া হয়েছে। ধর্ম নিরপেক্ষতা আগেই শেষ করে দিয়েছি। আজ না হয় কাল আমরা জিতব। বিজেপি বিরুদ্ধে এক জন লড়াই করছেন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্তব্য ফিরহাদের। শুভেন্দু রাজ্য পুলিশ এর রাজনীতিকরণ করা হচ্ছে। আমরাই এটা অভিযোগ করছি যে সব এজেন্সির রাজনীতিকরণ করে দেওয়া হয়েছে। রাজ্য পুলিশ নিরেপক্ষে ভাবে কাজ করছে। অভিযোগ তো যে কেউ করতে পারে।
আর নেকামি করে কি লাভ হবে। সবাই জানে দিব্যেন্দু নিয়ে বলেন ফিরহাদ হাকিম।

# মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার পুরস্কার ও গুণীজন সংবর্ধনা প্রজাতন্ত্র দিবসে

**মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান**

**আপনজন:** বর্ধমান ও অন্য কয়েকটি মেডিকেল কলেজের ডাক্তার ও বিশিষ্ট কিছু ব্যক্তি গড়ে তুলেছেন প্রয়াস স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা । এই সংগঠন সমাজ সেবায় পূর্ব বর্ধমানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। কখনো অনাথ শিশুদের খাদ্য বিতরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো, গ্রামে গ্রামে হেলথ ক্যাম্প করে দুস্থ অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ানো আবার কফিল খানের মতো বিশিষ্ট ডাক্তারকে বর্ধমান এনে শিশু চিকিৎসা করানো। বহুমুখী কর্মকাণ্ডের জন্য এই সংস্থা বর্ধমানের আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। প্রয়াস ২৬ শে জানুয়ারি শুক্র বার ৭৫ তম প্রজাতন্ত্র দিবসের এই সুন্দর দিনটিতে অনুষ্ঠিত করল প্রয়াস মেধা অন্বেষণ পরীক্ষার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান এবং সংবর্ধনা সভা। অনুষ্ঠান এ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন
স্বামী অজ্ঞেআ নন্দ মহারাজ বাজেপ্রতাপপুর রামকৃষ্ণ মিশন , শামস তিবরেজ আনসারী, মানজারুল ইসলাম মাইনরিটি ইন্সপেক্টর , ডা: আমিনুল ইসলাম , হাসিব আলম বিশিষ্ট সমাজসেবী , বনানী ম্যাডাম, আইসি বর্ধমান মহিলা থানা, সফিকুল ইসলাম, ডা:আলমগীর আলম সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব । উক্ত অনুষ্ঠানে ১৫ জনকে মেধা বৃত্তি এবং ৫০ জনকে পুরস্কার এবং সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়। গাছ গ্রুপ এর পক্ষ থেকে প্রত্যেক টি ছাত্র কে গাছ উপহার দেওয়া হয় ।সব শেষে সততা, আত্মবিশ্বাস এবং ঈমান এই তিনটি জিনিস কে জীবনে চলার পথে সঙ্গী করে সকলের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ডাক্তার গোলাম কিবরিয়া বলেন আমরা যারা সমাজের উচ্চ শ্রেণীতে বসবাস করছি তাদের কিছু দায়িত্ব এবং কর্তব্য থাকে সমাজের প্রতি। এই দায়িত্ব এবং কর্তব্য থেকে তারা গঠন করেছেন প্রয়াস স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। তারা সারা বছর মানুষের পাশে থাকার চেষ্টা করেন। আমরা বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে যেমন হেলথ চেকআপের ব্যবস্থা করি তেমনি আগামী দিনের ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার অন্যান্য পেশার মানুষ গড়ে তোলার জন্য মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী অন্বেষণ করছি।
তাদেরকে ভালো মানুষ রূপে গড়ে তোলাটাও একটা প্রয়াস আমাদের সংস্থার পক্ষে আছে। সংস্থার মাধ্যমে কিছু মানুষ উপকৃত হলেই আমাদের সংগঠনের সার্থকতা প্রকাশ পাবে। বর্ধমান হাই মাদ্রাসায় এই অনুষ্ঠানে বহু ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত হয় ও শেষ ভূমিকা রাখে।

# শিক্ষক স্মরণে স্বাস্থ্য শিবির বাহিরচকে

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● ঢোলা**

**আপনজন:** ধর্মীয় রীতিনীতি তো আছেই, এর বাইরে গিয়ে অভিনব উপায়ে প্রয়াত শিক্ষকের জন্য সমাজসেবামূলক কর্মসূচি পালন। বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজসেবী মরহুম মুহাম্মদ খালেকুজ্জামান মোল্লার রুহের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির এবং ওষুধ বিতরণ কর্মসূচি পালিত হয় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঢোলাহাট থানার বাহিরচক গ্রামে। তিনি এই গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন। শনিবার সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ১৬০০ জনকে নানান রোগের চিকিৎসা পরিষেবার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়। এর বাইরে সুগার পরীক্ষা, রক্তচাপ, হৃদস্পন্দন, রক্তে অক্সিজেনের পরিমাণ, ইসিজি, ইউরিক অ্যাসিড ও চক্ষু পরীক্ষা করা হয়।
মেডিসিন, চক্ষু, প্রসূতি, মনোরোগ, স্নায়ু, সুগার প্রভৃতি রোগের প্রায় এক ডজন চিকিৎসক ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন। প্রয়াত খালেকুজ্জামান মোল্লার পুত্র ও পুত্রবধূ ডা. কলিমুজ্জামান মোল্লা ও ডা. রিনা পারভীন ছাড়াও ডা. লুতফার রহমান, ডা. ভাস্কর রায়, ডা. মহসিন বৈদ্য, ডা. নাজিরা খাতুন, ডা. সুরাইয়া খাতুন প্রমুখ মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। সহযোগিতার ছিল ইন্টারন্যাশনাল হিউম্যান ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# জলপাইগুড়িতে রাহুলকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত কংগ্রেস

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● জলপাইগুড়ি**

**আপনজন:** রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাকে স্বাগত জানাতে জলপাইগুড়িতে পুরোদমে প্রস্তুতি চলছে।২৮ জানুয়ারি রবিবার সমাবেশ ও সভা অনুষ্ঠিত হবে জলপাইগুড়ি। জলপাইগুড়িতে আসছে রাহুল গান্ধীর ভারত জোড় ন্যায় যাত্রা। রাহুল গান্ধীকে স্বাগত জানাতে পুরোদমে চলছে প্রস্তুতি। জানা গিয়েছে, ২৮ জানুয়ারি দুপুর ২ টায় জলপাইগুড়ি পিডব্লুডি মোড়ে নেতাজির মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাবেন তিনি। এরপর পোস্ট অফিস মোড় হয়ে কদমতলা পর্যন্ত আয়োজিত পদযাত্রায় অংশ নেবেন। তিনি এখানে সমাবেশে ভাষণও দেবেন। জলপাইগুড়িতে সভা করার পর, তিনি জলপাইগুড়ি শহরের কাছে শিরিষতলা জংশনে ইন্দিরা গান্ধীর মূর্তির কাছে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন এবং তারপরে শিলিগুড়ির দিকে এগিয়ে যাবেন। কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা ইতিমধ্যেই এই কর্মসূচিকে সফল করতে ব্যাপক প্রচার চালাচ্ছেন।

# রামপুরহাটে সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন

**সেখ রিয়াজুদ্দিন ও আজিম সেখ ● বীরভূম**

**আপনজন:** সাধারণতন্ত্র দিবস দেশব্যাপী পালিত হল সরকারি বেসরকারি সহ বিভিন্ন সংগঠনের উদ্যোগে। সেইরূপ বীরভূম জেলার ক্ষেত্রেও সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও যথাযথ ভাবে পালনের খবর পাওয়া যায়। রামপুরহাটের মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন রামপুরহাট মহকুমা শাসক সৌরভ পান্ডে। উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে কুচাওয়াজ সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। কুচাওয়াজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অংশগ্রহন করেন এলাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়ারা। খয়রাশোল ব্লক প্রাঙ্গনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন খয়রাসোল ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌমেন্দু গাঙ্গুলী এবং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অসীমা ধীবর।

# আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল স্মৃতি পুরস্কার পেলেন মহিউদ্দিন সরকার

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা**

**আপনজন:** 'উদার আকাশ আল্লামা ড. মুহাম্মদ ইকবাল স্মৃতি পুরস্কার' এ ভূষিত হলেন বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ জনাব মহিউদ্দিন সরকার। এই পুরস্কারের অর্থমূল্য ভারতীয় মুদ্রায় ১ লক্ষ ১ টাকা। 'ইসলামের পরিচয়' নামক গ্রন্থটির জন্যই মহিউদ্দিন সরকার ওই পুরস্কারে ভূষিত হলেন।
শুক্রবার সন্ধ্যায় ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলার (সেন্ট্রাল পার্ক, সল্টলেক) প্রেস কর্ণারে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর হাতে ওই পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। এদিন অনুষ্ঠানের উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমির সভাপতি সুবোধ সরকার।
উদার আকাশ পত্রিকার ৪৭তম আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলা সংখ্যা উদ্বোধন করেন কবি সুবোধ সরকার। বিশিষ্ট লেখক দেবাশিস পাঠক ও উদার আকাশ পত্রিকার সম্পাদক ফারুক আহমেদ সুবোধ সরকার-এর হাতে পত্রিকা তুলে দেন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন সাংসদ ও লেখক ড. মইনুল হাসান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ ও পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমদ হাসান ইমরান, দেবাশিস পাঠক, নতুন গতি সম্পাদক এমদাদুল হক নূর, মুরারী শংকর বিশ্বাস, পুলিশ আধিকারিক মণিরুল ইসলাম সরকার, সাহিত্যিক মোশারফ হোসেন, শামসুল আলম, উদার আকাশ পত্রিকার সহ সম্পাদক মৌসুমী বিশ্বাস, রাইসা নূর, গ্রাফিক ডিজাইনার শ্যামল মজুমদার প্রমুখ। অনুষ্ঠানের শুরুতে সোমঋতা মল্লিকের পরিচালনায় কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক সংগীত 'কারার ঐ লৌহ-কপাট' ও 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' অপূর্ব সুন্দর পরিবেশন করেন অর্ধ শতকণ্ঠে 'ছায়ানট'-এর শিল্পীরা। এদিন 'ভাঙার গান' ক্যালেন্ডার 'ছায়ানট'-এর পক্ষে কবি সুবোধ সরকার-এর হাতে তুলে দেন সোমঋতা মল্লিক। এদিন কবিতা পাঠ করেন একমাত্র প্রতিভাবান কবি আলমগীর রহমান।
আবৃত্তি করেন প্রখ্যাত বাচিক শিল্পী ড. পিনাকী চট্টোপাধ্যায়।
এই বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানটির অন্যতম উদ্দেশ্য দুই বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতির জোয়ারকে একই গতিতে ধাবমান করে তোলা।
ফারুক আহমেদ বলেন, আগামী দিনে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টার ত্রুটি করব না"। তিনি আরও জানান, বইমেলার প্রেস কর্ণারে এক অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ মহিউদ্দিন সরকারকে শুধু উদার আকাশ আল্লামা ইকবাল স্মৃতি পুরস্কারে ভূষিত করা হয়নি, এই অনুষ্ঠানমঞ্চে উদার আকাশ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয় মহিউদ্দিন সরকার-এর লেখা মূল্যবান পুস্তিকা 'হজ গাইড'। এদিন সমস্ত অতিথিদের হাতে তুলে দেওয়া হয় মহিউদ্দিন সরকার-এর পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত গ্রন্থ 'ইসলামের পরিচয়', অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী এবং সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত 'কিছু কিছু কথা' গল্প সংকলন, দুটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ সংকলন ড. আবুল হাসনাত-এর 'ত্রয়ী' এবং 'কালের প্রহরী', মুরারী শংকর বিশ্বাসের ভ্রমণকাহিনি 'ঘুরে এলাম আফ্রিকা' এবং 'দেবভূমি হিমাচল দর্শন ও নাগাল্যান্ড-মণিপুর ভ্রমণ', তৈমুর খানের 'সর্বনাশের ডায়েরি', দেবাশিস পাঠকের প্রবন্ধ সংকলন 'পুরোটাই বিতর্কিত', ড. সা'আদুল ইসলামের 'শতবর্ষে বিদ্রোহী', সুবিদ আলি মোল্লার 'খোলা জানালা', সুফি মহঃ বাবর আলির আধ্যাত্মিক ভাবনায় রচিত 'গুলবাগিচা'প্রভৃতি।

# পৌরপ্রধানের পৌরহিত্যে প্রজাতন্ত্র দিবস বনগাঁয়

**এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ**

**আপনজন:** উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বনগাঁ পৌরসভার উদ্যোগে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল ৭৫ তম প্রজাতন্ত্র দিবস। বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠের তত্ত্বাবধানে এদিন তাম্রপত্র প্রাপ্ত ২২ জন স্বাধীনতা সংগ্রামী পরিবারের প্রতিনিধিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপনের পাশাপাশি ২২ জন বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের প্রয়োজনীয় সহায়ক গাড়ি প্রদান করা হয়। ৭০ উর্দ্ধ প্রবীণ নাগরিকদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন, শীতবস্ত্র প্রদান, স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ঔষধ ও চশমা বিতরণ, স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের সংবর্ধনা প্রভৃতি সেবা কর্মসূচির পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। শুএদিন বিভিন্ন শিল্পীরা দেশাত্মবোধক সংগীত পরিবেশন করেন। এক শিল্পীর কণ্ঠে বেজে ওঠে 'সারে জাহাঁ সে আচ্ছা হিন্দোসিতাঁ হমারা।' সেসময় উপস্থিত বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ সহ শত শত বৃদ্ধ বৃদ্ধা শিক্ষার্থী বনগাঁবাসী জাতীয় পতাকা উঁচু করে গানে গলা মেলান। বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, 'প্রজাতন্ত্র দিবসে মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণাকে পাথেয় করে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিবারকে যোগ্য সম্মান দিতে পেরে গর্ববোধ করছি। সংবিধান রচনাকালে যাদের জন্ম হয়েছিল তাদের পরিবারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটা সার্থক।'

# আপনজন পাবলিকেশনের বইপ্রকাশ বইমেলায়

**আপনজন ডেস্ক:** শনিবার করুণাময়ীতে কলকাতা আন্তর্জাতিক বইমেলায় আপনজন পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হল দৈনিক আপনজন পত্রিকার সম্পাদক জাইদুল হক-এর গ্রন্থ 'ঠাকুর পরিবারের অন্দরে মুসলিম বৃত্তান্ত।' উদ্বোধন অনুষ্ঠানে ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মুন্সী আবুল কাশেম, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাইফুল্লা শামিম, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ও লেখক অব্দুর রশিদ মোল্লা, সমাজসেবক জুবায়ের হোসেন, শিক্ষাসেবী নুরুল হক, শিক্ষিকা মনজু লস্কর, মাসুদ মোল্লা প্রমুখ। উল্লেখ্য, আজ আপনজন পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হবে নরেন্দ্র মোদিকে নিয়ে ড. দিলীপ মজুমদারের লেখা 'ব্র্যান্ড ফকিরের জুমলাবাজি' গ্রন্থ।

# প্রকাশিত হল সাদউদ্দীন-এর উপন্যাস

**আপনজন ডেস্ক:** কলকাতা আন্তর্জাতিক পুস্তক মেলায় প্রকাশিত হল মুহাম্মদ সাদউদ্দীন এর সামাজিক উপন্যাস 'মিঞাবাড়ির মেয়ে।' বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে লেখক ছাড়াও ছিলেন সুচিকিৎসক ডা. প্রকাশ মল্লিক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন নিবন্ধক নীতিশ বিশ্বাস, ডা: নীলকমল বর্মণ, নিষ্পলক পত্রিকার জগদীশ চন্দ্র সর্দার, বাকচর্চার কর্ণধার সালমান হেলাল। পরে যোগ দেন ইনাসউদ্দীন, সামসুল আলম, জনতার আদালত-এর সম্পাদক মতিউর রহমান প্রমুখ।

## প্রথম নজর

# মদিনার ২৬ হাজার খামারে খেজুর উৎপাদনে রেকর্ড

**আপনজন ডেস্ক:** সৌদি আরবের মদিনা অঞ্চল খেজুর উৎপাদনে রেকর্ড করেছে। এ অঞ্চলের ২৬ হাজার খামারে ২৮ ধরনের খেজুর চাষ করা হয়। গত এক বছরে এ অঞ্চলে খেজুর উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৯৭.৯ মিলিয়ন কেজি, যার বাজারমূল্য ৯৪৮ মিলিয়ন সৌদি রিয়ালের বেশি। সৌদি আরবের পরিবেশ ও কৃষি মন্ত্রণালয় এক পরিসংখ্যান প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায়। উৎপন্ন খেজুরের মধ্যে রয়েছে–আজওয়া ও সুক্কারি ২০.৭ মিলিয়ন কেজি, সাফাবি ৫.৫ মিলিয়ন কেজি, সাগাই ও বার্নি খেজুর ৬.৩ মিলিয়ন কেজি, বারহি, মাবরুম, মেদজুল ও আম্বার খেজুর সম্মিলিতভাবে ৬.২ মিলিয়ন কেজি। ২০২৩ সালে উৎপন্ন এসব খেজুর মদিনার বিমানবন্দরের মাধ্যমে ইংল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, চীন, তুরস্ক, কমোরোস, জর্দান, উগান্ডা, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের ৬৩টির বেশি দেশে রপ্তানি হয়েছে। বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পরিমাণ খেজুর উৎপাদনকারী পাঁচটি দেশ হলো মিসর, সৌদি আরব, ইরান, আলজেরিয়া ও ইরাক। সৌদি আরবে ১.৬ মিলিয়ন টন খেজুর উৎপন্ন হয়, যার বাজারমূল্য ৭.৫ বিলিয়ন সৌদি রিয়ালেরও বেশি। তিন শর বেশি ধরনের উৎপন্ন এসব খেজুর দেশটির মোট কৃষি উৎপাদনের ১২ শতাংশ।

# প্রবাসীদের জন্য ডেলিভারি সেবায় কাজ নিষিদ্ধ করলো সৌদি আরব

**আপনজন ডেস্ক:** সৌদি আরবে বসবাসরত প্রবাসীদের জন্য ডেলিভারি সেবায় কাজকে নিষিদ্ধ করে আইন প্রণয়ন করেছে দেশটির সরকার।

বুধবার (২৪ জানুয়ারি) সংবাদমাধ্যম গাল্ফ নিউজের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নতুন এ আইনটি চলতি বছরের এপ্রিল থেকে কার্যকর করা হবে। সৌদি আরবের ট্রান্সপোর্ট জেনারেল অথরিটি (টিজিএ) সেক্টটিতে কর্মরত অসৌদি নাগরিকদের জন্য আলাদা ইউনিফর্ম প্রবর্তনসহ সেক্টরটিকে নিয়ন্ত্রণের জন্য এ আইন করেছে।

আইনে বলা হয়েছে, ডেলিভারি কোম্পানিগুলোকে তাদের চালকদের জন্য ফেস-ভেরিফিকেশন ব্যবস্থা চালু করতে হবে। এ ব্যবস্থাটি ট্রান্সপোর্ট জেনারেল অথরিটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। এ ছাড়া অগামী ১৪ মাসের মধ্যে খাতটি থেকে প্রবাসীদের বাদ দিতে বলা হয়েছে। কেবল সৌদি নাগরিকেরা এ খাতটিকে কর্মরত থাকবেন।

নতুন আইনানুসারে হালকা যানবাহনে পৌর ও গ্রামবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে বিজ্ঞাপন ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হবে। এ ব্যবস্থায় নিযুক্ত চালকদের দক্ষতার পাশাপাশি নিরাপত্তা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এছাড়া কর্মীরা যাতে মানুষের আস্থায় পরিণত হতে পারে সেটিও বিবেচনায় নেয়া হয়েছে।

টিজিএ মুখপাত্র সাহেল আল জুওয়ায়েদ বলেন, সৌদি আরবের গুরুত্বপূর্ণ খাতগুলোর একটি ডেলিভারি খাত। এ খাতের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য।

দেশটির টেলিভিশন চ্যানেল আল এখবারিয়াকে তিনি বলেন, বর্তমানে সৌদি আরবে ৩৭টি কোম্পানি লাইসেন্স নিয়ে ডেলিভারি সেবা দিয়ে যাচ্ছে। গত বছরে দেশটিতে ২০ কোটিরও বেশি ডেলিভারি সম্পন্ন হয়েছে।

# নিউ জার্সির ক্র্যানবেরিতে প্রথম মুসলিম মেয়র ঈমান

**আপনজন ডেস্ক:** প্রথমবারের মতো যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সির ক্র্যানবেরি টাউনশিপে মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন এক মুসলিম। শুধু তাই নয়; তিনি একজন মুসলিম নারী। এ মাসের শুরুতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে ২০২৪ সালের মেয়র হিসেবে তাঁকে শপথ পাঠ করান সাবেক নারী মেয়র সাদাফ জেফার।

মেয়রের দায়িত্ব গ্রহণ করা ওই নারীর নাম ঈমান আল-বাদাউই। তিনি মিসরীয় ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

মেয়র নির্বাচিত হয়ে নিজের অনুভূতি জানিয়ে ঈমান বলেন, আমি কিছুতে প্রথম হতে চাইনি। তবে একজন হিজাবি নারী হিসেবে পুরোপুরি নতুন পরিবেশে নিজেকে দেখতে পেয়ে আমি সত্যিই অভিভূত। কারণ অনেক মানুষ নতুন করে আমার কার্যক্রম সম্পর্কে জানার সুযোগ পাবে। সবাই আমার সম্পর্কে এভাবে বলা শুরু করছে, 'ওহ, আপনি প্রথম মিসরী মুসলিম, যিনি হিজাব পরে মেয়র পদে নির্বাচিত হয়েছেন।' আমি মনে করি, তা শুধু আমার জন্য নয়, বরং সবার জন্য গর্বের। সর্বোপরি আগের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতা ও দক্ষতা নিয়ে আমার শহরের জন্য কাজ করব।

এর আগে ২০২১ সালে ঈমান আল-বাদাউই তিন বছরের জন্য টাউনশিপ কমিটির সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। এরপর গত বছর তিনি প্রথম মুসলিম ডেপুটি মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ক্র্যানবেরির একজন সফল নেতা ও মেয়র হিসেবে তিনি সবার জন্য কাজ করতে চান।

সমাজসেবার প্রেরণা থেকে রাজনীতিতে আসেন ঈমান। শখের বশে ভেড়া লালন-পালন করেন তিনি। রাটগার্স ইউনিভার্সিটির ডগলাস কলেজ থেকে রসায়ন ও জীববিজ্ঞানে স্নাতক সম্পন্ন করেন। এরপর ল্যাবে কাজ করার পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে বিভিন্ন কমিউনিটিতে কাজ করেন।

# আইসিজে'র রায়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ ভিত্তিহীন: যুক্তরাষ্ট্র

**আপনজন:** আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের (আইসিজে) রায়ে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগগুলো 'ভিত্তিহীন' উল্লেখ করে ইহুদি রাষ্ট্রটির প্রতি তার দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান বজায় রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র।

শুক্রবার মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন মুখপাত্র বলেছেন, চলমান সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানে আইসিজে-এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করে যুক্তরাষ্ট্র। একই সঙ্গে বাইডেন প্রশাসন স্পষ্ট করে দিয়েছে, ইসরায়েলকে অবশ্যই বেসামরিক ক্ষতি কমাতে, মানবিক সহায়তা প্রবাহ বাড়াতে সমস্ত সম্ভাব্য পদক্ষেপ নিতে হবে।

এক বিবৃতিতে মুখপাত্র আরো বলেছেন, আমরা বিশ্বাস করি গাজায় গণহত্যার অভিযোগগুলো ভিত্তিহীন এবং এটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে আদালত গণহত্যা সম্পর্কে কোনও অনুসন্ধান করেনি বা তার রায়ে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানায়নি। তবে হামাসের হাতে বন্দী সমস্ত জিম্মিকে নিঃশর্ত ও অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে আদালত।

তিনি আরো বলেন, আদালতের রায়টি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ, আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ৭ অক্টোবরের সন্ত্রাসী হামলার পুনরাবৃত্তি না ঘটতে পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ইসরায়েলের ব্যবস্থা নেয়ার অধিকার রয়েছে।

মামলার অগ্রগতির সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্র আদালতের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করবে বলেও জানান তিনি।

প্রসঙ্গত, ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলি সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে হামলা বন্ধে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (আইসিজে) মামলা দায়ের করে দক্ষিণ আফ্রিকা। দুই সপ্তাহ শুনানি শেষে বাংলাদেশ সময় শুক্রবার সন্ধায় রায় ঘোষণা করে আইসিজে। রায়ে গাজায় গণহত্যা বন্ধে পদক্ষেপ নিতে দখলদার ইসরায়েলকে নির্দেশ দিয়েছে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিজে)। একইসঙ্গে গাজায় মানবিক সহায়তা প্রবেশে অবিলম্বে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ইসরায়েলকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

রায়ে বলা হয়েছে, ইসরায়েলকে নিশ্চিত করতে হবে যে তার বাহিনী গণহত্যা করবে না। ইসরায়েলকে এ বিষয়ে এক মাসের মধ্যে রিপোর্ট দিতে হবে। একইসঙ্গে গণহত্যা পরিচালনাকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।

আইসিজে'র বিচারক মণ্ডলীর সভাপতি বিচারক জোয়ান ই ডনোগু রায় পড়ে শোনান। তিনি বলেন, এই রায় ইসরায়েলের জন্য আন্তর্জাতিক আইনি বাধ্যবাধকতা তৈরি করেছে।

বিচারক ডনোগু আরও বলেছেন, আদালত নোট করেছে' ইসরায়েলের সামরিক অভিযানের ফলে প্রচুর সংখ্যক মৃত্যু এবং আহত হয়েছে, সেইসঙ্গে ব্যাপকভাবে বাড়িঘর ধ্বংস হয়েছে, জনসংখ্যার বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা হয়েছে এবং বেসামরিক অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ গণহত্যা কনভেনশনের বিধানের মধ্যে পড়ে। গণহত্যা মামলায় যথেষ্ট প্রমাণও রয়েছে।

ডনোগু বলেন, জেনোসাইড কনভেনশনের অধীনে ফিলিস্তিনিরা সুরক্ষিত গোষ্ঠী। আদালত ফিলিস্তিনিদের গণহত্যার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

# গাজায় ক্ষুধার্ত ফিলিস্তিনিদের হত্যায় বিস্ফোরক 'খাদ্যের ক্যান' ফেলছে ইসরায়েল

**আপনজন ডেস্ক:** ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর বর্বরোচিত হামলায় ২৬ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে সাড়ে ৬৪ হাজারেরও বেশি। এই হতাহতদের অধিকাংশই নারী-শিশুসহ বেসামরিক লোকজন।

এদিকে যারা এখনও বেঁচে রয়েছেন তাদের বেশিরভাগই বাস্তুচ্যুত ও ভয়াবহ অনাহারের শিকার।

বর্তমান এই পরিস্থিতীতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সম্প্রতি একটি ভিডিও বেশ ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দাবি করা হয়েছে, ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী গাজার জনগণের জন্য খাবারের কেটা ফেলছে, যাতে বোমা ভরা রয়েছে।

সংবাদমাধ্যম ফ্রান্স ২৪-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এ ধরনের বোমাগুলো এমন সময় ফেলা হচ্ছে, যখন গাজাবাসী তীব্র ক্ষুধায় ভুগছে এবং জাতিসংঘ এই পরিস্থিতিকে 'বিপর্যয়কর ক্ষুধা' বলে অভিহিত করেছে।

তবে এখন প্রশ্ন উঠেছে, খাবারের ক্যানগুলো কি আসলেই বিস্ফোরক? ফ্রান্স ২৪ ঘটনাটি বোঝার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে থাকা বেশ কিছু ভিডিও বিশ্লেষণ করেছে।

ফিলিস্তিনের কুদস নিউজ নেটওয়ার্ক একটি ভিডিও পোস্টে দাবি করেছে, ইসরায়েল গাজায় খাবারের ক্যানে বোমা ভরে বিমান থেকে নিচে ফেলছে। ভিডিওটি দুই মিলিয়নের বেশি ভিউ হয়েছে।

আরেকটি সংবাদমাধ্যম 'টাইমস অব গাজা'-এর একটি ভিডিওতে স্থানীয়দের বরাতে বলা হয়েছে, গাজায় বোমাভর্তি খাবারের ক্যানগুলো বিস্ফোরিত হয়ে এরইমধ্যে দুই শিশু, একজন নারী এবং একজন পুরুষ নিহত হয়েছেন। ভিডিওতে আরো দেখানো হয়, খাবারের ক্যানের মধ্যে ছোট ধাতব বস্তু রাখা হয়েছে। টিনের ক্যানগুলো দেখতে সিলিন্ডার আকৃতির এবং কালো রঙের। ভিডিওতে বলা হয়েছে, গাজার ক্ষুধার্ত জনগণ সহজেই একে খাবারের ক্যান ভেবে ভুল করতে পারেন। কিন্তু দখলদার সৈন্যরা আসলে ক্যানের মধ্যে মাইন রেখে গেছে, কেউ ক্যানের ওপরে রাখা ধাতব চাবি দিয়ে তা খোলার চেষ্টা করলেই বিস্ফোরিত হবে।

সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট মনিটরের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি বাহিনী গাজার বেসামরিক নাগরিকদের জন্য বিস্ফোরক খাবারের ক্যান ফেলে গেছে বলে জানা গেছে। যা এলাকার বেসামরিক মানুষদের জন্য মারাত্মক ঝুঁকি সৃষ্টি করেছে।

এই বিপজ্জনক অবশিষ্টাংশগুলো অবরুদ্ধ গাজায় এরইমধ্যে ভয়াবহ মানবিক পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করে তুলছে। শেয়ার করা ভিডিও অনুসারে, খান ইউনিসের একটি বিস্ফোরক প্রকৌশল দল এ ধরনের প্রচুর মাইন খুঁজে পেয়েছে।

এর আঘাতে ব্যক্তির মৃত্যু বা গুরুতর অঙ্গচ্ছেদ হতে পারে এবং তাই তারা গাজার বাসিন্দাদের জন্য সতর্কতা জারি করেছে। ফ্রান্স ২৪-এর প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, যখন ক্যানগুলোর ছবিগুলোকে জুম করলে দেখা যাবে, তাতে 'ল্যান্ড ফিউজ মাইন' লেখা রয়েছে।

# আইসিজের রায়ের পর ইসরায়েলকে অবশ্যই 'জবাবদিহি' করতে হবে : সৌদি

**আপনজন ডেস্ক:** গাজায় ইসরায়েলের গণহত্যা বন্ধ করতে দক্ষিণ আফ্রিকার মামলার রায়ে ছয়টি নির্দেশনা দিয়েছে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত। শুক্রবার এ সিদ্ধান্তকে সৌদি আরব স্বাগত জানিয়েছে।

সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গাজায় ইসরায়েলের যুদ্ধের বিষয়ে জাতিসংঘের শীর্ষ আদালতের রায়ের পর আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘনের জন্য ইসরায়েলকে জবাবদিহি করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে গাজায় যুদ্ধবিরতিতে পৌঁছাতে এবং ফিলিস্তিনি জনগণের সুরক্ষা প্রদানের জন্য আরো পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। আন্তর্জাতিক আদালত গাজা ইস্যুতে শুক্রবার রায় দেয়। এই রায়ে খুশি হয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকা। আর হতাশ হয়েছে ইসরায়েল। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকার যুক্তি মেনে নিয়েছে আদালত। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা অবিলম্বে গাজায় যুদ্ধবিরতির যে আদেশ দিতে বলেছিল আদালতকে, তা দেয়া হয়নি। এটা তাদের জন্য পুরোপুরি জয় আনেনি। এ রায়ের প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, ইসরায়েল আন্তর্জাতিক আইন মেনে নিজেদের এবং নিজেদের নাগরিকদের রক্ষা করতে থাকবে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, নিরঙ্কুশ বিজয় না হওয়া পর্যন্ত এবং সমস্ত বন্দী ফিরে না আসা পর্যন্ত ইসরায়েল এই যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# মিয়ানমারে জান্তা বাহিনীর হামলায় নিহত ১৬

**আপনজন ডেস্ক:** মিয়ানমারে গত আটদিনে ক্ষমতাসীন সামরিক জান্তার বোমা হামলা, অগ্নিসংযোগ ও নৃসংশতায় অন্তত ১৬ বেসামরিকের মৃত্যু হয়েছে। এ হামলায় বেশকিছু বাড়ি ও স্কুলভবনও ধ্বংস হয়েছে।

শুক্রবার (২৬ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম দ্য ইরাবতি।

প্রতিবেদনে জানানো হয়, দেশটির শান, রাখাইন, মোন, বাগো, মাগওয়ে এবং সাগাইংয়েতে বেসামরিকদের লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে।

শান রাজ্যে বিদ্রোহীদের কোনো তৎপরতা না থাকা সত্ত্বেও গত সোমবার যুদ্ধবিমান থেকে বোমা ছোড়া হয়। এতে বাস্তুচ্যুত এক বেসামরিকের মৃত্যু হয়। আশপাশের রাজ্যে বিদ্রোহী ও সেনাবাহিনীর মধ্যে চলমান সংঘর্ষের কারণে অনেক মানুষ এ রাজ্যে আশ্রয় নিয়েছেন।

গত ২০ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত রাখাইন রাজ্যে চার বেসামরিকের মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও ১৭ জন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যম ও আরাকান আর্মি (এএ) এ তথ্য জানিয়েছে।

মিয়ানমারের সবচেয়ে পুরোনো বিদ্রোহী গোষ্ঠী কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন (কেএনইউ) জানিয়েছে, বাগো রাজ্যের কায়োক্কি এবং ফু গ্রামে জান্তার হামলায় তিন বেসামরিকের মৃত্যু হয়েছে।

গত ১৯ জানুয়ারি মোন রাজ্যের দুটি গ্রামে গোলা ছোড়ে সামরিক জান্তা। এতে চারজন নিহত ও ছয়জন আহত হন।

**সেহেরী ও ইফতারের সময়**

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৩মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৭ মি.

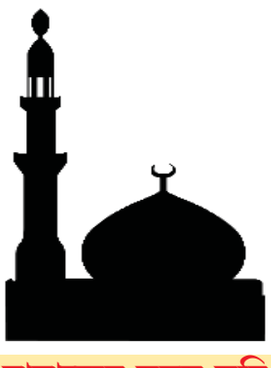

**নামাজের সময় সূচি**

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৪.৫৩ | ৬.১৭ |
| যোহর | ১১.৫৪ | |
| আসর | ৩.৪৬ | |
| মাগরিব | ৫.২৭ | |
| এশা | ৬.৩৯ | |
| তাহাজ্জুদ | ১১.১১ | |

# ৬ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প গুয়াতেমালায়

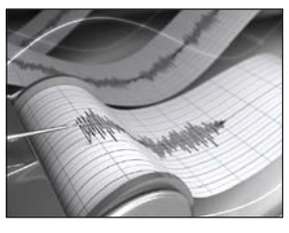

**আপনজন ডেস্ক:** মধ্য আমেরিকার দেশ গুয়াতেমালার দক্ষিণাঞ্চলে ৬ দশমিক ১ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। স্থানীয় সময় শুক্রবার রাত ১১টা ৫২ মিনিটে টেক্সিসকো শহর থেকে ৭ কিলোমিটার (৪ মাইল) দূরে ভূমিকম্পটি অনুভূত হয়। দেশটির স্থানীয় কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ওই ভূমিকম্প থেকে কোনো ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। গুয়াতেমালার ভূতাত্ত্বিক সংস্থা জানিয়েছে, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ভূমিকম্পটি আঘাত হেনেছে বলে জানানো হয়েছে।

# অস্ট্রেলিয়ায় ঘূর্ণিঝড় কিরিলির তাণ্ডব, বিদ্যুৎহীন হাজারো মানুষ

**আপনজন ডেস্ক:** অস্ট্রেলিয়ায় আঘাত হেনেছে শক্তিশালী মৌসুমি ঘূর্ণিঝড় কিরিলি। ঘূর্ণিঝড়টির আঘাতের জেরে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছেন দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ কুইন্সল্যান্ডের উপকূলীয় এলাকার হাজার হাজার মানুষ।

বৃহস্পতিবার (২৫ ডিসেম্বর) স্থানীয় সময় রাতে কুইন্সল্যান্ডের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে কিরিলি। ওইদিন স্থানীয় সময় সন্ধ্যার পর কুইন্সল্যান্ডের উপকূলীয় পর্যটন শহরের কাছে গ্রেট ব্যারিয়ার রিফে আছড়ে পড়ে কিরিলি। অস্ট্রেলিয়ার আবহাওয়া দপ্তর কিরিলিকে ক্যাটাগরি ২ ঘূর্ণিঝড় হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। রাতজুড়ে উপকূলীয় শহরগুলোতে তাণ্ডব চালানোর পর শুক্রবার ভোররাত থেকে শক্তি হারিয়ে ভারী বর্ষণ ও ঝড়ো হাওয়াপূর্ণ সাধারণ ঝড়ে পরিণত হয়েছে কিরিলি।

কুইন্সল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী স্টিভেন মাইলস জানান, ঘূর্ণিঝড়ের আঘাতের পর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় বিদ্যুৎহীন অবস্থায় রয়েছেন অন্তত ৬৪ হাজার মানুষ। কুইন্সল্যান্ডের প্রধান বিদ্যুৎ সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এরগন এনার্জির মুখপাত্র এমা অলিভেরি জানিয়েছেন, ঝড়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ অবকাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাই সরবরাহ স্বাভাবিক অবস্থায় পৌঁছাতে কত সময় লাগবে, এখনই তা বলা যাচ্ছে না। ঝড়ের পর কুইন্সল্যান্ডের গ্রেট ব্যারিয়ার রিফ সংলগ্ন বিভিন্ন উপকূলীয় শহর কার্যত ধ্বংস্তূপে পরিণত হয়েছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স।

# সুইডেনের ন্যাটোতে যোগদানের আবেদনে স্বাক্ষর করলেন এরদোগান

**আপনজন ডেস্ক:** শেষ পর্যন্ত সুইডেনের ন্যাটোতে যোগদানের আবেদনে অনুমোদন দিলেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোগান।

সংবাদমাধ্যম রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তুর্কি পার্লামেন্টের অনুমোদনের পরে শুক্রবার এরদোগান সুইডেনের আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণ মাত্রায় আগ্রাসনের পরে সুইডেনের ন্যাটোতে যোগদানের আবেদনের ২০ মাস পরে এরদোগান এতে স্বাক্ষর করলেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী উলফ ক্রিস্টারসন বলেছেন, আমরা সুইডেনের ন্যাটোর আবেদনে তুরস্কের অনুমোদনকে স্বাগত জানাই। আমরা এখন ন্যাটোতে পূর্ণ সদস্যপদ লাভের পথে একটি নির্ধারক মাইলফলকে পৌঁছেছি।

একই প্ল্যাটফর্মে সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী টোবিয়াস বিলস্ট্রম যোগ করেছেন, এখন সুইডেন ন্যাটোর সদস্য হওয়ার জন্য শুধুমাত্র হাঙ্গেরির অনুমোদন বাকি।

# নেতানিয়াহুর অপসারণ চেয়ে ৪৩ সাবেক ইসরায়েলি কর্মকর্তার চিঠি

**আপনজন ডেস্ক:** ইসরায়েলের ৪০ জনেরও বেশি সাবেক জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তা, খ্যাতিমান বিজ্ঞানী এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নেতা প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুকে অপসারণের দাবি জানিয়েছেন।

নেতানিয়াহুকে তারা ইসরায়েলের 'অস্তিত্বের' জন্য হুমকি উল্লেখ করে ইসরায়েলের প্রেসিডেন্ট এবং পার্লামেন্টের স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়েছেন। চিঠিতে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ইসরায়েলের বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরিষেবার চারজন সাবেক পরিচালক, ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) দুই সাবেক প্রধান এবং তিনজন নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রয়েছেন। চিঠিটি নেতানিয়াহুর নেতৃত্বাধীন ইসরায়েলের উগ্র-ডানপন্থী সরকারের জোটকে বিব্রত করেছে। নেতানিয়াহুর ইসরায়েলের বিচার বিভাগের ক্ষমতা কমিয়ে সংশোধনী আনার বিতর্কিত প্রচেষ্টা দেশটির নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে ভঙ্গুর করেছে এবং এর ফলেই ৭ অক্টোবরের হামলা হয়েছে বলে ওই চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। ওই চিঠিতে বলা হয়েছে, আমরা বিশ্বাস করি, নেতানিয়াহু এমন পরিস্থিতি তৈরি করেছেন, যার ফলে ১ হাজার ২০০-এর বেশি ইসরায়েলি এবং অন্যদের নৃশংস গণহত্যা, সাড়ে ৪ হাজারের বেশি আহত এবং ২৩০ জনেরও বেশি ব্যক্তিকে অপহরণ করা হয়েছে। যাদের মধ্যে ১৩০ জনের বেশি এখনো হামাসের হাতে বন্দী। এসব হতাহতের রক্ত নেতানিয়াহুর হাতে লেগে আছে।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ২৭ সংখ্যা, ১২ মাঘ ১৪৩০, ১৫ রজব, ১৪৪৫ হিজরি

## আমলাতন্ত্রের দলীয়করণ

ব্যুরোক্রেসি বা আমলাতন্ত্র কেন সৃষ্টি করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে আমরা অনেকেই ওয়াকিফহাল; কিন্তু ইহা যেই জন্য প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, সেই মহান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইতে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিকে ক্রমশ সরিয়া আসিতে দেখা যায়। ইহা খুবই দুঃখজনক। কেননা আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষ নহে বলিয়া এই সকল দেশে অস্থিরতা লাগিয়াই থাকে। মূলত আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি করা হইয়াছে, যাহাতে রাজনৈতিক দলগুলি যখন যাহা খুশি তাহা করিতে না পারে। প্রশাসনে বজায় থাকে চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স তথা ভারসাম্যতা। রাজনৈতিক দলসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাহারা এমপি-মন্ত্রী হইয়া রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ তাহাদের নির্বাচনি আসনে অধিক হারে লইয়া যাইতে চাহেন। ইহা যাহাতে না হয় বরং দেশের মানুষের কথা বিবেচনা করা হয়, এই জন্য আমলাতন্ত্র রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন তথা আইনি কাঠামোর ভিত্তিতে পালন করে অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ধারাবাহিকতা রক্ষায়ও তাহাদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই কারণে সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের সর্বদা নিরপেক্ষভাবে ও নিয়মানুযায়ী দায়িত্ব পালন করিতে হয়। তাহাদের দলীয় নেতাকর্মীর মতো আচরণ বেমানান ও অপ্রত্যাশিত। তাহারা প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা-কর্মচারী, দলীয় আনুগত্যের জন্য নহেন। এই কথা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী হইতে শুরু করিয়া বিচার বিভাগের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য; কিন্তু উন্নয়নশীল দেশসমূহে আমরা যাহা দেখিতে পাই তাহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। কোনো কোনো দেশে এমনভাবে সকল কিছু দলীয়করণ করা হয়, যাহাতে দল ও আমলাতন্ত্র একাকার হইয়া যায়। ইহা ক্ষমতাসীনদের দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষমতায় থাকিবার জন্য সুবিধাজনক বটে, তবে দেশ ও দশের জন্য অমঙ্গলজনক। ইহার জন্য নাগরিক অধিকারসমূহ রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। উন্নয়নশীল দেশসমূহে আমলাতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করিতে না পারিবার মূল কারণ হইল বিভিন্ন সাংবিধানিক, গণতান্ত্রিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিকশিত হইবার সুযোগ না দেওয়া, বরং তাহা সমূলে ধ্বংস করিবার পাঁয়তারা করা। খোদ এই সকল প্রতিষ্ঠানে যাহারা কাজ করেন, অনেক সময় তাহাদেরও চক্ষুলজ্জা বলিয়া কিছু থাকে না। ছোটকালে তাহাদের মায়েরা তাহাদের চক্ষুতে কাজল দিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা না হইলে তাহারা চক্ষুলজ্জার মাথা খাইয়া কীভাবে এতটা নিচে নামিতে পারেন? রাষ্ট্রের তিন স্তম্ভ তথা নির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন। যিনি বা যাহারা ক্ষমতায় থাকেন তাহাদের কথামতো যাহা খুশি তাহা করা যায় না। যদি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রশাসন, বিচার বিভাগ প্রভৃতি দলীয়করণ হয়, তাহা হইলে সেই দেশের সাধারণ মানুষ যাইবেন কোথায়? কেননা সবাই তো একই দল করেন না বা করিতে পারেন না। তখন যাহা ঘটিবার তাহাই ঘটিবে। কারণ এই অবস্থার তো বিকল্প নাই। বিকল্প কেবল গণ-আন্দোলন। সকল পথ রুদ্ধ হইলে তখন কেবল এই পথই খোলা থাকে। এই জন্য আমরা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রায়শ অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা লক্ষ করিয়া থাকি। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু উন্নয়নশীল দেশে আমলাতন্ত্রকে ব্যবহার করিয়া ক্ষমতাসীনরা আজীবন ক্ষমতায় থাকিবার চেষ্টা অতীতে যেমন করিয়াছে, এখনো তেমনি করিয়া যাইতেছে। আজীবনই যদি ক্ষমতায় থাকিতে হইবে তাহা হইলে শুধু শুধু জনগণের বিপুল অর্থ ব্যয় করিয়া জনপ্রতিনিধি বাছাইয়ের প্রচেষ্টা কেন? এই সকল দেশে ব্যালটের মাধ্যমে ক্ষমতার শান্তিপূর্ণ হস্তান্তর কঠিন ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে। ইহাকে কেন্দ্র করিয়া যেই সকল ঘটনা ঘটিতেছে তাহা অগ্রহণযোগ্য, অসমর্থনযোগ্য ও অনেক ক্ষেত্রে হৃদয়বিদারক। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি রূপকথার অবতারণা করা যাইতে পারে। মাছেরা এক দিন দলবদ্ধ হইয়া দেবতার নিকট তাহাদের রাজা চাহিলেন। দেবতা এক কচ্ছপকে মনোনীত করিলেন তাহাদের জন্য; কিন্তু কচ্ছপ কেবল ঘুমায়। মাছেদের কল্যাণে তাহার কোনো ভ্রুক্ষেপ নাই। দেবতা এইবার পাঠাইলেন মাছরাঙা পাখিকে রাজা করিয়া; কিন্তু ইহার ফল হইল মারাত্মক। ইহার পর মাছেরা যখনই মাথা চাড়া দিয়া উঠে, তখনই মাছরাঙা তাহাদের ধরিয়া আস্তা খাইয়া ফালায়। এইভাবে মাথা তুলিলেই তাহারা নাই হইয়া যায়। তৃতীয় বিশ্বের কোনো কোনো দেশে এখন পরিস্থিতি এমনটাই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার এই সকল হতভাগ্য দেশে জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতে না পারাটাই বড় ব্যর্থতা। ফলে যেই পথ খোলা থাকে, আমরা চাই বা না চাই—বারংবার সেই পথেই যায় আমজনতা। সেই পথ অবলম্বন করাটা তাহাদের নিকট তখন হইয়া দাঁড়ায় সময়ের ব্যাপার মাত্র।

# পশ্চিমবঙ্গে ‘ইন্ডিয়া’ জোটে জটিলতা

কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন বিজেপিবিরোধী’ইন্ডিয়া’ জোটে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস। কিন্তু কংগ্রেসের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি নিয়ে যে কয়টি রাজ্যে জটিলতা রয়েছে, তার অন্যতম পশ্চিমবঙ্গ। তৃণমূল নেত্রী মমতা ইতিমধ্যে রাজ্যে এককভাবে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়েছেন। তবে কংগ্রেস নেতৃত্ব সমঝোতার চেষ্টা করছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি দুই পক্ষ ঐকমত্যে আসতে পারবে? লিখেছেন **শুভজিৎ বাগচী**।

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ও তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগামী সোমবার কার্যত মুখোমুখি আসরে থাকবেন।’ইন্ডিয়া’ জোটের অগোছালো সংসারে মতপার্থক্যের মধ্যে একই দিনে উত্তরবঙ্গে প্রচার শুরু করবেন রাহুল গান্ধী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দিন উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে যাবেন মমতা আর উত্তর দিনাজপুরে তাঁর দুদিনের পশ্চিমবঙ্গ সফর শেষ করবেন রাহুল।

এই সময়ের মধ্যে একাধিক ঘটনা ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্তত উত্তরবঙ্গের শীর্ষস্থানীয় কংগ্রেস নেতাদের সে রকমই ধারণা। গত বৃহস্পতিবার আসামে পদযাত্রা করে পশ্চিমবঙ্গে ঢোকেন রাহুল গান্ধী। এরপরই তিনি তিন দিনের জন্য দিল্লি চলে যান। আবার ২৮ জানুয়ারি থেকে তাঁর দুদিনের পশ্চিমবঙ্গের উত্তরাঞ্চল সফর শুরুর কথা।

কংগ্রেসের অন্যতম জাতীয় সম্পাদক ও অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির সদস্য রঞ্জিত মুখার্জি প্রথম আলোকে গতকাল শুক্রবার বলছিলেন, ২৮ জানুয়ারি রাহুল গান্ধী’দিল্লি থেকে ফিরে আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা হয়ে উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া যাবেন। পথে তিনি জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িতে থামবেন। ২৯ জানুয়ারি উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুর ছুঁয়ে বিহারের আগারিয়ায় যাবেন। সেখানে থাকবেন তিন দিন। আবার ৩১ জানুয়ারি উত্তরবঙ্গে ফিরে তিনি দক্ষিণ মালদার সুজাপুর হয়ে যাবেন মুর্শিদাবাদ। সেখান থেকে বহরমপুর হয়ে বীরভূম এবং সেখান থেকে ঝাড়খন্ডে। তিনি দক্ষিণবঙ্গে যাচ্ছেন না।’

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের নেতারা মনে করছেন, রাহুলের তিন দিনের দিল্লি সফরের মূল লক্ষ্য ইন্ডিয়া জোটকে কিছুটা গুছিয়ে নেওয়া। কারণ, জোট শরিকের অন্তত চার নেতা আসন সমঝোতা নিয়ে প্রবল চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেছেন। এই চার নেতা হলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল (পাঞ্জাবে তাঁর দল আম আদমি পার্টি ক্ষমতায়), উত্তর প্রদেশে অখিলেশ যাদব, বিহারে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার ও পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

গত বুধবার মমতা বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো আসন-রফা হচ্ছে না। তাঁর কথায়,’কারও সঙ্গে আমার কোনো কথা হয়নি। আমি মনে করি, প্রথম থেকেই ওরা আমাদের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বাংলায় আমরা একাই লড়ব।’

কংগ্রেস অবশ্য মমতাকে সঙ্গে নিয়ে চলার চেষ্টা চালাচ্ছে। গত মঙ্গলবার আসামে রাহুল গান্ধী বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে আসন সমঝোতা নিয়ে আলোচনা চলছে। এর ফল কিছুদিনের মধ্যেই প্রকাশ্যে আসবে।

রাহুলের কথার সূত্র ধরে দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ আসামে সাংবাদিকদের বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু তৃণমূল বা পশ্চিমবঙ্গের নন, দেশের একজন বড় নেতা। তিনি ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম প্রধান শরিক। তৃণমূলকে বাদ দিয়ে ইন্ডিয়া জোট সম্ভব নয়। রমেশ আরও বলেন, রাহুল স্পষ্টই বলেছেন, বিজেপিকে হারাতে হবে। এ জন্য মমতাকে প্রয়োজন। তাঁকে ছাড়া একটি সার্বিক জোট সম্ভব নয়।

তবে তৃণমূল নেতাদের অভিযোগ, কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মমতাকে সঙ্গে চাইলেও চান না দলের রাজ্য সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তিনি ধারাবাহিকভাবে মমতাকে আক্রমণ করছেন।

রাজ্যসভায় দলের নেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন বলেন, ইন্ডিয়া ব্লকের অনেক নিন্দুক রয়েছে। তবে কেবল বিজেপি ও অধীর চৌধুরী ব্লকের বিরুদ্ধে বেশি কথা বলেছেন। কণ্ঠস্বর তাঁর, তবে কথাগুলো দিল্লির দুজনের নির্দেশে তিনি এসব বলছেন। দুই বছর ধরে তিনি বিজেপির ভাষায় কথা বলেছেন। ডেরেক ও’ব্রায়েনের এই অভিযোগের জবাবে অধীর চৌধুরী তাঁকে’বিদেশি’ বলে মন্তব্য করেন। বলেন,’উনি অনেক বেশি বোঝেন। ওনাকেই এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন।’

**মমতা কী চান**

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, মমতা কি কংগ্রেসের হাত পশ্চিমবঙ্গে ধরতে চান?

এর উত্তর হ্যাঁ-না দুটিই হতে পারে। এককভাবে নির্বাচনে না গিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে জোটে একটা বড় সুবিধা তৃণমূলের রয়েছে। অন্যদিকে কিছু সমস্যাও হতে পারে। প্রথমে দেখা যাক কীভাবে লাভবান হতে পারে তৃণমূল।

গত পাঁচ বছরে লোকসভা (২০১৯) এবং বিধানসভা (২০২১) নির্বাচনের দিকে তাকালে দেখা যাবে, এই সময়ে তৃণমূলের ভোট ধীরে ধীরে বেড়েছে। অন্যদিকে অনেক দ্রুত বেড়েছে বিজেপির ভোট। এর প্রধান কারণ, বামফ্রন্টের ভোট চলে গেছে বিজেপির ঝুলিতে। গত পাঁচ বছরে মোটামুটি বামফ্রন্টের ২০-২৫ শতাংশ ভোট কমেছে। ওই একই হারে বিজেপির ভোট বেড়েছে। ২০১৬ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থান হয়েছে এবং এই সময়কালে তাদের ভোট ১০ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৮-৪০ শতাংশ হয়েছে।

বামফ্রন্টের ভোট এই সময়কালে ২০-২৫ থেকে কমে ৫-৭ শতাংশ হয়েছে। কংগ্রেসের হার নেমেছে ১২ থেকে ৩ শতাংশে। তৃণমূলের ভোট মোটামুটি একই রয়েছে—৪৩ থেকে ৪৮ শতাংশের মধ্যে। তৃণমূলের মূলত ৪-৫ শতাংশ ভোট বেড়েছে।

গত লোকসভা নির্বাচনে (২০১৯) কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের মোট ভোট ছিল ১৩ শতাংশ। এটা ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নেমে গেছে সাড়ে ৮ শতাংশে। অর্থাৎ, ধীরে ধীরে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস-বাম জোটকে গিলে ফেলছে এবং সেই ভোট যাচ্ছে বিজেপির ঝুলিতে। আবার সামান্য হলেও তৃণমূলের ভোট বাড়ছে। এ কারণেই রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী গত মঙ্গলবার বলেছেন, তৃণমূল ধারাবাহিকভাবে ভোটের দ্বিমুখী মেরুকরণ ঘটাচ্ছে, যাতে তারা ও বিজেপি উভয়ই লাভবান হয়। আর ক্ষতিগ্রস্ত হয় কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট। ভোটের যত দ্বিপক্ষীয় মেরুকরণ ঘটবে, তত লাভবান হবে বিজেপি। সেই সঙ্গে লাভবান হবে তৃণমূলও। সে রকমটাই দেখা যাচ্ছে অন্তত গত দুটি (২০১৯ ও ২০২১) নির্বাচনে। এই যুক্তিতে এটা মানতে হয়, সে ক্ষেত্রে মমতা চাইবেন বাম-কংগ্রেস জোটের ভোট পশ্চিমবঙ্গে আরও কমে যাক, যাতে লাভবান হয় প্রথমত বিজেপি এবং তারপরে তৃণমূল।

কেন্দ্রে বিজেপি থাকার একটা স্বাভাবিক সুবিধা পশ্চিমবঙ্গে পায় তৃণমূল। তারা বারবার পশ্চিমবঙ্গের ৩০ শতাংশ মুসলমান জনসাধারণকে বলতে পারে, দেখো, সারা দেশে বিজেপি কীভাবে মুসলমানদের ওপর অত্যাচার করছে। পশ্চিমবঙ্গে এই ঘটনা ঘটাতে না চাইলে তোমরা তৃণমূলকে ক্ষমতায় রাখো। বিজেপির ভোট পশ্চিমবঙ্গে কিছুটা বাড়লে এই ভয়টা পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের এবং বামমনস্ক নাগরিক সমাজকে দেখানো সম্ভব। বামফ্রন্টও ক্ষমতায় থাকাকালে একই ভয় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মানুষকে দেখিয়েছে। এভাবে দীর্ঘদিন বামফ্রন্ট ভোট পেয়েছে, এখন তেমনই পাচ্ছে তৃণমূল।

**বামের ভোট রামে ও তৃণমূলের বিপদ**

কিন্তু এখানেই একটা বড় সমস্যা আছে মমতার। দেখা যাচ্ছে, বামফ্রন্টের প্রায় পুরো ভোট চলে যাচ্ছে বিজেপিতে। ফলে বামফ্রন্ট কমছে, বিজেপি বাড়ছে। গত লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোট দাঁড়িয়েছে ৪০ শতাংশে এবং তৃণমূলের ভোট আটকে গেছে ৪৩ শতাংশে। অর্থাৎ ফারাক মাত্র ৩ শতাংশের। এই বৃদ্ধির কারণে রাজ্যের লোকসভা নির্বাচনে আসন ২ (২০১৪) থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ১৮ (২০১৯)।

এই ঘটনা মমতাকে প্রথমবারের মতো পুরোপুরি বিভ্রান্ত করে দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ ধরে নেন, ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয় নিশ্চিত। মমতাকে দেখলেই বিজেপি’জয় শ্রীরাম’ ধ্বনি দিতে থাকে এবং তিনি গাড়ি থেকে নেমে তাদের পাল্টা একহাত নেন। মমতা ও তৃণমূলের বিপর্যস্ত চেহারা সামনে চলে আসে। এতে দ্রুত বাড়তে থাকে বিজেপি। তারা প্রচার করে, মমতা ভয় পেয়েছেন।

পরবর্তী সময়ে তৃণমূলের হাল ধরেন নির্বাচন কৌশলী প্রশান্ত কিশোর। দল ঘুরে দাঁড়ায় এবং ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বড় ব্যবধানে হারায় বিজেপিকে। এবারের নির্বাচনে কংগ্রেস ও বামফ্রন্ট জোটের ভোট ১৩ শতাংশ থেকে কমে ৫-৭ শতাংশ এবং বিজেপির বেড়ে ৭-৮ শতাংশ হলে লোকসভায় নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি তৃণমূলকে ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এমন ঘটলে বিরাট বিপদে পড়বে তৃণমূল। কারণ, লোকসভা নির্বাচনের ঠিক দুই বছরের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে।

ধারণা করা হচ্ছে, মমতার সঙ্গে সেই নির্বাচনে প্রথমবার একেবারে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবেন তাঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূলের চেয়ে বিজেপি দু-চারটি আসনও বেশি পেলে ২০২৬ সালে ক্ষমতায় ফেরা তৃণমূলের জন্য মুশকিলের হবে। অতএব নয়া রণনীতি প্রয়োজন তৃণমূলের। সেই নীতি হলো কংগ্রেস ও বামফ্রন্টকে কিছুটা দূরে রেখে’ইন্ডিয়া’ জোটের মধ্যে একটা’মিনি তৃতীয় জোট’ শুধু পশ্চিমবঙ্গের জন্য গঠন করা এবং সেই জোটকে আক্রমণ করে তাদের জনপ্রিয়তা বাড়ানো। যাতে কংগ্রেস-বামফ্রন্ট জোটের অন্তত ৫-১০ শতাংশ ভোট বাড়ে। এতে বামফ্রন্টের যে ভোট বিজেপিতে গেছে, তা যদি তাদের কাছে ফেরে, তবে ধরাশায়ী হবে বিজেপি। যেমনটা হয়েছে ২০২২ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে।

পঞ্চায়েত নির্বাচনে বামফ্রন্ট-কংগ্রেসের ভোট মোটামুটি ১০ শতাংশ বেড়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির ভোট কমে গেছে ১২-১৪ শতাংশ। এটাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে ঘটাতে চাইছে তৃণমূল। এ জন্য তৃণমূলের সঙ্গে বিজেপির একটা মুখোমুখি লড়াই তৈরি করা প্রয়োজন এবং সঙ্গে সঙ্গে বামফ্রন্ট-কংগ্রেসকেও ময়দানে রাখা দরকার। এই কারণেই কংগ্রেসের হাত ধরতে নারাজ মমতা।

কারণ, মমতা কংগ্রেসের হাত ধরলে লড়াইটা সরাসরি তাঁর সঙ্গে বিজেপির হয়ে যাবে, ধরাশায়ী হবে বামফ্রন্ট (কারণ, কংগ্রেস ও তৃণমূলের জোট হলে, বামফ্রন্ট সেই জোটে থাকবে না, এককভাবে লড়বে)। এই অবস্থায় আরও বামেদের ভোট পেয়ে তৃণমূলকে চাপে ফেলবে বিজেপি। এই পরিস্থিতি এড়াতেই একক লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত মমতার।

**দুটি সমস্যা**

কিন্তু মমতার এই কৌশলের দুটি অসুবিধা রয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের উত্তরবঙ্গের এক নেতা বলছিলেন,’উত্তরবঙ্গে গত নির্বাচনে বিজেপি ভালো করেছে। এই অবস্থায় এখানে তৃণমূলের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমেই বাড়ছিল। কারণ, মমতা বারবার আসছিলেন। নানা প্রকল্প ও গণসংযোগের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছিলেন। এমন একটা সময়ে রামমন্দিরের উদ্বোধন হলো এবং বিজেপি ও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) রাতারাতি ঘরে ঘরে পৌঁছে গেল রামমন্দিরের প্রসাদী চাল নিয়ে। এটা তৃণমূলের হাওয়া অনেকটাই কেড়ে নিয়েছে। আমি দক্ষিণবঙ্গের অবস্থা জানি না। কিন্তু এখানে বিজেপির আবার একটা হাওয়া তৈরি হয়েছে এবং নির্বাচন যত এগিয়ে আসবে, এই হাওয়া ক্রমেই বাড়বে। কারণ, এখানে বড় ধরনের প্রচার চালাবেন নরেন্দ্র মোদি।’

তৃণমূল কংগ্রেসের একাংশ মনে করছে, এ রকম একটা সময়ে কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কিছু আসনে ২-৪ শতাংশ ভোট টানতে পারলে লাভ হতো তৃণমূলের। গত বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধীর স্বল্প সময়ের সফরে বিপুল গণ-উৎসাহ দেখা গেছে উত্তরবঙ্গে। সেই কারণেই কংগ্রেসের হাত ধরা জরুরি ছিল বলে মনে করছেন অনেকে।

দক্ষিণবঙ্গের তৃণমূল নেতাদের বক্তব্য একটু অন্য রকম। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক তৃণমূল এমএলএ বললেন,’একটা অংশের মুসলমান ভোট কংগ্রেসে যাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলালে এটা হয়তো খানিকটা কাটা যেত। তবে এতে সুবিধা হতো নাকি অসুবিধা, সেটা বলার উপযুক্ত মানুষ আমাদের নেত্রী।’

সুতরাং তৃণমূল একা লড়বে নাকি কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে লড়বে, তা এখনো শতভাগ নিশ্চিত নয় কেউ-ই। যদিও মমতা বলেছেন, তিনি একাই লড়বেন। তবে জোটের চেষ্টা করছে কংগ্রেস। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনো হয়নি ঠিকই। তবে পরিস্থিতি বলছে, শেষ পর্যন্ত একটা ত্রিকোণ লড়াই হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে।

**সৌ: প্র আ**

# প্রজাতান্ত্রিক-গণতন্ত্রের পথেই উদযাপিত ৭৫তম প্রজাতন্ত্র দিবস

**এম ওয়াহেদুর রহমান**

মধ্য-দক্ষিণ এশিয়ায় অবস্থিত ভারত হলো আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ। যুগ যুগ ধরে এই দেশে শক,হুন’পাঠান, মোগল প্রভৃতি বহুজাতিক মানুষ বসবাস করেছে। বহু ও বিভিন্ন সভ্যতা -সংস্কৃতি ভারত তথা ভারতীয়দের কে ভীষণ ভাবে প্রভাবিত করেছে। তবু ও ভারতের স্বাতন্ত্র ও মৌলিকতা অব্যাহত রয়েছে। ইংরেজরা ও বাণিজ্যিক স্বার্থেই এ দেশে এসেছে। অতঃপর কালক্রমে তারা ভারতের রাজনৈতিক জীবনের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করেছে। কিন্তু মহাত্মা গান্ধী, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নেতৃত্বে হাজার হাজার ভারতের আপামর জনগণের ত্যাগ,বহু রক্ত ও জীবনের বিনিময়ে ভারত ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট অর্জন করেছে স্বাধীনতা। ঐ দিন ভারতের দিকে দিকে পত্ পত্ উড়েছে তেরঙ্গা পতাকা, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, যৌন প্রভৃতি ধর্মের মানুষ আপ্লুত হয়ে কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে শ্লোগান দিয়েছে বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয় ধ্বনি।

প্রজাতন্ত্র ও গণতন্ত্র শব্দ দুটোর অর্থ প্রায় একই। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরু হয়েছে’ আমরা ভারতের জনগণ.....’ অর্থাৎ এই দেশে ভারতীয় জনগণই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। জনগণই ঠিক করে দেয় কিংবা তারাই শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে শাসকদের। সমগ্র ভারতজুড়ে ২০২৪ সালের ২৬ জানুয়ারি মহাসমারোহে উদযাপিত হবে ৭৫ তম প্রজাতন্ত্র দিবস। সারা দেশ মেতে উঠবে আনন্দ উল্লাসে। এই দিনে আনুষ্ঠানিক কুচকাওয়াজ হয়’ ভারতের শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়’ দেশ ব্যাপী ফুটে ওঠে বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য’সমৃদ্ধ হয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। এছাড়াও ভারতের রাষ্ট্রপতি জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন।

বহু কারণে প্রজাতন্ত্র দিবস ভারতের ইতিহাসে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ভারত ১৯৪৭ সালের ১৫ আগাস্ট স্বাধীনতা লাভ করলে ও ভারতের ছিল না কোনো নিজস্ব সংবিধান কিংবা কোনো বিধি- বিধান। ভারতের সংবিধান গৃহীত বা কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ ভারতের নিজস্ব কোনো ও স্থায়ী সংবিধান না থাকায় ব্রিটিশ সরকারের ১৯৩৫ সালের’ গর্ভনমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট’ দ্বারা ভারত পরিচালিত হতো। এই আইন টি গভর্নিং ডকুমেন্ট হিসেবে গৃহীত হতো। তাই ভারতের নিজস্ব সংবিধান প্রনয়নের জন্য ড. বি আম্বেদকর, জওহরলাল নেহরু’সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল’ মাওলানা আবুল কালাম আজাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাক্তিদের নিয়ে সংবিধান সভা তৈরি করা হয়। ১৯৪৭ সালের ২৯ আগাস্ট আম্বেদকরের নেতৃত্বে ভারতের স্থায়ি সংবিধান প্রনয়নের উদ্দেশ্যে একটি খসড়া কমিটি গড়ে তোলা হয়। ১৯৪৭ সালের ৪ নভেম্বর খসড়া কমিটি সংবিধান সভায় ভারতীয় সংবিধানের খসড়া জমা দেয়। দীর্ঘ দুই বছর বিভিন্ন আলাপ আলোচনার পর প্রস্তাবিত সংবিধানের খসড়া গৃহীত হয়। ৩০৪ জন সদস্য ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি সংবিধানের দুটি ( একটি ছিল ইংরেজি ভাষায় লিখিত অপর টি ছিল হিন্দি ভাষায় লিখিত ) হস্তলিখিত কপিতে সই করেন। এর দু’দিন পর ২৬ জানুয়ারি সংবিধান আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হয় এবং ভারত সার্বভৌম, গণতান্ত্রিক - প্রজাতন্ত্র দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

তবে ভারতে ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি সংবিধান কার্যকর হলেও ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রথম ভারতের আনাচে কানাচে উপচে পড়ছিল উৎসব মুখর জনতা’ ভারতের জনগণ খাদির পোশাক পরে হাতে ভারতের তেরাঙ্গা পতাকা নিয়ে সামিল হয়েছিল স্বাধীনতা উৎসবে। এটি ছিল সম্পূর্ণ স্বরাজ তথা ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন। ঐ দিন প্রথম ভারতের মাটিতে জনগণ উদ্ধাক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিল বন্দে মাতরম। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে দেশে প্রথমবারের মতো ব্রিটিশ সরকার কে বরখাস্ত করে ভারত কে স্বাধীন হিসেবে ঘোষণা করার লক্ষ্যে পূর্ণ স্বরাজের দাবি গৃহীত হয়। ১৯৩০ সালের ৬ জানুয়ারি এলাহাবাদ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং এই সভায় ২৬ জানুয়ারি সমগ্র দেশ ব্যাপী স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এই প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের মহুর্তে কিছু কিছু জনগণের মনের মধ্যে কখনো কখনো হয়তো প্রশ্ন উঁকি মারে প্রস্তাবনার গৃহীত’ আমরা ভারতের জনগণ’ ভারত কে একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক ....’ সম্পর্কে।

## প্রথম নজর

# বজরং দলের পুড়িয়ে মারা গ্রাহাম স্টোনের কুষ্ঠ আশ্রমে শুরু সেবা

**রূপম চট্টোপাধ্যায় ● কলকাতা**

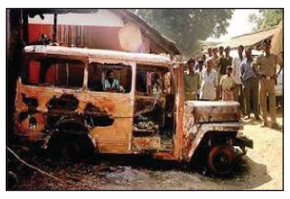

**আপনজন:** ১৯৯৯ এর ২২ জানুয়ারি ওড়িশার কেওনঝরের প্রত্যন্ত গ্রাম মনোহরপুরে অষ্ট্রেলিয়ান ফাদার গ্রাহাম স্টোন ও তাঁর দুই সন্তানকে পুড়িয়ে মেরেছিল বজরং দলের কর্মীরা । নেতৃত্বে ছিল হিন্দুত্ববাদী বজরং দলের পান্ডা দারা সিং। ২০০৩ সালে দারা সিং এর যাবজ্জীবন জেল হয়। গ্রাহাম স্টোনের মৃত্যুতে বন্ধ হয়ে যায় বিভিন্ন সেবা কার্য । এমনকি তাঁর পরিচালিত কুষ্ঠ রোগীরদের চিকিৎসা কেন্দ্রটিও । তাৎপর্যপূর্ণ, গত ২২ জানুয়ারি ওই কুষ্ঠ আশ্রম আবার চালু করার দায়িত্ব নিল হারিত এর কর্ণধার তুষার ভঞ্জ। এর আগে গরিব ও প্রান্তিক মহিলাদের ক্ষুদ্র ঋণ দিয়ে স্বাবলম্বী করার ও শ্রমনিবিড় কৃষিকে বিস্তৃত করার মধ্য দিয়ে গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশে এক নতুন দিশা দেখিয়েছে বাংলাদেশ। ভারতে এই পরিকল্পনা রূপায়ণে সচেষ্ট হয়েছেন ওড়িশার এই উদ্যোগপতি তুষার ভঞ্জ । তাঁর সংস্থা হারিত কৃষি নিধি ওড়িষা , পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খন্ডে প্রায় আড়াই লক্ষ মহিলাকে কুড়ি হাজার টাকা করে ঋণ দিয়েছে। খুবই কম সুদে এই ঋণ নিয়ে ওই মহিলারা কৃষি পণ্যের ও ফলের ব্যবসা করে রোজগারি হতে চেষ্টা করছেন। একটি নির্দিষ্ট কৃষি পণ্য একটু বেশি পরিমাণে কিনে তা হাটে বা পাইকারি বাজারে বিক্রি করলে ঝুঁকি বিহীন আয়ের সুযোগ থাকে। এভাবেই ধান, আলু, কুমরো, কপি, সহ নানা পণ্য ও পেঁপে,ভুট্টা, ড্রাগন , আখ ইত্যাদি এক ফলের ব্যবসা বহু মহিলাকে আয়ের পথ দেখিয়েছে। কর্মসংস্থানের লক্ষে তারা পশ্চিমবঙ্গে ও আসামে বন্ধ ও রুগ্ন চা বাগানও কিনতে চলেছেন । তাঁর লক্ষ্য আগামী দিনে হারিত কৃষি নিধীকে ব্যাংক রূপান্তরিত করে ক্ষুদ্র ঋণকে সহজ লভ্য করে হোরাইজেন্টাল ডেভলপমেন্টকে সম্প্রসারিত করা। এছাড়াও তিনি তাঁর সংস্থার পক্ষ থেকে হেল্থ ক্লাবের হেল্থ ক্যাম্পে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন এবারের গঙ্গা সাগর মেলায় । ১৫ হাজার পূর্ণার্থী হেল্থ ক্লাবের স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়েছেন। তার এই প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়েছে বিভিন্ন বনিকসভা ও বিশিষ্ট কৃষি-অর্থনীতিক মহল। তুষার ভঞ্জ জানান, ঋণকে সহজ লভ্য করে ও কৃষি নির্ভর লাভজনক ক্ষুদ্র ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করে পিছিয়ে পড়া মানুষকে টেনে তোলাই তার আর্থিক চিন্তার মূল ভিত্তি। এর সঙ্গে দেশ থেকে কুষ্ঠ রোগ দুর করা তার সামাজিক উদ্যোগ।

# নাবাবিয়ায় প্রজাতন্ত্র দিবস অনুষ্ঠানে ওসি

*আপনজন: হুগলির নাবাবিয়া মিশনে পতাকা উত্তোলন করছেন খানাকুল থানার ওসি রাসেল পারভেজ। আছেন মিশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ শাহিদ আকবার সহ শিক্ষক-শিক্ষিকা শিক্ষা কর্মীবৃন্দ।*

# রেড রোডের প্রজাতন্ত্র যাত্রায় জয়নগরের মোয়া

**চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কলকাতা**

**আপনজন:** শুক্রবার কলকাতার রেড রোডে পালিত হয় প্রজাতন্ত্র দিবস। আর এই প্রজাতন্ত্র দিবস বিভিন্ন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মধ্যে দিয়ে পালিত হয়। এবারের প্রজাতন্ত্র দিবসের শোভাযাত্রার প্রথম সারিতে ছিল জি আই তকমা প্রাপ্ত জয়নগরের মোয়া। ভারতের প্রথম জিআই ট্যাগ পায় পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং চা। গতবছর রেড রোডে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল দুর্গাপুজো নিয়ে বিশেষ ট্যাবলো। দিল্লিতেও প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে মা দুর্গা ও নারী শক্তির ক্ষমতায়ন শীর্ষক বাংলার ট্যাবলো প্রদর্শিত হয়েছিল। একইসঙ্গে ছৌ নাচ, বাউল গান, জঙ্গলমহলের শিল্পীদের নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। এবছর পাঁচটি নতুন পণ্য জিআই স্বীকৃতি পেয়েছে।এরই পাশাপাশি রাজ্যের সমস্ত জিআই স্বীকৃত পণ্যগুলি নিয়ে এদিন শোভাযাত্রা হয়।এদিনের এই বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেছিলেন জয়নগরের বিভিন্ন মোয়া ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে মোয়ার কারিগরেরা।

এদিন সমস্ত মোয়া ব্যবসায়ীর সাথে যুক্ত সকলেই ধুতি পাঞ্জাবি পরে এই রেড রোডের শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। তাদের হাতে বিভিন্ন ধরনের প্ল্যাকার ছিলো। কোথাও তে লেখা ছিল আমরা গর্বিত,কোথাও বাংলার ধন্য এই জয়নগরের মোয়া।

# খবরের জেরে অসহায় পরিবারের পাশে জেলা পরিষদ সদস্যা, দিলেন খাদ্য সামগ্রী

**নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর**

**আপনজন:** খবরের জেরে সরকারি প্রকল্প থেকে বঞ্চিত অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন জেলা পরিষদের সদস্যা।সরজমিনে গিয়ে খতিয়ে দেখলেন পরিস্থিতি। দৃষ্টিশক্তিহীন অসহায় বৃদ্ধের দুরবস্থা দেখে হতবাক হলেন জেলা পরিষদ সদস্যাও। সটান নিজের গাড়িতে করেই নিয়ে গেলেন ব্লক দপ্তরে। সাথে নিয়ে গেলেন বিশেষ ভাবে সক্ষমের সার্টিফিকেট না পাওয়া দুর্ঘটনাগ্রস্ত আরেক ব্যক্তিকেও। সেখানে গিয়ে নিজের দায়িত্ব নিয়ে কাগজপত্র জমা করালেন। কথা বলালেন ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে। সাথে ব্যক্তিগত ভাবে অসহায় পরিবারের হাতে তুলে দিলেন খাদ্য সামগ্রী। মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ভবানীপুরের বাসিন্দা বিশুয়া দাস (৬৬)। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে দৃষ্টিশক্তিহীন তিনি। কিন্তু বিশেষ ভাবে সক্ষমদের সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করেও পাননি।অন্তরায় হয়ে দাড়িয়ে ছিল কাটমানি। পাননি বার্ধক্য ভাতাও।এমনকি মাটির ঘর ভেঙে গেলেও আবাস যোজনায় বারবার আবেদন করেও ঘর মেলেনি।স্ত্রী কুশমি দাস (৫০) লোকের বাড়ি পরিচারিকার কাজ করে কোনোক্রমে সংসার চালান।হাট বাজারে পড়ে থাকা পচা সবজি খেয়ে দিন কাটে তাদের। এই পরিবারের দুরবস্থার খবর সম্প্রচারিত হয় সংবাদ মাধ্যমে। খবর দেখে এই পরিবারের দুরবস্থার কথা জানতে পারেন হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি তথা জেলা পরিষদ সদস্যা মর্জিনা খাতুন।তারপরেই এদিন ওই পরিবারের কাছে সোজা চলে যান মর্জিনা।সরজমিনে খতিয়ে দেখেন তাদের পরিস্থিতি। পরিবারের দুরবস্থা দেখে মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে মর্জিনার। ব্যক্তিগত ভাবে এক মাসের মতো খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন ওই পরিবারের হাতে। তারপরে নিজের গাড়ি করে নিয়ে যান হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক দপ্তরে। এছাড়াও বাংরুয়া গ্রামের বাসিন্দা শেখ মতলেনকেও সাথে নিয়ে যান মর্জিনা।যিনিও দুই বছর আগে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে পায়ে গুরুতর চোট পান। কিন্তু বিশেষ ভাবে সক্ষমের জন্য সার্টিফিকেটের আবেদন করে পাননি।দ্রুত সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন বিডিও। বিডিওর আশ্বাস পেয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে কেঁদে ফেলেন বিশুয়া দাস। দৃষ্টিশক্তিহীন অসহায় বৃদ্ধ বিশুয়া দাস বলেন 'আমরা সত্যি খুব সমস্যার মধ্যে ছিলাম। অসহায় অবস্থার মধ্যে দিন কাটতো। আজ মর্জিনা খাতুন পাশে দাড়ালেন।বিডিও আশ্বাস দিলেন।অত্যন্ত প্রয়োজন সাহায্যের।'আরেক বাসিন্দা শেখ মতলেন জানান, দুই বছর আগে ট্রাকের ধাক্কায় আমার পায়ের ক্ষতি হয়েছিল। কিন্তু তারপর থেকে আবেদন করেও আমি প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট পাইনি।আজ বিডিওর সঙ্গে দেখা হল। উনি আশ্বাস দিলেন।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি তথা জেলা পরিষদ সদস্য মর্জিনা খাতুন জানান, আমি খবরের মাধ্যমে জানতে পারি। আজ দেখা করলাম। ওদের সাথে করে ব্লকে নিয়ে এলাম। দ্রুত সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

হরিশ্চন্দ্রপুর ১ নম্বর ব্লকের বিডিও সৌমেন মন্ডলের বক্তব্য, আজ কাগজপত্র নিয়ে ফিলাপ করেছি।সার্টিফিকেট ইস্যু করেছি। ওনারা পেয়ে যাবেন।

# নওদায় প্রজাতন্ত্র দিবসে ছাত্রদের পদযাত্রা

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● নওদা**

**আপনজন:** মুর্শিদাবাদের নওদার আমতলায় অবস্থিত 'রহমানিয়া মিশনে' শুক্রবার সাড়ম্বরে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনটির সূচনা করেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ডিরেক্টর রাহিদুল সর্দার ও ম্যানেজার তোজাম্মেল হক। প্রজাতন্ত্র দিবস ঘিরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছিল সাজসাজ রব।

এদিন পড়ুয়াদের কুচকাওয়াজ ও প্যারেডের পর একটি র‍্যালি মিশন প্রাঙ্গণ থেকে বের হয়ে আমতলা বাজার পরিক্রমা করে। এরপর দিনভর বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। গান-নাচ, নাটক পরিবেশন করে পড়ুয়ারা। রহমানিয়া মিশনের ইংরেজি মাধ্যম ও বাংলা উভয় মাধ্যমের পড়ুয়া সহ, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অবিভাবক-অভিভাবিকারা অংশ নেন এদিনের অনুষ্ঠানে।

স্কুলের চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর জানান, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নার্সারি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ইংরেজি মাধ্যম আবাসিক-অনাবাসিক এবং পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে বাংলা মাধ্যমে পাঠ দেওয়া হয়। এমনকি আমরা নীটের কোচিংও দিয়ে থাকি। পড়ুয়াদের উন্নতিতে সর্বাধুনিক পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা হয়।চেষ্টা করি ডিজিটাল বিষয়গুলি ধরা। সারা বছরই পড়াশোনার পাশাপাশি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পড়ুয়ারা তাদের প্রতিভা তুলে ধরে।'

# বসিরহাট গ্রাম্য ডাক্তার সংগঠনের উদ্যোগে সচেতনতা প্রচারাভিযান

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● বসিরহাট**

**আপনজন:** বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্যানুযায়ী অ্যান্টিবায়োটিকের অতিরিক্ত ব্যবহার এবং অপব্যবহারের ফলে তৈরি হওয়া অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতিরোধের কারণে সারা বিশ্বে প্রতি বছর কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটে। সামান্য সর্দি-কাশি থেকে গায়ে ব্যথা, অ্যান্টিবায়োটিক নেওয়া হয় মুড়ি-মুড়কির মতো। আসলে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে। অনেক ডাক্তারই আবার ডাক্তার ব্যাপকভাবে অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রিপশনে লিখে থাকেন। আর এজন্য গ্রাম্য এলাকার ডাক্তারদের অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন করতে বসিরহাট গ্রাম্য ডাক্তাদের সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত হল সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান।

সঠিক নিয়ম মেনে অ্যান্টিবায়োটিক না খেলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে যায়। এই সংগঠনের মতে, যেকোন রোগে সহজেই আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কা বেড়ে যায়। সাধারণের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রেসক্রিপশন ও বিনা প্রয়োজনে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়ার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য ঠিকঠাক ট্রেনিংয়ের প্রয়োজন। অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা এবং বৈধ প্রেসক্রিপশন থাকলে তবেই অ্যান্টিবায়োটিক বিক্রি করা-এই সংক্রান্ত আইন আনতে হবে। আর এই সব পদক্ষেপ করলে তবেই অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্সের মতো গুরুতর সমস্যা অনেকাংশে কমিয়ে ফেলা সম্ভব হবে।

বসিরহাট সাবডিভিশন রুরাল হেলথ এনড অযাওয়ানেস ওস্যোসিয়েশন এর এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক ফিরোজ আলম, অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি সাহেব আলি, সভাপতি রাফাউল ইসলাম, আহ্বাক কাদের মল্লিক।

# রক্তদান করে প্রজাতন্ত্র দিবস পালন গলসিতে

**আজিজুর রহমান ● গলসি**

**আপনজন:** প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে গলসির খেতুড়া গ্রামে একটি স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির করলো খেতুড়া যুব সংঘ। পাশাপাশি এলাকার মানুষের সুবিধার্থে এদিন তারা একটি নতুন অ্যাম্বুলেন্স পরিসেবা চালু করেন। ফিতে কেটে অ্যাম্বুলেন্স পরিসেবার শুভ সুচনা করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক সাইদুল ইসলাম। পাশাপাশি এলাকার দুঃস্থ অসহায়দের পাশে দাঁড়াতে, একশোটি শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। বেলা দশটা নাগাদ জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে প্রজাতন্ত্র দিবসের উদযাপন করা হয়। পতাকা উত্তোলন করেন গলসি ২ নং পঞ্চায়েত সমিতির জনস্বাস্থ্যের কর্মাধক্ষ্য সুজন মন্ডল সহ আগত অতিথিরা। খেতুড়া যুব সংঘের এই মহতি উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অতিথি সহ এলাকার মানুষরা।

ক্লাব কতৃপক্ষের থেকে জানা গেছে, গলসি এলকায় জাতীয় সড়কে কমবেশি দুর্ঘটনা লেগে থাকে। ফলে মাঝে মধ্যেই অ্যাম্বুলেন্সের প্রয়োজন লেগে থাকে। তাই এলাকাবাসীর সুবিধার্থে তারা ওই অ্যাম্বুলেন্স পরিসেবা চালু করেছেন। এদিনের শিবিরে বহু মহিলা সহ প্রায় আশি জন মানুষ স্বেচ্ছায় রক্ত দান করেন। সংগৃহীত রক্ত টেরেসা ওম ব্লাড সেন্টারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

# সংবর্ধনা আলিয়া একাডেমীতে

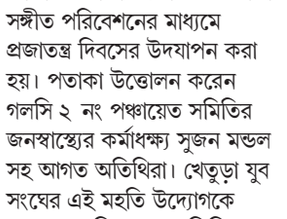

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● দেগঙ্গা**

**আপনজন:** প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংবর্ধনা দেওয়া হল দেগঙ্গার চাঁদপুর আলিয়া একোডেমতে। উপস্থিত ছিলেন জেলার শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ এনামুল মোল্লা, প্রাণী সম্পদ কর্মাধ্যক্ষ আমিনুল ইসলাম, মাদ্রাসা বোর্ডের উপসচিব আজিজার রহমান, ফিরোজ উদ্দিন মোহাম্মদ শফী - সম্পাদক, চাঁদপুর আলিয়া একাডেমী ফর বয়েজ অ্যন্ড গার্লস, মিনহাজ উদ্দিন মোহাম্মদ শফী - সহ-সম্পাদক, চাঁদপুর আলিয়া একাডেমী ফর বয়েজ অ্যন্ড গার্লস, এমদাদুল হক ঝন্টু, প্রধান, আমুলিয়া পঞ্চায়েত, অনামী ঘোষ, প্রধান শিক্ষক, বামনগাছি ভোলানাথ হাইস্কুল প্রমুখ।

# মেমারি মাদ্রাসায় বর্ণাঢ্য প্রজাতন্ত্র দিবস পালন

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেমারি**

**আপনজন:** বিশিষ্ট লেখক ও ইতিহাসবিদ হাফেয গোলাম আহমাদ মোর্তজা রহ. প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বহুমুখী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলূম মেমারি ক্যাম্পাসে ভারতের ৭৫ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে সকাল আটটায় জাতীয় পতাকা উন্মোচন করা হয়। পতাকা উন্মোচন করেন মেমারি জামিয়ার একাডেমিক কাউন্সিলের চেয়ারম্যান জনাব মুফতি তালেবুল্লাহ্ কাসেমী । এদিন প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন উপলক্ষে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে ছাত্ররা বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য, আবৃত্তি, দেশাত্মবোধক সংগীত, ক্যুইজ ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে।

# পরিযায়ী পাখি গণনা হল মুর্শিদাবাদজুড়ে

**সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ**

**আপনজন:** শীত পড়লে পরিযায়ী পাখির দেখা মেলে মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন স্থানে। মুর্শিদাবাদের মতিঝিল হোক বা সীমান্তের টিকলি চর, দূর দেশ থেকে আসা পরিযায়ী পাখিরা বাসা বাঁধে সেখানে। শীতের সময় তারা বাচ্চার জন্ম দিয়ে বাচ্চা কে সঙ্গে করে আবারো গ্রীষ্মের আগে উড়ে যায় নিজ দেশে।

শীতের সময় কত পরিযায়ী পাখি এল এবং তারমধ্যে কত রকম পাখি রয়েছে, চিত্রগ্রহণের মাধ্যমে সেইসব পরিযায়ী পাখির গণনা করা হল মঙ্গলবার। স্থানীয় এক চিত্রগ্রাহকের সাহায্যে সেই গণনার কাজ করে বনদপ্তর। বনদপ্তরের এক কর্মী বলেন, 'এর আগে মুর্শিদাবাদ শহরের মতিঝিল এবং জিয়াগঞ্জ ও ভগবানগোলার মধ্যবর্তী বিল-গোবরা মোট দুটি জায়গায় পরিযায়ী পাখির গণনা হতো। এই বছর থেকে লালবাগ মহকুমায় আরো একটি স্থান যুক্ত করা হয়েছে, যেটি রানিতলা থানার আখরীগঞ্জের টিকলি চর।'

চিত্রগ্রাহক নয়ন সরকার বলেন, 'এই পাখিগুলির মধ্যে বেশিরভাগটাই সাইবেরিয়া এবং রাশিয়া থেকে আসা পরিযায়ী পাখি। এবছর টিকলি চরে এমন কিছু পরিযায়ী পাখি এসেছে, যা আগে কখনোই মুর্শিদাবাদ বা পার্শ্ববর্তী কোথাও দেখা যায়নি।' তার মতে আখরীগঞ্জের টিকলি চরে এমন কিছু বিরল জীব-জন্তু, পশু-পাখি রয়েছে যেগুলো বিলুপ্তপ্রায়।

# দুয়ারে বনগাঁ তৃণমূল

**এম মেহেদী সানি ● বনগাঁ**

**আপনজন:** মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঠানো ক্যালেন্ডার নিয়ে মানুষের দুয়ারে পৌঁছলো বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি ও গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিরুপম রায় । শনিবার সকালে দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে গাইঘাটা এলাকায় সাধারণ মানুষের বাড়িতে পৌঁছান তিনি । সকল মানুষ সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন কী না তারও খোঁজ খবর নিতে দেখা যায় নিরুপম রায়কে ।

# 'শাহজাহানের খোঁজ পুলিশ মন্ত্রী দিন'

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া**

**আপনজন:** হাওড়ার সাঁতরাগাছি প্রেস কোয়ার্টার মাঠে ডিওয়াইএফআই এর দু'দিনব্যাপী ক্রিকেট টুর্নামেন্টে শনিবার উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভানেত্রী মীনাক্ষী মুখার্জি। তিনি এদিন সাংবাদিকদের বলেন, মমতা কি বললেন সেটা বড় কথা নয়, তার থেকেও বড় কথা উনি কি করলেন? উনি শাহজাহান, বাকিবুর, জ্যোতিপ্রিয়, পার্থ চ্যাটার্জি, মানিক ভট্টাচার্য করেছেন। এটাই আমাদের দু:খ, কষ্ট আর সমস্যা। শাহজাহান কোথায় আছেন তার উত্তর তারাই দিতে পারবেন যারা শাহজাহানকে তৈরি করেছেন। এর উত্তর পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভালো দিতে পারবেন। মীনাক্ষী আরও বলেন, মাঠ যত বড় হয় খেলা ততই ফেয়ার হয়। আমরা ফেয়ার চান্স চাইছি।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# মুখ্যমন্ত্রীর সভা ঘিরে জোর প্রস্তুতি নদিয়ায়

**আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া**

**আপনজন:** নদিয়ায় আসতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই নিরাপত্তা নিয়ে চলছে জোর কদমে প্রস্তুতি। ফেব্রুয়ারির প্রথম তারিখে শান্তিপুরে আসতে চলেছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,আর মুখ্যমন্ত্রীর আশাকে কেন্দ্র করে জোর কদমে প্রস্তুতি চলছে অদ্বৈত চৈতন্য ক্রীড়াঙ্গন স্টেডিয়ামে। পরিদর্শনে আসেন রানাঘাট পুলিশ জেলার উচ্চ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। গোটা স্টেডিয়াম পরিদর্শন করলেন রানাঘাট পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার লালটু হালদার। উপস্থিত ছিলেন শান্তিপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুব্রত ঘোষ সহ পৌরসভার অন্যান্য আধিকারিকরা। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা আটোসাটো করতেই এই পরিদর্শন পুলিশ প্রশাসনের। ড্রোন উড়িয়ে প্রায় ৮ কিলোমিটার ক্যামেরাবন্দি করা হয়, এছাড়াও শহর জুড়ে কতটা নিরাপত্তা জোরদার করা যায় সেই নিয়েও পৌরসভার চেয়ারম্যানের সাথে আলোচনা করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।

# মালদা প্রশাসন প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করল

**দেবাশীষ পাল ● মালদা**

**আপনজন:** শুক্রবার ছিল ৭৫ তম প্রজাতন্ত্র দিবস। সব জায়গায় সাথে সাথে মালদা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে শহরের ডিএসএ ময়দানে মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হল প্রজাতন্ত্র দিবস। ঘড়ির কাটায় সকাল নয়টায় সাথে সাথে জাতীয় পতাকা তুললেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, সঙ্গে ছিলেন জেলা পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব। এরপর জাতীয় পতাকাতে সম্মান জানান সকলে। শুরু হয় কুচকাওয়াজ।প্রাশসনের বিভিন্ন দফতর থেকে সীমান্ত রক্ষী বাহিনী,জেলা পুলিশ,সিভিল সিভিল ডিফেন্স এছাড়াও শহরের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা। কুচকাওয়াজ আওয়াজের মধ্যে দিয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস পালি হয়।শূন্যে ফায়ারিং করেন পুলিশ কর্মীরা। এরপর হুট খোলা গাড়ি করে মাঠ পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার। এরপর মাঠ পরিদর্শন ও কুচকাওয়াজে পর জেলাশাসক জেলাবাসীর উদ্দেশে বক্তব্য তুলে ধরেন। তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ ও সুযোগ সুবিধে তুলে ধরলেন।

# সরিষা ক্ষেতে ছাত্রীর মৃতদেহ

**রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া**

**আপনজন:** ৬ দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। অবশেষে ৬ দিন পর সরিষার ক্ষেত থেকে ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার ধরমপুর এলাকায়। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। ৬ দিন আগে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায় হরিহরপাড়ার ধরমপুর এলাকার অষ্টম শ্রেণির রহিমা খাতুন ওরফে ঝুমা খাতুন নামে এক ছাত্রী। এই ঘটনায় হরিহরপাড়া থানায় নিখোঁজ লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মৃত ছাত্রীর পরিবার।

## প্রথম নজর

# হিঙ্গলগঞ্জে নাবালিকা ধর্ষণের অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা**

**আপনজন:** নাবালিকাকে জোরপূর্বক ধর্ষণের অভিযোগ প্রতিবেশী যুবকের বিরুদ্ধে । বর্তমানে ওই যুবক পলাতক।উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকের পাঁচ নম্বর সাহেব খালীর ঘটনা। রত্না মিস্ত্রি মেয়ে বছর ১৭- র নাবালিকা বৃহস্পতিবার রাত্রিবেলায় হঠাৎই নিখোঁজ হয়ে যায় ।সে তার মা কে খুঁজেতে বাড়ি থেকে রাত বের হয়ে, হঠাৎ গঙ্গাধর পরামানিকের ছেলে বছর ২৮ এর সতীশ পরামানিক তাকে মুখ চেপে ধরে মাঠে নিয়ে যায়। আর তার সঙ্গে একাধিক বার ধর্ষণ করে। তারপর সেখান থেকে পালিয়ে যায়। নির্যাতিতা পুরো বিষয়টা তার মা কে জানায় ।মা শুনে হিঙ্গলগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানান ।পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় সতীশ প্রামানিককে খোঁজাখুঁজি করে। গ্রামবাসীরা ওই মেয়েকে হিঙ্গলগঞ্জ থানায় নিয়ে আসলে তারপর তাকে স্যান্ডেলের বিল গ্রামীণ হসপিটালে ভর্তি করা হয় ।সতীশ প্রামানিক এর আগে তার তিনটি বিয়ে হয়েছিল। প্রাথমিক অনুমান ওই নাবালিকার সঙ্গে সতীশের আগেই পরিচয় ছিল। রাত্রিবেলা কেন ওই নাবালিকা হঠাৎই ধর্ষিতা হয়ে গেল সেইটা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন চিহ্ন উঠেছে। হিঙ্গলগঞ্জ থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে । নির্যাতিতা পরিবার ও এলাকার মানুষ অবিলম্বে দোষীর উপযুক্ত শাস্তি দাবি করে।

# তৃণমূল নেতার জন্মদিনে রক্তদান শিবির

**আজিজুর রহমান ● গলসি**

**আপনজন:** তৃণমূল নেতা জাকির হোসেনের ৫৭ তম জন্মদিনে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির করলো কৃষ্ণরামপুর আমরা কজন ক্লাব। পাশাপাশি এলাকার দুশো দুস্থর হাতে কম্বলও তুলে দেন তারা। এদিন ওই মহতি কাজের আয়োজন করে হোপ গিভার্স রুরাল ডেভেলপমেন্ট ট্রাস্ট। যেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন, এলাকার বহু তৃণমূল নেতা থেকে জনপ্রতিনিধিরা। শুরুতেই অতিথি বরন করে কচিকাঁচা ও অতিথিদের সাথে নিয়ে কেক কেটে জন্মদিন পালন করা হয়। পরে একে অপরের মুখে কেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানের শেষে মধ্যাণ্য ভোজের আয়োজন করা হয়। তাদের মহতি ওই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন

# গঙ্গা দূষণ রোধ করতে সচেতনতা হাওড়ায়

**সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া**

**আপনজন:**ন্যাশনাল মিশন ফর ক্লিন গঙ্গা প্রকল্পের হাওড়া জেলা গঙ্গা কমিটির উদ্যগে এবং উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রশাসনের আয়োজনে নদী দূষণ সচেতনায় বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক প্রশাসনের। বসে আঁকো প্রতিযোগিতা,যেমন খুশি তেমন সাজো,আবৃত্তি বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমেগঙ্গাদূষণ রুখতে ও দূষণ নিয়ে মানুষ সচেতন করার উদ্দেশ্যেই প্রশাসনিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হল কুলগাছিয়ার চণ্ডীপুরে। গঙ্গা দূষণ প্রসঙ্গে উলুবেড়িয়া-১নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক এইচ এম রিয়াজুল হক জানান,বর্তমান সময়ে যেভাবে গঙ্গাদূষণ হয়ে পড়ছে সেটা খুবই চিন্তার একটা বিষয়!তিনি জানান,এই দূষণ রোধে বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকার যথেষ্টই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। দূষণ রোধে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু আপনাদেরও সংকল্প নিতে হবে নদী আমাদের পরিবারের একটা অংশ বিশেষ।তাই নদীকে দূষণ রোধের হাত থেকে রক্ষা করতে হবে তবেই এই নদী উৎসব সাফল্য লাভ করবে।এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিডিও ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন,যুগ্ম ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক লিপিকা রায়, উলুবেড়িয়া-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অতীন্দ্র শেখর প্রামাণিক,চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সহদেব রুইদাস,উপ-প্রধান রেজাউল হক মোল্লা,ব্লকের অফিসার সেখ আজারউদ্দিন,চন্দন দাস,সুনিত আচারিয়া,নাজির হোসেন মিদ্দে সৌনক গাঙ্গুলি সহ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ, সমিতির সদস্য ও অন্যান্য পঞ্চায়েতের প্রধান, উপ-প্রধান ও পঞ্চায়েতের অনান্য আধিকারিকগণ।

# সুকুমার রায়ের শতবর্ষ স্মরণে আনন্দমেলার উদ্বোধন ডানকুনিতে

**গৈরিক সাহা ● ডানকুনি**

**আপনজন:** ১৯২৩ এর দশ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হয়েছিলেন শিশু সাহিত্যের অমর স্রষ্টা সুকুমার রায়। ভারতীয় সাহিত্যে "ননসেন্স ছড়া"র প্রবর্তক ছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণের শততম বর্ষ স্মরণীয় করে রাখতে ডানকুনির পাঠভবন এ বছরে তাদের আনন্দমেলার মুখ্য ভাবনা রেখেছে সুকুমার রায়। তিন দিন ধরে চলবে এই মেলা, ২৬ থেকে ২৮ জানুয়ারি। শুক্রবার ২৬ জানুয়ারি এই মেলা শুরুর প্রাক্কালে বিদ্যালয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করা হয়। এর পরেই শুরু হয় মেলার মূল অনুষ্ঠান। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক শ্রী সন্দীপ রায়, শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার, পাঠ ভবন সোসাইটির প্রেসিডেন্ট বিজ্ঞানী পার্থ ঘোষ ও সুকুমার বিশেষজ্ঞ দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় মসহ একাধিক ব্যক্তিত্ব।

"স্রষ্টার প্রয়াণ ও সৃষ্টির শতবর্ষ " (সুকুমার রায় এর শততম মৃত্যুবার্ষিকি ও আবোল তাবোল প্রকাশের শতবর্ষ) এই ভাবনাকে সামনে রেখেই শুরু হল এই বছরের মেলা। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে মেলার শুভ উদ্বোধন করেন সন্দীপ রায়। অতিথি অভ্যাগতদের বরণ করে নেয় স্কুলের পড়ুয়ারা। এরপর সুকুমার মেলার স্মারণীকা প্রকাশ করেন পবিত্র সরকার। পাশাপাশি এদিন পাঠ ভবন-শ্রীরামপুর এর কথাও ঘোষণা করা হয় কতৃপক্ষের তরফ থেকে। এদিন মেলার পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক ও শিশুদের অঙ্কন প্রদর্শনীর

আয়োজন করা হয়। তবে মেলার মূল আকর্ষণ ছিল সুকুমার রায় আধারিত প্রদর্শনী। সুকুমার বিশেষজ্ঞ দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তার সংগ্রহে থাকা সুকুমার রায় এর বিরল কিছু সৃষ্টি মেলায় প্রদর্শিত হয়।

১৯২৩ এর দশ সেপ্টেম্বর প্রয়াত হয়েছিলেন শিশু সাহিত্যের অমর স্রষ্টা সুকুমার রায়। ভারতীয় সাহিত্যে "ননসেন্স ছড়া"র প্রবর্তক ছিলেন তিনি। তাঁর প্রয়াণের শততম বর্ষ স্মরণীয় করে রাখতে ডানকুনির পাঠভবন এ বছরে তাদের আনন্দমেলার মুখ্য ভাবনা রেখেছে সুকুমার রায়। তিন দিন ধরে চলবে এই মেলা, ২৬ থেকে ২৮ জানুয়ারি। শুক্রবার ২৬ জানুয়ারি এই মেলা শুরুর প্রাক্কালে বিদ্যালয়ে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন করা হয়। এর পরেই শুরু হয় মেলার মূল অনুষ্ঠান।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক শ্রী সন্দীপ রায়, শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকার, পাঠ ভবন সোসাইটির প্রেসিডেন্ট বিজ্ঞানী পার্থ ঘোষ ও সুকুমার বিশেষজ্ঞ দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় সহ একাধিক ব্যক্তিত্ব।

# পার্ক সার্কাস ময়দানে শুরু হল বিত্ত নিগমের 'মিলন উৎসব'

**ইসরাফিল বৈদ্য ও মনিরুজ্জামান ● কলকাতা**

**আপনজন:** পার্ক সার্কাস ময়দানে বৈচিত্র্যের মাঝে মহামিলন উৎসবের শুভ সূচনা হল শনিবার। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের উদ্যোগে ২৭ জানুয়ারি শুরু হওয়া মিলন উৎসব ২০২৪ চলবে ৩১জানুয়ারি পর্যন্ত। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের চেয়ারম্যান আধিকারিক ডঃ পি বি সেলিমের নেতৃত্বে এই মিলন উৎসবে বিগত বছরগুলোর মতোই এবছরও আবেগ-আনন্দ-উচ্ছ্বাসে শামিল হচ্ছেন হাজার হাজার মানুষ। সর্ব শ্রেণির মানুষের কল্যাণে এই উৎসবের সার্বিক পরিকল্পনা ও সার্থক আয়োজন দেখে মুগ্ধ সবাই। মিলন উৎসব বাংলার মননের আকাশে ইতিপূর্বেই বিশেষ দাগ কেটেছে। এবছরও তা ঘরে ঘরে ঐক্য আর সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছনোর ডাক দিল।

শনিবার মিলন উৎসব ২০২৪ এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করলেন রাজ্যের পৌর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী তথা কলকাতা পুরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম।প্রতি বছরের মতো এবছরেও মিলন উৎসবের বিশেষ আকর্ষণে আছে কেরিয়ার স্টল, মেডিকেল প্যাভিলিয়নে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির, ফুড স্টল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক প্রদর্শনী, সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা, জব মেলা, হস্তশিল্পের স্টল, কিডস জোন, শিক্ষা সচেতনতার জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্টল, চাকরির জন্য কেরিয়ার কাউন্সেলিং,বাংলার বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিজস্ব হস্তশিল্প প্রভৃতি। এছাড়াও প্রতিদিন থাকছে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সব মিলিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রায় ২০০ র বেশি স্টল থাকছে।

উৎসবের উদ্বোধনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত রাজ্যের পূর্ত ও নগরোন্নয়ন দপ্তরেরমন্ত্রী তথা কলকাতা পৌরসভার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, বাবুল সুপ্রিয়,সাবিনা ইয়াসমিন,সাংসদ নাদিমুল হক, প্রাক্তন সাংসদ তথা সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান, মাদ্রাসা শিক্ষা সচিব গোলাম আলী আনসারী, বিশেষ সচিব সাকিল আহমেদ, ক্বারী ফজলুর রহমান, মাওলানা শফিক ক্বাসেমী, আল আমীন মিশনের সম্পাদক নুরুল ইসলাম, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ একেএম ফারহাদ, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের জেনারেল ম্যানেজার তানিয়া পারভীন, জাহাঙ্গীর আলম,মারিয়া ফান্ডান্ডেজ, অ্যাঞ্জেলিনা জোলি, ফরিদ খান, এহতেশামুল হক সহ বিত্ত নিগমের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারীবৃন্দ।

# সুইমিং পুল সহ তিনটি পিচ রাস্তার শিলান্যাস

**সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ**

**আপনজন:** মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভার অন্তর্গত জিয়াগঞ্জ টাউন সেন্টারের পাশে প্রায় দু'কোটি ২২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে সুইমিং পুল। পাশাপাশি জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভা এলাকার তোকিয়া, ভেল্লাডাঙ্গা এবং বড়োনগরের তিনটি পিচ রাস্তা তৈরি হবে সাংসদ তহবিল থেকে। সেই তিনটি রাস্তা এবং সুইমিংপুলের শিলান্যাস করা হলো শনিবার সন্ধ্যায়।

জিয়াগঞ্জ টাউন সেন্টারের পাশে শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ আবু তাহের খান, প্রাক্তন বিধায়িকা শাওনি সিংহ রায়, পৌরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ ঘোষ, ভাইস চেয়ারম্যান মলয় রায়, পৌরসভার অন্যান্য কাউন্সিলর বৃন্দ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

আগামী দু-মাসের মধ্যে রাস্তাগুলোর কাজ সম্পূর্ণ হবে এবং সুইমিং পুলের কাজও দ্রুততার সঙ্গে শুরু হবে বলে জানান সাংসদ আবু তাহের খান।

# গরিব দুঃস্থদের হাতে শীতবস্ত্র তুলে দিলেন সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ**

**আপনজন:** হাড় কাঁপানো কনকনে ঠান্ডায় অসহায় গরিব দুস্থ মানুষদের মাঝে ২৬ শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে অসহায় গরিব দুস্তদের হাতে শীতবস্ত্র কম্বল তুলে দিল সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা। যে সংবাদ মাধ্যমে কর্মীরা বিভিন্ন খবর সংগ্রহ করে তা পরিবেশন করে সাধারনত মানুষদের দূর্দশার কথা তুলে ধরে সেই সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকরা শীত থেকে বাঁচতে অসহায়দের হাতে তুলে দিলেন শীতবস্ত্র। মুর্শিদাবাদের সুতি থানার আইসি প্রশুন মিত্র ও শিবম এডুকেশন আন্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবী দিপক কুমার দাস ও আইনজীবী নবাব হোসেনের সহযোগিতায় সুতির সাজুরমোড়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ৩০০ জন অসহায় দুস্তদের হাতে শীতবস্ত্র দান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সুতি বিভিন্ন এলাকার অসহায় গরীব দুঃস্থদের হাতে শীত কম্বল তুলে দিলেন সুতির সংবাদ কর্মীরা। আনুষ্ঠানিক ভাবে শীতবস্ত্র তুলে দিয়ে তার সুচনা করেন সুতি থানার আইসি প্রশুন মিত্র, শিবম এডুকেশন আন্ড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সভাপতি দিপক কুমার দাস, ও বিশিষ্ট আইনজীবী নবাব হোসেন। সেইসময় উপস্থিত ছিলেন সুতি ট্রাফিক ওসি মনিরুল ইসলাম, অফিসার সহিদুল ইসলাম, বিশিষ্ট সমাজসেবী ভারত টিভিএসের কর্নধার মহঃ ইশা, জেএস সেবা সমিতির সভাপতি জয়নাল আবেদিন সহ সামশেরগঞ্জ ও সুতি এলাকার একাধিক সংবাদ মাধ্যমের কর্মীরা। প্রচন্ড শীতে শীতবস্ত্র কম্বল হাতে পেয়ে খুশি এলাকার মানুষরা। সংবাদমাধ্যমের সাংবাদিকদের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন উপস্থিত বিশিষ্ট জনেরা। সংবাদ মাধ্যমে কর্মীরা জানিয়েছেন আগামী দিনে সহযোগিতা করতে বধ্য পরিকর ।

# বারুইপুরে অদ্ভুত রকমের সবজি কৃষি মেলাতে

**বাবলু প্রামানিক ● বারুইপুর**

**আপনজন:** দক্ষিণ ২৪ পরগনা বারুইপুর জেলের হাট ঘোলা মিতালী সংঘের কৃষি মেলা, যা মেলাতে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের জনসাধারণের জন্য পরিষেবা মূলক স্টল গুলি এই মেলাতে দেখা যাবে। ২২ বছর ধরে চলছে, জেলের হাট ঘোলা মিতালী সংঘের কৃষি মেলা দূর দূরান্ত থেকে এই মেলায় চাষী থেকে সাধারণ মানুষ ভিড় জমায় তাদের জৈব সার কিভাবে প্রস্তুত করতে হয় সাধারণ ঘরোয়া পদ্ধতি দিয়ে তা নিয়েও একটি পরিষেবা মূলক রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কৃষি বিভাগের আধিকারিকরা ছিলেন। এই মেলাতে চাষীদের বাগানে অদ্ভুত রকম সবজি যা অবিশ্বাস্য যেমন একটি ঢেঁড়স গাছ ১৫ থেকে ১৬ ফুট তাছাড়াও চাল কুমড়ো পেঁপিয়া রকমারি অদ্ভুত সবজি নিয়ে হাজির মেলাতে।

মেলার সম্পাদক অমিতাভ শর্মা বলেন সাধারণ মানুষের জন্য এই মেলা। সাধারন মানুষের সুবিধার্থে আমরা প্রতিবছর এই মেলা করে আসবো।

# চম্পাহাটিতে গ্রন্থ প্রকাশ

**পার্থ কুশারী ● চম্পাহাটি**

**আপনজন:** চম্পাহাটির 'সাহিত্য সৈনিক' পত্রিকা তাদের নির্ধারিত ২৬ জানুয়ারি ২০২৪ বই প্রকাশ ও সাহিত্য পাঠের আসর বসিয়ে ছিলেন সাহিত্যিক অংশুদেবের বাড়ি। প্রকাশ পেল - শিক্ষক সুরঞ্জন প্রামাণিকের 'মণিদীপা' কাব্যগ্রন্থ, প্রচ্ছদ করেছেন সুমন হাজরা, আলোচনা করেছেন রামকুমার সরদার। এছাড়া প্রকাশ পায় অংশুদেব ও দীপঙ্কর বৈদ্য সম্পাদিত 'সাহিত্য সৈনিক' ফোল্ডারের তৃতীয় সংখ্যা। এবং অধ্যাপক ড. সঞ্জীব রজকের উপন্যাসিকা 'মৌপ্রিয়া' আলোচনা করেছেন তপন চট্টোপাধ্যায়। কবিতা পাঠে ছিলেন - শম্ভু মণ্ডল, শুভাশিস দাস, সৌমেন মণ্ডল, সুরঞ্জন প্রামানিক, দীপঙ্কর বৈদ্য প্রমুখ।

সভাপতিত্ব করেন ছড়াকার প্রদীপ মুখোপাধ্যায়।

# বাউরী সমাজ শিক্ষা সমিতির জেলা সম্মেলন

**সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম**

**আপনজন:** রাজনগর ব্লকের গাজী ময়দান গ্রামে পশ্চিমবঙ্গ বাউরী সমাজ শিক্ষা সমিতির বীরভূম জেলা কমিটির পক্ষ থেকে ২৬ শে জানুয়ারি শুক্রবার জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মাধ্যমে বাউরী সম্প্রদায়ের মানুষদেরকে একত্রিত করে এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ-সুবিধা বিষয়ে আলোচনা করা হয়।বীরভূমের দেউচা-পাঁচামিতে যে কয়লা খনি হচ্ছে সেখানে নবান্ন থেকে টিম এসে সেখানকার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে কথাবার্তা বললেও বাউরী সম্প্রদায়ের যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের সাথে কোন কথাবার্তা তারা করেননি বলে অভিযোগ করেন সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সুমন্ত বাউরী। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন উক্ত সংগঠনের রাজ্য সভাপতি সুমন্ত বাউরী, জেলা সম্পাদক লক্ষীকান্ত বাউরী, নিতাই বাউরী, বিবেক বাউরী সহ অন্যান্যরা।

## ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# জাতীয় সড়ক খারাপের জন্য রাস্তায় দুর্ঘটনা

**দেবাশীষ পাল ● মালদা**

**আপনজন:** জাতীয় সড়ক নির্মাণকারী সংস্থার অবহলার জন্য রাস্তার দুর্ঘটনা ঘটলো মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার অন্তর্গত কনুয়া রহমতপুর এলাকায়। বেহাল জাতীয় সড়কের কারণে দুর্ঘটনার মুখে পড়ল পণ্য বোঝায় লরি।দুই লেনের জাতীয় সড়কের একদিকে রাস্তার কাজ দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ করে রেখেছে জাতীয় সড়ক নির্মাণকারী সংস্থা।জার ফলে সেই বেহাল রাস্তা দিয়েই ভারী যানবাহনকে চলাচল করতে হচ্ছে।শনিবার ভোর বেলায় কনুয়া রহমতপুর এলাকার রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় একটি পণ্য বোঝাই লরিটি রাস্তা খারাপের জন্য উল্টে যায়। তাতে ওই চালক জখম হয়।স্থানীয়রা ছুটে এসে লরি চালককে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।

# সেন্টার ফর মুর্শিদাবাদ স্টাডিজের সেমিনার

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ**

**আপনজন:** সেন্টার ফর মুর্শিদাবাদ স্টাডিজ, বহরমপুর গার্লস কলেজ এবং বহরমপুর মহারানী কাশীশ্বরী গার্লস হাইস্কুলের যৌথ উদ্যোগে শনিবার আয়োজিত হল এক দিনের রাজ্য স্তরের আলোচনাচক্র। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ ড. শক্তিনাথ ঝা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. রাজর্ষি চক্রবর্তী, মুর্শিদাবাদ জেলার বিশিষ্ট গবেষক ড. সায়ন্তন মজুমদার ছিলেন মুখ্য বক্তা। বিভিন্ন কলেজ, স্কুলের শিক্ষক,গবেষক ও ছাত্রীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রায় ২০ টি গবেষণাপত্র জমা পড়ে। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর সদর মহকুমা শাসক শুভঙ্কর সরকার। আলোচনাচক্রের অন্যতম কনভেনর এবং সেন্টার ফর মুর্শিদাবাদ স্টাডিজ এর কো অর্ডিনেটর ড. মধু মিত্র জানালেন, মুর্শিদাবাদের সাহিত্য - সংস্কৃতি - ইতিহাস এবং জেলার সামগ্রিক চর্চার পরিসর গড়ে তোলার উদ্দেশ্যেই সেন্টার ফর মুর্শিদাবাদ স্টাডিজের পরিকল্পনা। বহরমপুর গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ ড. হেনা সিনহা জানান মুর্শিদাবাদ বিষয়ে গবেষণা এবং চর্চার নানা সম্ভাবনার দিক খুলে দেবে এই সেন্টার। বহরমপুর মহারানী কাশীশ্বরী গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা চৈতালী চ্যাটার্জি বললেন এ ধরনের যৌথ উদ্যোগে ভবিষ্যতে ও তারা মুর্শিদাবাদ সংক্রান্ত বিভিন্ন অ্যাকাডেমিক কাজ করতে চান। বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিবিদ ড. শক্তিনাথ ঝা বললেন নারী শিক্ষায় মুর্শিদাবাদের অতীত সমৃদ্ধ পরম্পরার কথা। ড. রাজর্ষি চক্রবর্তী নারী শিক্ষার বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার পেছনে মানসিক জড়তাকে দূর করার প্রয়োজনীয় তার কথা বলেন। ড. সায়ন্তন মজুমদার মুর্শিদাবাদের নারী শিক্ষায় অমর্ত্য সেনের মায়ের সংযোগগুলি চমৎকার বিশ্লেষণ করেন। অনুষ্ঠানে মুর্শিদাবাদ স্টাডি সেন্টারের গবেষক জিনিয়া পাল চৌধুরীর মহারানী কাশীশ্বরী গার্লস হাইস্কুল বিষয়ে গবেষণা প্রকল্প তুলে দেওয়া হয় স্কুল কর্তৃপক্ষের হাতে।

মুর্শিদাবাদের শিক্ষা তথা চর্চার আগ্রহ তৈরিতে এ ধরনের সেমিনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে জানান সংগঠকরা।

# শিয়ালদহ টাকি বয়েজ স্কুলে প্রজাতন্ত্র দিবস

**সম্প্রীতি মোল্লা ● কলকাতা**

**আপনজন:** শুক্রবার মহাসমারোহে টাকি বয়েজ (উচ্চ মাধ্যমিক) স্কুলে পালিত হলো ৭৫ তম প্রজাতন্ত্র দিবস। এদিন প্রধান শিক্ষিকা ড: স্বাগতা বসাক অন্যান্য শিক্ষক - শিক্ষিকাদের নিয়ে বিদ্যালয়ের মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন।এরপর বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের নিয়ে রাজাবাজার - আর্মহাস্ট স্ট্রিট - শিয়ালদহ হয়ে র‍্যালি প্রদক্ষিণ করে থাকে। পড়ুয়াদের একাংশ কেউ মহাত্মা গান্ধীর বেশে, কেউ বা ধর্মীয়গুরুর বেশে দেশের সার্বিক সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সংহতির বার্তা দেয়। রাস্তার দু'ধারে থাকা শয়ে শয়ে এলাকাবাসী সহ পথচলতি মানুষ টাকি বয়েজ স্কুলের পড়ুয়াদের প্রজাতন্ত্র দিবসে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কে সাধুবাদ জানাই।শিয়ালদহ ট্রাফিক বিভাগের পুলিশ কর্মীরা অত্যন্ত গুরত্ব সহকারে পড়ুয়াদের র‍্যালিতে পথ নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

# কলকাতায় দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সংখ্যা কমানো সম্ভব হয়েছে: সিপি

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা**

**আপনজন:** রোড সেফটি উইক - ২০২৪ এর সমাপনী অনুষ্ঠান শনিবার হয় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল নর্থ গেটের কাছে কুইন্স ওয়েতে। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা নগর পাল বিনীত কুমার গোয়েল। অনুষ্ঠানের শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত কুমার গোয়েল বলেন, ট্রাফিক নিয়ে কলকাতা পুলিশের ব্যবস্থা জোরদার রয়েছে। বিশ্বের অনেক শহরে পথ দুর্ঘটনা বাড়ছে। কলকাতায় একাধিক পদক্ষেপের মাধ্যমে দুর্ঘটনার সংখ্যা এবং মৃত্যুর সংখ্যা কমানো সম্ভব হয়েছে। মিটিং মিছিল জন্য কি কলকাতায় কোনো জায়গা তৈরি হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে পুলিশ

কমিশনার বলেন,এটা আমরা আগেই ভেবেছি। এমনিতেও শহরের একটা নির্দিষ্ট রুট দিয়েই মিটিং মিছিলের অনুমতি দেওয়া হয়। মানুষের আরও সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আছে মিটিং মিছিল নিয়ে। হাফ ম্যারাথন এর তোরণ ভাঙ্গা নিয়ে কি তদন্ত শুরু কলকাতা পুলিশের? জানান পুলিশ কমিশনার,হ্যাঁ। এই নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। গত ২১ শে জানুয়ারি হাফ ম্যারাথনে বিপত্তি হয়। দমকা হাওয়ার চোটে ফিনিশিং পয়েন্টের গেট ভেঙে পড়ে আহত হয়েছিলেন এডিশনাল সিপি - ১ মুরলিধর শর্মা।

# ডাইনোসরের জন্য মানুষের আয়ু এত কম: গবেষণা

**আপনজন ডেস্ক:** মানুষের আয়ু ১০০ বছর পার করা আজও খুব বিরল ঘটনা। এর কারণ, মানুষের শরীরের কোষে পরিবর্তন। তবে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গড় আয়ু বাড়ছে। তবে বার্মিংহামের গবেষকরা বলছেন, প্রত্যেক মানুষের আয়ু কম পক্ষে ২০০ বছর হতেই পারত। হয়নি, তার কারণ এই পৃথিবীতে এক সময়ে ঘুরে বেড়াত ডাইনোসররা!

পরিসংখ্যান বলছে, স্থলচর স্তন্যপায়ীদের মধ্যে মানুষের আয়ুই সবচেয়ে বেশি। আর সারা পৃথিবীর মধ্যে বিচার করলে তিমিমাছের পরেই আসবে মানুষের নাম। কুকুর-বিড়ালের মতো স্তন্যপায়ীরা মানুষের চেয়ে অনেক কম দিন বাঁচে। কিন্তু তারপরেও মানুষের তুলনায় একটি জায়গায় এগিয়ে থাকে তারা। সেটি হল কোষের ধ্বংস হওয়ার হার।

বিষয়টি অনেকটা এই রকম যে, ৩০ বছর বয়সের পর থেকে প্রতি ৮ বছরে মানুষের মৃত্যু হার দ্বিগুণ হতে থাকে। এর সবচেয়ে বড় কারণ কোষের ধ্বংসের হার বেড়ে যাওয়া। অন্য প্রাণীর মধ্যে এর হার তুলনায় কম।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষ আয়ু অনেকটাই বাড়াতে পেরেছে। কিন্তু তার পরেও ১০০ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার পরে মানুষের মৃত্যুর হার এতটাই বেড়ে যায়, যে কোনও দিনই মৃত্যু তখন অথি স্বাভাবিক একটি ঘটনা। কিন্তু এটিই হতে পারত ২০০ বছর। হয়নি ডাইনোসরদের কারণে। সেটিই বলছেন বিশেষজ্ঞরা। কী বলেছেন তারা?

নতুন গবেষণা বলছে, এক সময়ে পৃথিবীতে ডাইনোসরদের পাশাপাশি চড়ে বেড়াত মানুষের পূর্বসূরিরা। তাদের চেহারা অবশ্য বর্তমান মানুষের মতো ছিল না। বরং তাদের চেহারা অনেকটাই ছিল ইঁদুরের মতো। ডাইনোসররা ছিল সরীসৃপ। তারাই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মাপের প্রাণী। ফলে বাকি সব প্রাণী তাদের থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইতো। আর সেই তালিকায় ছিল খুদে আকৃতির এই পূর্বপুরুষেরাও। ফলে তারা হয়ে ওঠে নিশাচর এবং দ্রুত হারে বংশবৃদ্ধিকারী। ঠিক যেমন এখনকার ইঁদুর। ডাইনোসরদের চোখ এড়িয়ে এরা রাতে খাবার খুঁজত। ব্যাপক হারে সন্তান উৎপাদন করত টিকে থাকার জন্য। আর এই ব্যাপক হারে সন্তান উৎপাদনের কারণেই তাদের আয়ু ছিল সীমিত।

বর্তমান মানুষ পূর্বসূরিদের সেই সব বৈশিষ্ট্য আজও বহন করে চলেছে। আর সেই কারণেই মানুষের আয়ু শত চেষ্টাতেও ২০০ বছরে পৌঁছাতে পারেনি বলেই জানিয়েছে নতুন এই গবেষণা।

# কাপড় ভাঁজ থেকে ডিম সেদ্ধ– সবই করছে টেসলার রোবট

**আপনজন ডেস্ক:** পরিধেয় কাপড় কুঁচকে গেছে বা ভাঁজ পড়েছে? হাতের কাছে ইস্ত্রি নেই? চিন্তা নেই! ইলন মাস্কের প্রতিষ্ঠান টেসলার রোবট 'অপটিমাস' কাপড় ভাঁজ করতে পারে মাত্র ২০ সেকেন্ডে। বর্তমানে টেসলার এই রোবটকে এআইয়ের সাহায্যে উন্নত করা হচ্ছে। এই রোবটটি একেবারে মানুষের মতোই চলাফেরা করে। রোবটটির ওজন ১০ কেজি কমানো এবং এর হাঁটার গতি ৩০ শতাংশ দ্রুত হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের দাবি, বাড়ির রোজকার কাজ করতে পারবে রোবটটি।

এক্সে টেসলার অপটিমাস রোবটের একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন ইলন মাস্ক। ভিডিওতে মানবাকৃতির রোবটটিকে একটি টি-শার্ট ভাঁজ করতে দেখা যায়। শেয়ার করার পর থেকে, ভিডিওটি ৭৩ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ দেখেছে। রীতিমতো এটি ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভিডিও শেয়ার করে ইলন মাস্ক লিখেছেন, 'অপটিমাস একটি টি-শার্ট ভাঁজ করছে'। ভিডিওতে দেখা যায়, রোবটটি টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তারপর ঝুড়ি থেকে একটি কালো টি-শার্ট বের করে টেবিলে রাখে। এরপর রোবটটিকে টি-শার্টটি ধীরে ধীরে কিন্তু ঠিকঠাকভাবে ভাঁজ করতে দেখা যায়।

এর আগে ইউটিউবে অপটিমাসের একটি ভিডিও শেয়ার করেছিল টেসলা।

# অ্যানড্রয়েড ফোনেও এক্সে অডিও-ভিডিও কল করা যাবে

**আপনজন ডেস্ক:** মাইক্রো ব্লগ লেখার ওয়েবসাইট এক্সে (সাবেক টুইটার) অডিও ও ভিডিও কলিং সুবিধা ব্যবহার করা যায়। এত দিন শুধু অপারেটিং সিস্টেম (ওএস) ব্যবহারকারীরা এ সুবিধা পেলেও এবার অ্যানড্রয়েড ফোন থেকেও এক্সে অডিও-ভিডিও কল করা যাবে।

শুক্রবার এক্সের একজন ডেভেলপার এনরিক ব্যারাগান তার ভেরিফায়েড এক্স অ্যাকাউন্টে এ তথ্য জানান। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে প্রযুক্তিবিষয়ক ওয়েবসাইট দ্য ভার্জ।

তিনি বলেন, আজ থেকে অ্যান্ড্রয়েড মুঠোফোন ব্যবহারকারীরা এই সুবিধা ব্যবহার করতে পারবেন। এর জন্য অ্যাপ হালনাগাদ করে নিতে হবে। তবে শুধু প্রিমিয়াম সাবস্ক্রাইবাররাই কল করতে পারবেন। আর সাধারণ ব্যবহারকারীরা শুধু কল রিসিভ করতে পারবেন।

সুবিধাটি চালু বা বন্ধ করতে প্রোফাইল আইকন থেকে "সেটিংস অ্যান্ড প্রাইভেসি" অপশনে যেতে হবে। এরপর "প্রাইভেসি অ্যান্ড সেফটি" নির্বাচন করতে হবে। "ডিরেক্ট মেসেজ" অপশন থেকে পেয়ে যাবেন "এনেইবল অডিও অ্যান্ড ভিডিও কলিং" সুবিধা। এই অপশন থেকেই ঠিক কাদের থেকে কল পেতে চাচ্ছেন তাও নির্বাচন করা যাবে।

প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনটির খরচ প্রতি মাসে তিন ডলার থেকে শুরু।

# পৃথিবীজুড়ে যেভাবে কাজ করে ইন্টারনেট

**আপনজন ডেস্ক:** আপনি যে তথ্য বা ভিডিও খুঁজছেন ইন্টারনেটে; তা গুগল ডাটা সেন্টার থেকে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে আপনার হাতের নাগালে এসে পৌঁছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এতো দূরের ডাটা সেন্টার থেকে কীভাবে মোবাইল বা ল্যাপটপে ভিডিওটি পৌঁছে? কীভাবে পুরো বিশ্বে তথ্য বা ভিডিও ছড়িয়ে পড়ছে, কীভাবে ইন্টারনেট কাজ করছে, আর ব্যবহারকারীদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়াটাই বা কী?

**ইন্টারনেট কী?**

প্রথমেই জানতে হবে, ইন্টারনেট বা অন্তর্জাল আসলে কী? এটি মূলত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা অগণিত কম্পিউটার ও ডিভাইসসমূহের মধ্যে আন্তঃসংযুক্ত একটি নেটওয়ার্ক। অর্থাৎ সারা পৃথিবীজুড়ে বিস্তৃত, পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত অনেকগুলো কম্পিউটার ও ডিভাইস নেটওয়ার্কের সমষ্টি হলো ইন্টারনেট, যা সবার জন্য উন্মুক্ত একটি নেটওয়ার্কিং ব্যবস্থা। ভিনটন গ্রে কার্ফকে বলা হয় ইন্টারনেটের জনক। তখন এর নাম ছিল 'আর্পানেট'।

**পৃথিবীর সব কম্পিউটার কীভাবে ইন্টারনেটের মাধ্যমে যুক্ত?**

পৃথিবীর সমস্ত কম্পিউটারকে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য এক ধরনের মজবুত ক্যাবল ব্যবহার করা হয়। ইন্টারনেট সমুদ্রের নিচে বিস্তৃত প্রায় ৪ লাখ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল দিয়ে পুরো পৃথিবীকে সংযুক্ত করে রেখেছে জালের মতো। এই অভিনব যোগাযোগ ব্যবস্থা সর্বপ্রথম আবিষ্কার হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা যেন বন্ধ না হয়ে যায় এই কারণে 'মিলনেট' নামক একটি কোম্পানি ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু করে। তবে বাংলাদেশে ১৯৯৩ সালে ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু হয়।

**ইন্টারনেটের ঠিকানা**

ইন্টারনেটের সঙ্গে সংযুক্ত প্রতিটি কম্পিউটারের একটি নিজস্ব ঠিকানা থাকতে হবে, যা আইপি নামে পরিচিত। এর অর্থ ইন্টারনেট প্রোটোকল। প্রত্যেকটা কম্পিউটার কানেকশন এর জন্য আলাদা হয়।

**নেটওয়ার্কিং অবকাঠামো**

ধরুন একজন প্রেরক তার বার্তা পাঠাবেন প্রাপকের কাছে। তিনি কী করবেন, প্রথমে একটা চিঠি লিখবেন, পরে এটি খামে ভরে যে ঠিকানায় পাঠাবেন সেই ঠিকানাটা খামের ওপর সুন্দরভাবে লিখে একটা পোস্ট অফিসে গিয়ে জমা দেবেন। তারপর পোস্ট অফিস একজন পোস্টম্যানের মাধ্যমে সেই ঠিকানায় প্রাপকের কাছে চিঠি পৌঁছে দেবে। ইন্টারনেট মূলত এভাবেই কাজ করে। কিভাবে? এই চিঠিতে যা লেখা হয়েছে তা হলো ডাটা। প্রেরক যে পোস্ট অফিস থেকে চিঠিটা পোস্ট করেছেন সেটা হলো তার আইপি বা প্রেরকের ঠিকানা। পোস্ট অফিস থেকে খামে উল্লেখ করা প্রাপকের ঠিকানায় চিঠিটা পৌঁছে দিলেন পোস্টমাস্টার আর এই পোস্টমাস্টারই হলো ইন্টারনেট এবং যে ঠিকানায় চিঠিটা পৌঁছানো হলো সেটা হলো প্রেরকের সঙ্গে সংযুক্ত আইপি অ্যাড্রেস বা ঠিকানা।

**ইন্টারনেট কীভাবে কাজ করে?**

ইন্টারনেট হলো বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত আন্তঃসংযুক্ত ডিভাইসগুলোর মধ্যকার বিভিন্ন ধরনের ডাটা ও মিডিয়া আদান-প্রদানের একটি মাধ্যম। প্যাকেট রাউটিং নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে ইন্টারনেট কাজ করে, যা ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) ও ট্রান্সপোর্ট কন্ট্রোল প্রটোকল (টিসিপি) এর মাধ্যমে সংযুক্ত। টিসিপি ও আইপি একইসঙ্গে এটি নিশ্চিত করে যাতে বিশ্বের যেকোনো কেন্দ্র থেকেই যেকোনো ডিভাইসে ইন্টারনেট নিরবচ্ছিন্নভাবে ব্যবহার করা যায়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে ডাটা প্যাকেট ও মেসেজ আকারে প্রেরিত হয়। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাঠানো ডাটাকে মেসেজ বলা হয়, যা প্রেরণের আগে ছোট ছোট অংশ বা প্যাকেটে পরিণত হয়। এই মেসেজ ও প্যাকেটগুলো এক সোর্স থেকে অন্য সোর্সে আইপি ও টিসিপি ব্যবহার করে ট্রাভেল করে। আইপি হলো মূলত কিছু সিস্টেমের কিছু নিয়ম যা এক কম্পিউটার থেকে অন্য কম্পিউটারে ডাটা প্রেরণের সময় তা মনিটর করে। ইন্টারনেটের সঠিকভাবে কাজ করার জন্য একে নিজস্ব গ্লোবাল নেটওয়ার্কের তার কিংবা বেতার যেকোনো একটির মাধ্যমে সংযুক্ত হয়েই থাকতে হবে। এরপর গ্লোবাল নেটওয়ার্কে জড়িত থাকা বিভিন্ন কম্পিউটারের সঙ্গে নিজেদের কম্পিউটার রাউটার এবং সার্ভারের মাধ্যমে কানেক্ট হয়ে বিভিন্ন ডাটা এবং ইনফর্মেশন সংগ্রহ করে নেয়। এভাবেই কাজ করে ইন্টারনেট।

**ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস**

ইন্টারনেট ব্যবহার করতে হলে আগে ইন্টারনেটে অ্যাক্সেস করতে হবে। প্রশ্ন হলো কীভাবে ইন্টারনেট অ্যাক্সেস করতে পারি? মূলত দুইভাবে এটি সম্ভব। যেমন- প্রথমত, অপটিক্যাল ক্যাবলের মাধ্যমে। অর্থাৎ ওয়াইফাই, মডেম, ডায়াল আপ ইত্যাদি, যেটা মূলত সাবমেরিন ক্যাবলের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে সংযুক্ত। এর মাধ্যমে প্রায় ৯৯ ভাগ ডিভাইস ইন্টারনেটে সংযুক্ত।

এছাড়া আরো একটি উপায় হলো, স্যাটেলাইটের মাধ্যমে। এর প্রসেসে বর্তমানে শতকরা ১ ভাগ ডিভাইস ইন্টারনেটে সংযুক্ত রয়েছে।

ইন্টারনেটের কাজ করার জন্য ৩টি ডিভাইসের প্রয়োজন। একটি ডিভাইস, যেখানে ইন্টারনেট ব্যবহার চালু থাকবে। ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার বা আইপি, যেটি থেকে ইন্টারনেট সেবা গ্রহণ করা যাবে। আর একটি ওয়েব ব্রাউজার বা অ্যাপ্লিকেশন। যেমন- গুগল ক্রোম, মজিলা, ফায়ারফক্স ইত্যাদি। আর এই ব্রাউজার ইন্টারনেট কানেকশনের মাধ্যমে পুরা পৃথিবীর সমস্ত কম্পিউটারের নেটওয়ার্কে সংযুক্ত করে।

শেষে আরো একটি প্রশ্ন হচ্ছে,

**ইন্টারনেট কী আশীর্বাদ না অভিশাপ?**

সঠিক উত্তর হলো- বর্তমানে ইন্টারনেটের ব্যবহার মানুষের জীবনে এতোটাই বেড়ে গিয়েছে যে ইন্টারনেট বন্ধ থাকাকে অনেকে দম বন্ধ থাকার সঙ্গেও তুলনা করেন। অনেকে আবার এর ব্যবহারের অধিকারকে রীতিমতো মানবাধিকার হিসেবে গণ্য করে। ইন্টারনেট নিঃসন্দেহে মানবজাতির জন্য একটি আশীর্বাদ। মেসেজিং, ভিডিও ও অডিও কলিং ফিচারযুক্ত প্ল্যাটফর্মের বদৌলতে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তে যোগাযোগ হয়েছে নিরবচ্ছিন্ন। শক্তিশালী সার্চ ইঞ্জিনের মাধ্যমে যেকোনো তথ্য থাকে হাতের নাগালে। কিন্তু অনেকেই এর ক্ষতিকর দিকগুলোকেই বড় করে দেখেন। তাই ইন্টারনেট ব্যবহারের ইতিবাচক দিকগুলো বিবেচনায় আনার পাশাপাশি সচেতন হতে হবে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের সবার।

# মানবদেহেই পাওয়া যাবে ক্যানসারের প্রতিষেধক, জানালো গবেষণা

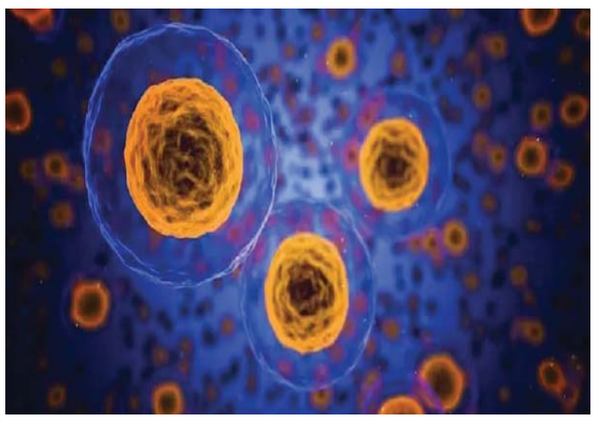

**আপনজন ডেস্ক:** মানবদেহে ক্যানসার নির্মূল ও করোনার জন্য দায়ী সার্স-কোভ-২ প্রতিরোধে সহায়ক একটি ইমিউন কোষের সন্ধান পেয়েছেন গবেষকরা । জানা যায় মানব দেহেই পাওয়া যাবে এ কোষ। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সিটি অফ হোপের গবেষকরা জানায়, হিউম্যান টাইপ-২ ইনন্যাট লাইমফোইড সেলস (আইএলসি২ এস) নামের এ ইমিউন কোষটি টিউমার প্রতিরোধ ও ক্যানসার কোষকে নির্মূল করতে পারে।

গবেষণায় দেখা যায়, হিউম্যান টাইপ-২ ইনন্যাট লাইমফোইড সেলস (আইএলসি২ এস) নামের এই কোষটি অ্যালার্জি এবং অন্যান্য রোগের প্রতিরোধেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কোষটি করোনার সংক্রমণের জন্য দায়ী সার্স-কোভ-২ এর মতো শক্তিশালী ভাইরাসকেও আক্রমণ করতে সক্ষম। প্রথমে ইঁদুরের ওপর পরীক্ষা করে গবেষকরা এ সিদ্ধান্তে আসেন।

এর আগেও ইঁদুরের আইএলসি২ এস কোষ নিয়ে হুবহু একই পরীক্ষা চালানো হলে ক্যানসার নির্মূলের ক্ষেত্রে সেটির কোনো আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায়নি। তবে মানবদেহের আইএলসি২ এস কোষ নিয়ে করা নতুন এই গবেষণায় দেখা গেছে, কোষটি সরাসরি ক্যানসার নির্মূলে কাজ করে।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার সিটি অব হোপের– হেমাটোলোজি অ্যান্ড হেমাটোপোয়েটিক সেল ট্রান্সপ্ল্যানটেশন বিভাগের প্রফেসর জিয়ানহুয়া ইউ এ গবেষণা সম্পর্কে বলেন, 'নতুন আবিষ্কৃত ইমিউনো কোষ আইএলসি২ সরাসরি ক্যানসারকে নির্মূলে সক্ষম। বিশেষ করে, ব্লাড ক্যানসার এবং সোলিড টিউমার।'

তবে প্রফেসর ইউ জানিয়েছেন, আইএলসি২ এস কোষটি ক্যানসার আক্রান্ত রোগীর নিজস্ব কোষ থেকে নিতে হবে না। অর্থাৎ ক্যানসার রোগীকে চিকিৎসা দেয়ার জন্য এই কোষ অন্য সুস্থ ব্যক্তির কাছ থেকে সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করে রাখা যাবে।

ক্যালিফোর্নিয়ার হেমাটোলোজি অ্যান্ড হেমাটোপোয়েটিক সেল ট্রান্সপ্ল্যানটেশন বিভাগের অপর গবেষক প্রফেসর মাইকেল ক্যালিজিউরি বলেছেন, 'আইএলসি২ এস কোষটি মানবদেহে খুবই বিরল। এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফুসফুস, নাড়িভুঁড়ি এবং ত্বকে পাওয়া যায়।' গবেষক দলটিতে ইউ এবং মাইকেল ক্যালিজিউরির পাশাপাশি ঝেনলং লি, রুই মা ও হেজুন ট্যাং কাজ করেছেন। সেইসাথে পিএইচডি গবেষক ডেভিড আর্টিস, ইমিউনোলজির প্রফেসর মাইকেল কর্স এবং জিল রবার্টস ইনস্টিটিউট ফর ইনফ্ল্যামেটরির বাওয়েল ডিজিজ ও মেডিসিন গবেষণা পরিচালক ওয়েইল কর্নেলও সম্পৃক্ত ছিলেন। গবেষণাটি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ হেলথ এবং লিউকেমিয়া অ্যান্ড লিম্ফোমা সোসাইটির সমর্থনে পরিচালিত হয়েছে।

# এবার আসছে 'ই-মাটি'

**আপনজন ডেস্ক:** বিজ্ঞানীরা এবার ইলেক্ট্রনিক মাটি আনার ঘোষণা দিয়েছেন। এই ইলেকট্রনিক সয়েল নিয়ে জোর গবেষণা চলছে।

এরই মধ্যে সুইডেনের লিংকোপিং বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা মাটি বিহীন চাষের জন্য একটি বৈদ্যুতিক পরিবাহীর মাধ্যমে কৃত্রিম মাটি তৈরি করেছেন।

সেলুলোজ বায়োপলিমারের সঙ্গে পিইডিওটি নামের পরিবাহী মিশিয়ে কৃত্রিম এ মাটি তৈরি করা হয়েছে। হাইড্রোপনিক্স নামে পরিচিত এ পদ্ধতির মাধ্যমে কম শক্তির বৈদ্যুতিক উৎসের সঙ্গে ই-মাটিকে যুক্ত করে মাটির চিরায়ত রূপ বদলে ফেলেছেন গবেষকরা।

গবেষণাগারে তৈরি এই ই-মাটিতে পরীক্ষামূলকভাবে বার্লি চারা রোপণ করার পর প্রায় ৫০ শতাংশ চারাই বড় হয়েছে।

গবেষকদের দাবি, মাটির মাধ্যমে বৈদ্যুতিকভাবে উদ্দীপ্ত করা হয় বলে চারার বৃদ্ধি ভালো। ই-মাটি নিয়ে এরই মধ্যে প্রসিডিংস অব দ্য ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সেস জার্নালে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

লিংকোপিং ইউনিভার্সিটির জৈব ইলেকট্রনিকস ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানী এলেনি স্ট্যাভরিনিডো বলেন, এ ধরনের চাষাবাদে হাইড্রোপনিক স্তর হিসেবে ধানের তুষ, বালু, বেলে পাথরসহ নানা কিছু ব্যবহার করা হয়। মাটির বিকল্প হিসেবে এসব স্তরে গাছের শিকড় বিকশিত হয়। ই-সয়েল পদ্ধতিতে বৈদ্যুতিক পরিবাহীর মাধ্যমে হাইড্রোপনিক্স চাষাবাদের বিশেষ সুযোগ তৈরি হয়েছে।

# জিমেইলের স্টোরেজ বাড়ানোর উপায়

**আপনজন ডেস্ক:** ইমেইল আমাদের প্রতিদিনকার জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাতিষ্ঠানিক কাজের পাশাপাশি ব্যক্তিগত অনেক কাজেও প্রয়োজন হয় এই ইমেইলের।

বিশেষ করে গুগলের ইমেইল সার্ভিস জিমেইল আমাদের প্রত্যেকের জীবনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এর একটি বড় কারণ গুগলের অন্য প্ল্যাটফর্মগুলোর সঙ্গে সহজ সংযোগ।

জিমেইলে অপ্রয়োজনীয় মেইলে ভরে যায় ইনবক্স, যা স্টোরেজের বড় অংশ দখলে নেয়। ফলে স্মার্টফোনে জরুরি অ্যাপ বা ফাইল সেভ করতে সমস্যায় পড়তে হয় অনেক সময়। জমে থাকা ইমেইলের অধিকাংশ পুরোনো ফাইল। সেগুলো কীভাবে বেছে বেছে ডিলিট করবেন, তা জানা জরুরি।

স্টোরেজ বাড়ানোর উপায়

জিমেইলে জমা হওয়া মেইলের অধিকাংশই বহু মাস বা বছর পুরোনো। ইমেইল জমে থাকার ফলে দ্রুত স্টোরেজ শেষ হয়ে যায়। প্রতি জিমেইল অ্যাকাউন্ট ১৫ জিবি স্টোরেজ ফ্রি দিয়ে থাকে গুগল। ফলে স্টোরেজ শেষ হলে বিপত্তি বাধে। অপ্রয়োজনীয় ইমেইলের ভিড়ে প্রয়োজনীয় মেইল খুঁজে পাওয়া অবশ্য দুরূহ। কিছু বিষয় অনুসরণ করলে দ্রুতই সব পুরোনো ইমেইল চিহ্নিত করে ডিলিট সম্ভব। যা স্টোরেজ বাড়াতে সহায়তা করবে।

কীভাবে খুঁজবেন পুরোনো ইমেইল

প্রথম জিমেইল ওপেন করে সার্চবারে গিয়ে 'ওল্ডার দ্যান' লিখে সার্চ করতে হবে। সার্চ অপশন আসলে সেখানে ক্লিক করে টাইম ফ্রেম নির্বাচন করার সুযোগ থাকবে। সার্চ বারে ফাইলের আকার নির্বাচন করা যাবে। সহজে বড় অ্যাটাচমেন্ট থাকা ফাইল বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকবে।

ইমেইল ট্র্যাশ

ডিলিট করতে চাওয়া ইমেইলের পাশে টিক মার্ক বক্সে থাকবে, সেখানে ক্লিক করতে হবে। স্ক্রিনে ট্র্যাশ আইকন আসবে। এটিতে ক্লিক করে নিতে হবে। বাম দিকে সাইডবারে ট্র্যাশ লেবেল থাকবে। সেখানে 'এম্পটি ট্র্যাশ নাউ' অপশনে ট্যাপ করতে হবে। ফলে চিহ্নিত সব ইমেইল স্থায়ীভাবে ডিলিট হয়ে যাবে। আর এভাবেই বাড়ানো যাবে জিমেইলের স্টোরেজ।

# হোয়াটসঅ্যাপে আসছে ব্লুটুথ শেয়ারিংয়ের মতো ফিচার

**আপনজন ডেস্ক:** মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ নতুন ফিচার নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছে। এই ফিচারের সাহায্যে ব্যবহারকারীরা তাদের কাছাকাছি থাকা ব্যক্তিদের মধ্যে ফাইল শেয়ার করতে পারবেন 'ইনস্ট্যান্টলি'। যা অনেকটাই এয়ারড্রপ কিংবা শেয়ারইটের মতো।

হোয়াটসঅ্যাপ ট্র্যাকার ডব্লিউএবেটাইনফো বিষয়টি প্রথম ফাঁস করেছে। সাধারণভাবে একটি ডিভাইস থেকে অন্য ডিভাইসে ফাইল শেয়ারিং সম্ভব ব্লুটুথ কানেক্টিভিটির মাধ্যমে। এবার সেই পথেই হাঁটতে চলেছে হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ।

আপনাকে ২ জিবি পর্যন্ত ফাইল শেয়ারের অনুমতি দেবে মেটার এই অ্যাপ। ব্যবহারকারীরা যাতে খুব সহজে এবং কম সময় ফাইল ও ডেটা একটি ডিভাইস থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে পারেন সেজন্যই এই নতুন ফিচার চালু করার পরিকল্পনা করেছে হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ।

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে হোয়াটসঅ্যাপে এই ফিচার একবার চালু হয়ে গেলে ব্যবহারকারীদের মধ্যে এটি জনপ্রিয় হয়ে যাবে। কারণ এভাবে ফাইল শেয়ার করতে গেলে অনেক কম সময় লাগবে। তবে এখন হোয়াটসঅ্যাপে যেভাবে ফাইল শেয়ার করা যায়, নতুন ফিচারের সাহায্যে প্রক্রিয়া একটু জটিল হবে বলেও মনে করা হচ্ছে।

প্রথমে ব্যবহারকারীদের নিজেদের ফোন ঝাঁকাতে হবে। দুই ব্যবহারকারীকে হোয়াটসঅ্যাপের শেয়ার ফাইল সেকশনের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে। তবে এক্ষেত্রেও ব্যবহারকারীদের সুরক্ষার দিকে নজর দিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপ কর্তৃপক্ষ। পুরো ব্যাপারটাই এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন পদ্ধতিতে সুরক্ষিত থাকবে।

সর্বোপরি বিটা ভার্সন এবং তারপর সমস্ত ব্যবহারকারীর জন্য এই ফিচার চালু না হলে তা ব্যবহারের কোনো প্রশ্নই আসছে না।

# ফের ছাঁটাইয়ের পথে গুগল

**আপনজন ডেস্ক:** আবারো কর্মী ছাঁটাইয়ের পথে হাঁটলো টেক জায়ান্ট গুগল। এক সংবাদ মাধ্যম জানিয়েছে, এক হাজারেরও বেশি কর্মী নাকি ছাঁটাই করেছে সংস্থাটি। জানা গেছে, এরই মধ্যে ই-মেইল করা হয়েছে তা পাঠানো হয়েছে বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের কাছে। যার মধ্যে রয়েছে গুগল হার্ডওয়্যার বিভাগও। তবে সেই মেলে যেটা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছে তা হল, একটি বিভাগ থেকে চাকরি হারালেও অন্য বিভাগে আবেদন করার সুযোগ থাকছে। তবে সেখানে নির্বাচিত না হলে এপ্রিলের আগে সংস্থা ছেড়ে দিতে হবে। পাশাপাশি রীতিমতো আক্ষেপ প্রকাশ করা হয়েছে এই ধরনের পদক্ষেপ করার জন্য। ১০ জানুয়ারি থেকেই নাকি ছাঁটাই শুরু হয়ে গেছে।

গত দুবছর ধরেই বার বার সামনে এসেছে গুগলের কর্মী ছাঁটাই করার খবর। আর সেজন্য সমালোচনার মুখেও পড়তে হয়েছে সুন্দর পিচাই ও গুগলকে। এবারও নতুন করে ছাঁটাইয়ের ই-মেইল আসার পরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

# রবি-আসর

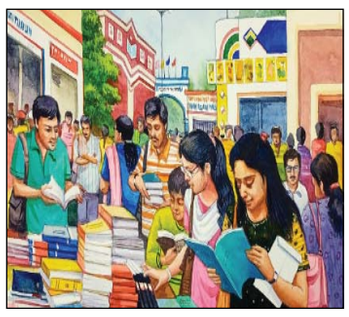


- প্রবন্ধ: শ্রমিক আন্দোলনের দিশারী সাকিনা মুয়াজুদা
- নিবন্ধ: উইঘুরের জন্য লড়াই করে যাওয়া ইলহাম তোহতি
- অণুগল্প: নামকরণ
- গল্প: আমি তো অবাক
- ছড়া-ছড়ি: বইমেলাতে




## শ্রমিক আন্দোলনের দিশারী
# সাকিনা মুয়াজুদা

১৯২০ সালে সমগ্র বাংলা জুড়েই শুরু হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক শ্রমিক আন্দোলন। বাংলার হতদরিদ্র শ্রমিক এবং মজদুর শ্রেণীর উপর তখন চলছিল অকথ্য নির্যাতন। ব্রিটিশ বাহিনী তো বটেই, সেইসময় দেশীয় জোতদার ‘ জমিদার এবং পুঁজিবাদদের অন্যায় অবিচার আর অত্যাচারের ঠেলায় ভীষণভাবে অতিষ্টও হয়ে উঠেছিলেন সকলে। তা নিয়ে আলোকপাত করেছেন **ডা. শামসুল হক।**

১৯২০ সালে সমগ্র বাংলা জুড়েই শুরু হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক শ্রমিক আন্দোলন। বাংলার হতদরিদ্র শ্রমিক এবং মজদুর শ্রেণীর উপর তখন চলছিল অকথ্য নির্যাতন। ব্রিটিশ বাহিনী তো বটেই, সেইসময় দেশীয় জোতদার ‘ জমিদার এবং পুঁজিবাদদের অন্যায় অবিচার আর অত্যাচারের ঠেলায় ভীষণভাবে অতিষ্টও হয়ে উঠেছিলেন সকলে। অতি নীরবে’ প্রশাসনের সামনেই চলছিল সেইসব কাজকর্ম। প্রশয় পেতে পেতে একটা সময় তো সেটা আবার পৌঁছে গিয়েছিল একেবারে চরম পর্যায়েই। বলা যেতে পারে সেটা সহ্যের সীমাও অতিক্রম করে গিয়েছিল। ফলে আর পেরেও উঠছিলেন না তাঁরা। আর তারই ফলস্বরূপ সংগঠিত হতে শুরু করেন সকলে। পুরুষদের দেখাদেখি নারীরাও যোগ দিতে থাকেন সেই দলে। আবার তাঁদের দেখাদেখি স্কুল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রছাত্রীও নতুনভাবে উদ্বুদ্ধ হতে শুরু করেন। সকলে মিলেই তখন মিলিত হতেও শুরু করেন একই ছাতার তলায়। পরে কাছাকাছি চটকলের শ্রমিক এবং অন্যান্য কর্মীরাও এসে দাঁড়াতে শুরু করেন তাঁদেরই পাশে।

সেইসময় গ্রামবাংলার চাষীরা তাঁদের ক্ষেতখামারে ব্যাপকহারে করতেন পাটের চাষ। ফলনও হত খুব ভালো। তাই চারিদিকে গজিয়ে উঠেছিল ছোটবড় অনেক পাটকলও। আর উৎপাদিত পাট চাষীদের ঘর থেকে সোজা চলে যেত সেখানে। তৈরি হত নিত্য প্রয়োজনীয় নানান দ্রব্য সামগ্রীও। ফলে দিনের পর দিন বাড়তে থাকে পাটের চাহিদাও। নতুন উৎসাহে উৎসাহিত হতে থাকেন কৃষক বন্ধুরাও।

ঠিক সময় বুঝেই চাষীরাও দাঁড়াতে শুরু করেন সেই একই লাইনে। আর সেইসময়ই তাঁদের দিকে চোখ চলে যায় ইংরেজ সরকারের কর্তাব্যক্তিদেরও। সংগ্রামীরা বুঝতেও পেরেছিলেন সবকিছুই। কিন্তু সেইসবের তোয়াক্কা না করেই তাঁরা নিজ সিদ্ধান্তেই অটল থাকেন। সংগঠনকে আরও জোরদার করার জন্য সচেষ্টও হয়ে ওঠেন।

তারপর শুরু হয় ধর্মঘট। চলে অনেকদিন পর্যন্তও। ১৯২৪ সালে তার শুরু। চলে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত। কলকাতা এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকার শ্রমিকরা যোগ দিয়েছিলেন সেই ধর্মযুদ্ধে। কলকাতা কর্পোরেশনের শ্রমিক এবং সাধারণ কর্মচারীদের মনেও তখন জন্ম নিয়েছিল নানান ক্ষোভ এবং অসন্তোষও। তাঁদের বেতন ছিল খুবই কম। সেইসময় আবার কোন ছুটিছাটাও পেতেন না তাঁরা। শুধু তাই নয় প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্রাচুইটি ইত্যাদি থেকেও বঞ্চিত ছিলেন তাঁরা। ছিল না চাকরীর কোন স্থায়িতব্ও। ফলে সেখানকার দিনমজুর থেকে শুরু করে ঝাড়ুদার’ মেথর অথবা গাড়োয়ান সকলেই সেই ধর্মঘটে সামিল হয়ে এক অনন্য নজির সৃষ্টিও করেছিলেন। সেদিনের সেই ধর্মঘটে মোট আঠারো হাজার মানুষ যোগ দিয়ে নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টিও করেছিলেন।

কলকাতা কর্পোরেশনের সব শ্রেণীর কর্মীরা একসঙ্গে সেই ধর্মঘট শুরু করেছিলেন ১৯৪০ সালের মার্চ মাসের ২৬ তারিখ থেকে। পার্কসার্কাস’ এন্টালি’ মৌলালী, বেগবাগান ইত্যাদি স্থানের হাজার হাজার সংগ্রামী মানুষজন তখন একজোট হয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের সামনে দাঁড়িয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁদের সেদিনের সেই জেহাদ ঘোষণার মূল উদ্দেশ্য ছিল বেতন বৃদ্ধি সহ নিজেদের চাকরির স্থায়িত্ব এবং অন্যান্য সব সুযোগ সুবিধাও পাওয়া।

বিক্ষোভ চলতে থাকে। ওদিকে প্রশাসনের কর্তারাও হাত গুটিয়ে চুপচাপ বসে থাকেননি। শুরু হয় দমন পীড়নের নীতি। ব্রিটিশ সরকারের চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী বিশাল পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে ধর্মঘটী লোকজনের উপর। তার সঙ্গে আবার যোগ দেয় স্থানীয় জোতদার জমিদারের পোষা গুণ্ডাবাহিনীও। চলে লাঠি এবং পরে এলোপাতাড়ি গুলিও। সেইসময় সাকিনা মুয়াজুদা ছিলেন কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলর। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই তিনি তখন সবকিছুই পর্যবেক্ষণ করছিলেন। আর সেই অত্যাচারের মাত্রা যখন একেবারে চরম পর্যায়েই পৌঁছে গিয়েছিল তখন আর চুপচাপ বসে থাকাও সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। সোজা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন সংগ্রামেরই সেই মহাস্রোতে। নেতৃত্ব দিতেও শুরু করেছিলেন একবারে সামনে দাঁড়িয়েই। আর সেটা দেখে কর্পোরেশনের মেয়র এবং অন্য আরও অনেক কাউন্সিলররাও একেবারে নতুন উদ্যমেই কাজে নেমে পড়েন। এতদিন তাঁরা কেবলমাত্র চাকরির ভয়েই সব অন্যায় মুখবুজেই সহ্য করছিলেন। সাকিনাকে কাছে পেয়ে কেটে গিয়েছিল তাঁদের সব শঙ্কা। তাঁরাও তখন জোটবদ্ধ হয়েই দাঁড়িয়েছিলেন সেই সংগ্রামী মহিলার পাশে।

সকলকে নিয়েই তখন একটা অস্থায়ী কমিটিও গঠন করেন সাকিনা মুয়াজুদা। সকলে মিলে বাড়াতে থাকেন সদস্য সংখ্যাও। তারপর অধীর আগ্রহে তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকেন যদি সরকারের চোখ খোলে তারই আশায়। কিন্তু দীর্ঘদিন অপেক্ষার পরও কোন সুসংবাদই তাঁরা পাননি।

ব্রিটিশ সরকারের কর্তাব্যক্তিরা তাঁদের নিজ সিদ্ধান্তে অটল থাকারই ব্রত নেন। সাকিনা বুঝে যান সোজা আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। তাই অন্য উপায়ের সন্ধানেই তিনি সকলকে নিয়ে বিশেষ বৈঠকেরও ডাক দেন। আর সেজন্য যে পৃথক একটা দপ্তর খোলারও প্রয়োজন ‘ বুঝলেন সেটাও। অসহায় শ্রমিকদের নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার তাগিদেই অবশ্য তাঁর সেই বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া। কিন্তু কোথায় মিলবে সেই স্থান ? দরিদ্রদের নিয়েই তো তাঁর সেদিনের সেই মহাজোট। হতে টাকাপয়সাও কম। অনেক চিন্তাভাবনার পর সাকিনা পার্কসার্কাসে তাঁর নিজের বাড়ির দরজাই উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন অসহায় শ্রমিকদের দুর্দশার কথা ভেবেই। সেখানেই চলে শলাপরামর্শ এবং সকলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৪০ সালের ২৬ শেষ আগষ্ট সাময়িকভাবে বিঘ্নিত হওয়া প্রতিবাদের ঝড় আবারও চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

পুলিশও সক্রিয় হয়ে ওঠে। সেই মুহূর্তে তাদের মূল শত্রু অবশ্য হয়ে উঠেছিলেন সাকিনাই। অনেক টাল বাহানার পর একসময় তাঁকে গ্রেপ্তারও করা হয়। কয়েক দিনের মধ্যেই অবশ্য ছাড়াও পেয়ে যান তিনি। প্রশাসন তখন বুঝেও গিয়েছিল যে বিদ্রোহিনী সেই মহিলাকে এইভাবে আটকে রাখা যাবে না। তাই অন্য কৌশল অবলম্বন করতে হবে। হলও তাই নানান ছল চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে শেষে কলকাতা ছাড়াই করা হল তাঁকে।

যড়যন্ত্রের শিকার হয়েই কলকাতা ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন সাকিনা মুয়াজুদা। পিছনে পড়ে রয়েছিল সেই শহরের তাঁর অতীত দিনের সমস্ত স্মৃতি এবং অতি অবশ্যই উজ্জ্বল ইতিহাসও। তিনি হলেন সেই মহিলা’ যিনি হলেন সমগ্র বাংলারই প্রথম মহিলা অ্যাডভোকেট। প্রথম আইনজীবী হিসেবে কলকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসাও শুরু করেন। জানতেন অনেক ভাষাও। বাংলা’ ইংরাজী ছাড়াও উর্দ্দু’ আরবি, হিন্দী’ ফারসির উপরও দখল ছিল তাঁর। কলকাতা থেকে বাংলা এবং ইংরাজীতে প্রকাশিত দুটি পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন তিনি। সাহিত্যের প্রতিও ছিল প্রবল আস্থা।

১৮৯২ সালে জন্ম তাঁর কলকাতায়। উচ্চ শিক্ষিতাও। সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতাও করেছেন। এই শহরেরই খ্যাতনামা আই . সি . এস অফিসার মোরসাজিদের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধও হন। কিন্তু সেই বিয়ে খুব বেশি দিন টেকেনি। শেষ পর্যন্ত পার্কসার্কাসের পিতৃগৃহই হয়ে ওঠে তাঁর স্থায়ী ঠিকানা। আর সেখান থেকেই শুরু হয় তাঁর যাবতীয় সংগ্রামও। ১৯৪৭ সালে তাঁর মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত কৃষক’ মুটে’ মজুদুর সহ সমাজের দলিত এবং অবহেলিত মানুষদের জন্যই চলেছিল তাঁর সেই আপোসহীন সংগ্রামও।

# উইঘুরের জন্য লড়াই করে যাওয়া ইলহাম তোহতি

জিনাত খান

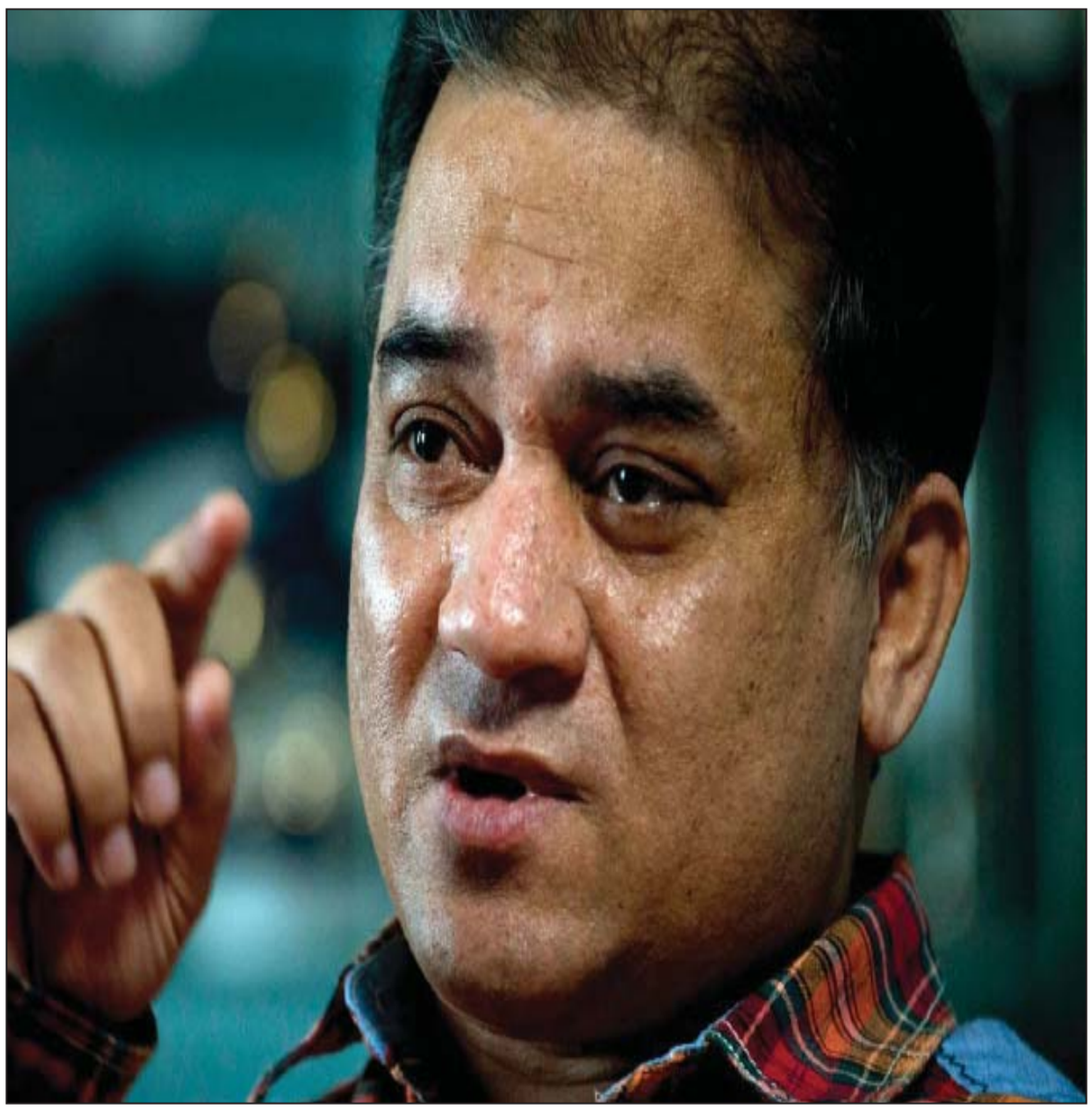

চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে বসবাসকারী মুসলিম সম্প্রদায় উইঘুরের অন্তর্ভুক্ত মানুষদের যুগ যুগ ধরে তাদের ধর্ম এবং সংখ্যালঘু হওয়ার কারণে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। মধ্য এশিয়া, বিশেষ করে তুর্কির সাথে উইঘুরের জাতিগত সামঞ্জস্য রয়েছে। এই সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও জাতিগত ভিন্নতা চীনের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় উইঘুর সম্প্রদায়ের এই স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব মুছে ফেলার চেষ্টা চালাচ্ছে চীন। আর এজন্য তারা একটি ভয়ংকর পরিকল্পনার আশ্রয় নিয়েছে।

উইঘুর মুসলিমদেরকে চীনের সাধারণ জনগণের সাথে থাকার এবং চীনের সংস্কৃতি বোঝার উপযোগী করে তোলার নামে জোরপূর্বক পাঠানো হচ্ছে ডিটেনশন ক্যাম্পে।

চীন সরকারের দাবি- এসব ক্যাম্পে উইঘুর সম্প্রদায়ের মুসলিমেরা স্বেচ্ছায় শিক্ষাপ্রাপ্তির জন্য যাচ্ছেন। তবে সেই ক্যাম্পে যাওয়ার ব্যাপারে এবং সেখান থেকে ফিরে আসা উইঘুরদের বক্তব্য ভিন্ন। তাদেরকে শুধু আত্মপরিচয় ভুলে হান চীনাদের সাথে মিশে যাওয়ার মতোই শিক্ষাই নয়, বরং শারীরিকভাবে নির্যাতন করার মতো অমানবিক পদক্ষেপের আশ্রয়ও নিয়েছে চীন। এ নিয়ে সরকারের সমালোচনারও কোনো অন্ত নেই।

উইঘুর সম্প্রদায়ভুক্ত ইলহাম তোহতিও এই সমালোচনা কোনো অংশেই কম করেননি। চীনের সেন্ট্রাল মিনজু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক তোহতি চীনের সাথে উইঘুরের সম্পর্কের উপর গবেষণা এবং উইঘুরের উপর অত্যাচারের সকল খবরাখবর বিশ্ববাসীর নিকট পৌঁছে দেওয়ার সুবাদে সকলের নিকট পরিচিত হয়ে ওঠেন। তার স্বাধীনচেতা মনোভাবই একসময় তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। ২০১৪ সালে চীন সরকার তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। চীনের বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সময়ের চক্রে নিজ দেশেই সন্ত্রাসী ও অপরাধী হিসেবে গণ্য হতে শুরু করেন। সকল প্রকার মিডিয়ার উপর কড়া নজরদারিতে চীন সর্বদাই এগিয়ে। আর এতে করে অনেক সত্য ও অত্যাচারের কথা চাপা পড়ে যায়। তবে চীনের এত ষড়যন্ত্রেও কোনো লাভ হয়নি। তোহতির আত্মত্যাগ এবং উইঘুর সম্প্রদায়ের ওপর নির্যাতনের খবর ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র বিশ্বে। গত বছর তোহতিকে তার কাজের জন্য সম্মান প্রদর্শনের তাগিদে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাকে শাখারভ পুরস্কারে ভূষিত করে।

কে এই ইলহাম তোহতি?

১৯৬৯ সালে জিনজিয়াং প্রদেশের আরতুশ শহরের একটি উইঘুর পরিবারে জন্ম ইলহাম তোহতির। ১৯৮৫ সালে তার শিক্ষা জীবনের যাত্রা শুরু হয়। নিজ প্রচেষ্টায় চীনের সেন্ট্রাল মিনজু বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপকও হতে সক্ষম হন। উইঘুর সম্প্রদায়ের মানুষেরা সাধারণত এত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার কিংবা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পান না। এর পেছনে দায়ী উইঘুরদের উপর চীনের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দমন-পীড়ন। এসব প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করার মতো সুযোগ ও মনোবল তোহতি পান। আর ইলহাম তোহতি এই সুযোগকে ভালোমতোই কাজে লাগিয়েছেন। সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে তিনি তার গবেষণার ক্ষেত্রে জিনজিয়াং এবং চীনের মধ্যকার সম্পর্ক, জিনজিয়াং এবং মধ্য এশিয়ার সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর উপরই বেশি গুরুত্বারোপ করেন। প্রায় দুই যুগ ধরে তিনি উইঘুর ও হান চীনাদের মধ্যে যোগাযোগের মাধ্যম তৈরি করার চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। কিন্তু এই চেষ্টাই তার জীবনের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে। জিনজিয়াংয়ে মুসলিমদের উপর যেসব অত্যাচার করা হত তা সবকিছুই তিনি স্পষ্টভাবে সকলের নিকট তুলে ধরার চেষ্টা করতেন। ফলে ১৯৯৪ সালে থেকে তার উপর সরকারি নজরদারি শুরু হয়। বিভিন্ন সময়ে তাকে হয়রানির শিকারও হতে হয়। ১৯৯৯ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত তাকে পাঠদান থেকেও জোরপূর্বক বিরত রাখা হয়। ১৯৯৯ সালের পর থেকে সরকারের হস্তক্ষেপের কারণে তোহতির জন্য সাধারণ স্থানগুলোতেও যখন-তখন আসা-যাওয়া করাও অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ইন্টারনেটে তোহতির আন্দোলন ও এর পরিণতি

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেও তোহতিকে থামাতে পারেনি চীনের সরকার। নজরদারির মাঝেই বহির্বিশ্বে উইঘুরদের অবস্থা তুলে ধরতে সহায়তা নেন ইন্টারনেটের। উইঘুরদের হয়ে কাজ করতে থাকেন, তাদের অধিকারের জন্য কাজ করতে থাকেন তিনি।

২০০৬ সালে তোহতি ‘উইঘুরবিজ. নেট’ নামক ওয়েবসাইট তৈরি করেন। ওয়েবসাইটের ভাষা ছিলো চীনা। উইঘুরের সকল সমস্যা ও তাদের উপর নিপীড়নের ঘটনাগুলো বর্ণিত হয় এই ‘উইঘুরবিজ.নেট’-এ। বিভিন্ন সময়ে ওয়েবসাইটটি বিভিন্ন মেয়াদে বন্ধও করে দেওয়া হয়। যারা ওয়েবসাইটটির জন্য লেখালেখি করতেন তারাও চীনা সরকারের হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

তাদেরকেও বিচ্ছিন্নতাবাদের অপবাদে নির্যাতন করা হয়। পুরোপুরি না হলেও ওয়েবসাইটটির আংশিক অস্তিত্ব এখনও টিকে আছে।

ইলহাম তোহতি চীনের যেসকল নিয়ম-কানুন উইঘুরের স্বার্থবিরোধী এবং তাদের শোষণ করার হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে সেসকল নিয়মের কথা প্রকাশ করে দেন। এসব তথ্য চীনের সরকার বিশ্বের মানুষদের কাছে অপ্রকাশ্যই রাখতে চেয়েছিল। তবে ইলহাম ও তার ওয়েবসাইট সেটা হতে দেয়নি। সরকারের তত্ত্বাবধানে উইঘুর মুসলিমদের গ্রেফতার, হত্যা এবং গায়েব করার তথ্যও প্রকাশিত হয় এই ওয়েবসাইটে।

চীনে সব রকমের মিডিয়ার উপর কড়া নিয়ন্ত্রণ থাকায় এসব খবর সম্পর্কে জানতে পারে না অন্যান্য দেশের মিডিয়া। সেসব মিডিয়া বা সাংবাদিক মূলত তোহতির কাছ থেকে কিংবা তার ওয়েবসাইটের মাধ্যমেই তথ্য সংগ্রহের কাজটা করছিল। যার ফলে চীনের সংরক্ষিত এলাকার গোপন তথ্য ক্রমাগত প্রকাশ পেতে থাকে। এর ফলে তোহতির সাথে সরকারের মনোমালিন্য শুরু হয়। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন তথ্য প্রকাশের দায়ে তোহতিকে রিমান্ডে নেওয়া হয়। ফলশ্রুতিতে, বিভিন্ন মেয়াদে গৃহবন্দীও হন তিনি।

২০১৩ সালে তোহতি অর্থনীতির অধ্যাপক হওয়ার সুবাদে যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা ইউনিভার্সিটির সেন্ট্রাল ইউরেশিয়ান স্টাডিজ ডিপার্টমেন্টে পরিদর্শনে যাওয়ার সুযোগ পান। সকল আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন করা হয়ে গিয়েছিল। তবে যেদিন তার যাওয়ার কথা ছিলো সেদিন তাকে এয়ারপোর্ট থেকে আটক করা হয়। চীন থেকে তার বাইরে যাওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করা হয়। ২০১৩ সাল অবধি তোহতির প্রচার তুঙ্গে পৌঁছে গিয়েছিল। তার প্রতিটি অভিযোগ ও তথ্যকে গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা শুরু করেছিল বিশ্বের গণযোগাযোগ মাধ্যমগুলো। দেশ থেকে বের হওয়ার সুযোগ পেলে তোহতি তা উইঘুরদের পক্ষে এবং চীন সরকারের বিপক্ষে ব্যবহার করবে তা খুব ভালো করেই জানতেন চীন সরকার। তাই সময় থাকতে তোহতিকে নিজ দেশেই বন্দি করে ফেলা হয়।

২০১৪ সালে তোহতিকে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’ বলে আখ্যায়িত করে চীনা সরকার। তার নামে জাতিগত উত্তেজনা সৃষ্টিরও অপবাদ দেওয়া হয়। তখন থেকেই তিনি কারাবন্দি জীবন কাটাচ্ছেন। তাকে এসব অপবাদ দিয়ে শাস্তি হিসেবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। শুধুমাত্র বাকস্বাধীনতা ব্যবহার করার ফলে ইলহাম তোহতিকে গ্রেফতার করা হলে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, যেমন- জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন চীনের সমালোচনা করেন। একজন ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতাই বা কেন ক্ষুণ্ণ করা হচ্ছে সেটাও জানতে চায় সংগঠনগুলো। তার গ্রেফতারের পর চীন শত সমালোচনার শিকার হয় ঠিকই, তবে তা-ও সরকার তোহতিকে মুক্তি দেয়নি। ২০১৭ সালের পর থেকে তোহতির সাথে তার পরিবারের সদস্যরাও দেখা করার সুযোগ পান না। তিনি ঠিক কোথায় আছেন, কেমন আছেন সেসব তথ্যও রয়ে গেছে সকলের অগোচরে।

তোহতির শাখারভ পুরস্কার প্রাপ্তি

প্রতি বছর ইউরোপীয় ইউনিয়ন স্বাধীন চিন্তার জন্য শাখারভ পুরস্কার প্রদান করে থাকে। ২০১৯ সালে ইলহাম তোহতিও এই পুরস্কার পান। তার অনুপস্থিতিতে তার মেয়ে স্ট্রাসবার্গে গিয়ে তার পুরস্কার গ্রহণ করেন। এসময় তোহতির মেয়ে জেওহার ইলহাম তার পিতা ও উইঘুর সম্প্রদায়ের উপর যে অন্যায় আচরণ করা হচ্ছে সেই সম্পর্কে বলেন।

মানবাধিকার সংগঠন ‘হিউম্যান রাইটস ওয়াচ’ (এইচআরডব্লিউ)-এর মতে, তোহতির বিরুদ্ধে যেসকল অপবাদ আনা হয়েছে সেগুলো প্রমাণ করার মতো কোনো কিছু উপস্থাপন করতে পারেনি চীন সরকার। তোহতির ক্ষেত্রে বেআইনি কোনো কাজেরও নজির পাওয়া যায়নি। তোহতি নিজ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য যেসব ত্যাগ স্বীকার করেছে তা সকলেই উপলব্ধি করেছে। আর এজন্যই কারাবন্দী থাকা সত্ত্বেও তার স্বাধীন চিন্তার জন্য বিভিন্ন সংগঠন থেকে পুরস্কারও পেয়েছেন।

# আমি তো অবাক

সাঈদুর রহমান

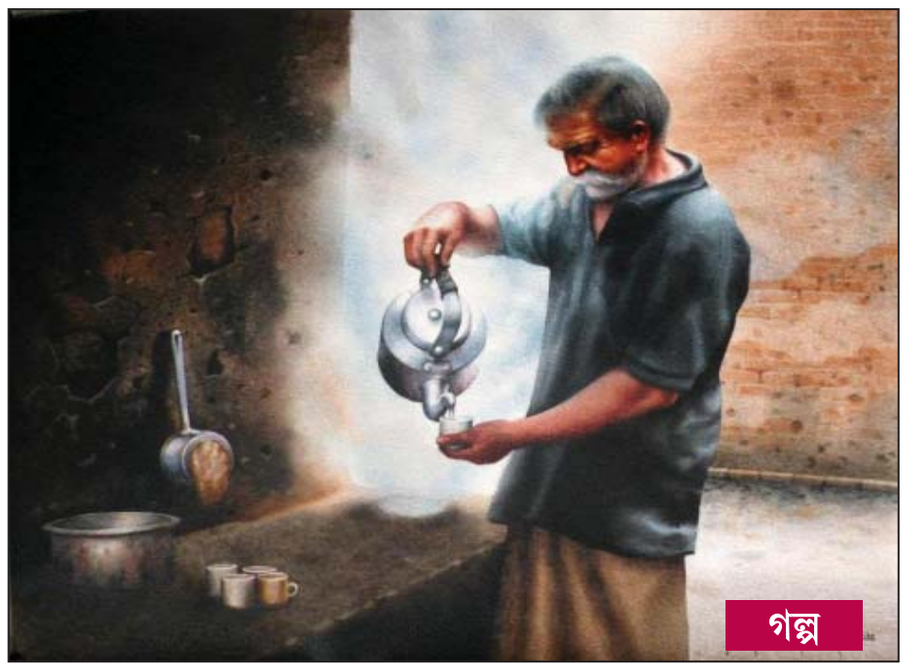

গল্প

স্কুলের পাশেই একটি চায়ের দোকান। দোকানটি গাজনা বাজারের পূর্ব পাশে অবস্থিত। পাশে স্কুল থাকায় যুব শ্রেণির লোকেরা একটু লুকিয়ে, পান, চা বা অন্যান্য কিছু খেতে পারে।আমি চা, পান বিড়ি সিগারেট কিছু খাই না। বলতে পারেন টাকা দিয়ে কিনে খাইনা। কেউ রিকুয়েষ্ট করলে না করতে পারি না।
এভাবেই চলছে আমার চা খাওয়ার দিন গুলো। চায়ের দোকানে খুব একটা বসা হয় না। ও দিকে যাওয়াও হয় না। যদি কেউ জোরপূর্বক নিয়ে যায় স্কুলের পাশের দোকানে তবে যাই।
সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিলো। সারাদিন টুপটাপ বৃষ্টি পড়তেই ছিলো। স্কুলেই ছিলাম। কেন জানি চা খেতে ইচ্ছে হলো। ইচ্ছাটা সময়ের সাথে পাল্লা দিয়েই বাড়তে ছিলো।মন এক ধরণের দ্বিধায় ছিলো। আমি চায়ের দোকানে যাই না। এবং চা কিনে ও খাই না। এই বিষয়টি সবার জানা। চায়ের দোকানে দেখলে কে কি বলবে সেই চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিলো। তারপর যদি দেখে চা খাচ্ছি কি ভাববে এমন নানান কিছু ভাবনা ছুটছাট দৌড়াচ্ছিলো মনের ভিতর।
ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পরিবেশ। শৈত্যপ্রবাহের মতো। বৃষ্টির ঘুরঘুরাণি শব্দ। এই সময় এক কাপ গরম চা বেশ হবে ভেবেই স্কুলের অফিস সহকারীর ছাতাটি নিয়ে চায়ের দোকানে রওয়ানা দিলাম।
পকেটে বেশি টাকা নেই।সর্বসাকুল্যে কুড়ি টাকা হতে পারে।খুব একটা পকেট খরচ নেই।সেই জন্য পকেটে বেশি টাকা রাখা হয় না। যা হোক চায়ের দোকানে কেউ নেই। চায়ের দোকানদার আর আমি। ভালোই লাগলো। খুশি হলাম বেশ। বললাম নন্দন বাবু এক কাপ চা দিও তো। চিনি একটু বেশি দিও।নন্দন আমাদের ছাত্র ছিলো। বেশি দূর লেখাপড়া করেনি।দারিদ্রতা পড়াশোনাকে ঘ্রাস করেছে।
কিছুক্ষণ পর গণিত স্যার এলেন, বললেন নন্দন আমাকে এক কাপ লাল চা দিও। পরক্ষণেই বিজ্ঞান স্যার এলেন, বললেন নন্দন আমাকে এক কাপ দুধ চা দিও।ক্রমে ক্রমে প্রায় সকল স্যার এলেন বললেন, নন্দন, আমাকে এই চা, সেই চা দিও। সবাই আমার মুখের দিকে তাকান। মুখ টিপে হাসেন। সবাই বলল, কম্পিউটার স্যার তো চা খুব একটা খান না, চা উনাকে পরেই দাও।
নন্দন তাই দিতে লাগলো। আমি নির্বাক চেয়ে রইলাম।
একবার সব স্যার চা খেয়ে চলে যেতে লাগলেন। আর বলে গেলেন, নন্দন কম্পিউটার স্যারের কাছ থেকে বিল নিও। আমি পকেটের দিকে তাকালাম।পকেটে হাত দিয়ে দেখলাম দশটাকার দুটি নোট আছে। কি এক মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম। মনে মনে ঘামতে ছিলাম আর অবাক হয়ে তাদের চলে যাওয়া দেখতে ছিলাম। ইতিমধ্যে নন্দন কোনো রাগ ঢাক না করে বলল,
স্যার
আজ না হয় বিল না দিলেন কাল চা খেতে এসে দিয়েন। আমি তো অবাক নন্দন ও আমার পকেটের করুণ অবস্থা জানে?

# প্রজাপতি ও তার তিনটি ছানা

আহমাদ কাউসার

ছোট গল্প

একটি গোলাপ বাগানে একটি প্রজাপতি বাস করতো। প্রজাপতিটির ছিলো তিনটে ছানা। ছানাগুলো যখন একটু আধটু উড়তে শিখলো তখন প্রজাপতি তার ছানাদের ডেকে বললো,'শুন,আমার বাছাধনরা,তোমরা উড়তে শিখেছো,তোমরা বাগানের পুর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণ পাশের জঙ্গলে নির্ভয়ে খেলা করতে পারো। কিন্ত তোমরা বাগানের উত্তর পাশের জঙ্গলে যেও না।কেননা ওখানে অনেক জিকার গাছ আছে, গাছগুলোর গা থেকে প্রচুর আঠা নিঃসৃত হয়, অসতর্কতাবশত যদি আঠার গায়ে তোমরা লেগে যাও, তাহলে চিরতরে তোমাদের জীবন প্রদীপ নিভে যাবে। মা প্রজাপতির এমন সতর্কতামূলক কথা শুনে ছানা প্রজাতিগুলো মাকে কথা দিলো ওরা উত্তরের জঙ্গলে যাবে না। তারপর থেকে ছানারা প্রতিদিন পুব,পশ্চিম ও দক্ষিণের জঙ্গলেই খেলা করতো। একদিন ছানাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ছোট ছানাটি উত্তরের জঙ্গলের দিকে উড়তে শুরু করলে বাকি দুটি ছানা ওদিকে যেতে নিষেধ করলো। কিন্ত ছোট ছানাটি ছিলো একগুয়ে স্বভাবের। সে ওদের কথা শুনলো না। ছোট ছানা প্রজাপতিটি ঢুকে গেল উত্তরের জঙ্গলে। জঙ্গলে। জঙ্গলে ভেতর এদিক-সেদিক ঘুরতে লাগলো। হঠাৎ দক্ষিণ দিক থেকে প্রবল বাতাস শুরু হলো। বাতাসের বেগ ছিল অনেক। বাতাসের বিপরীত দিক থেকে ছানাটি উড়ে আসতে পারছিলো না। হঠাৎ আরো জোরে বাতাস বইতে লাগলো আর ছানা প্রজাপতিটি উড়ে গিয়ে আটকে গেল জিকা গাছের আঠায়। মা প্রজাপতি তার ছোট ছানাটি জিকা গাছের আঠায় আটকে পড়ার খবর পেয়ে ছুটে গেল জঙ্গলে। গিয়ে দেখে তার বাছাধনরা যা বলেছে তাই ঠিক----ছোট ছানাটি আটকে আছে জিকা গাছের আঠায়। কী করবে ভেবে পাচ্ছে না মা প্রজাপতি। ছুটে গেল তার বন্ধু টুনটনির কাছে। টুনটনি কাছেই একটি জঙ্গলে বাস করতো। টুনটুনিকে প্রজাপতি সব কথা খুলে বললো। প্রজাপতির কথা শুনে টুনটুনি বললো,চল বন্ধু আগে দেখি তোমার ছানাটার কি অবস্থা, সে কী অবস্থায় আছে। টুনটুনি অবস্থা দেখে প্রজাপতিকে বললো,'বন্ধু তোমার ছানাকে আঠা থেকে উদ্ধার করা যাবে,তুমি চিন্তা করো না। টুনটুনি তার ঠোঁট দিয়ে ছানাকে চেপে ধরে আঠা থেকে উদ্ধার করলো ঠিকই কিন্তু ছানা প্রজাপতির একটি ডানা দেহ থেকে ছিড়ে আঠার সাথে লেগে রইলো।ছানা প্রজাপতিটি সেই দিন থেকে আর উড়তে পারলো না। চিরতরে হারিয়ে ফেললো তার উড্ডয়ন ক্ষমতা। মায়ের আদেশ অমান্য করার কারণে বিকলাঙ্গ হয়ে পড়লো ছানাটি। রঙিণ পৃথিবীর অপরূপ সৌন্দর্য উড়ে দেখার স্বপ্ন বিলীন হয়ে গেল তার চিরতরে।

## ছড়া-ছড়ি

### বেঁচে থাকা

মহঃ মোসাররাফ হোসেন

মানব হৃদয়,
মানুষ ছিন্ন ভিন্ন হলে।
নক্ষত্রও খসে পড়ে।
তবুও,
খেলা করেনি কি বুনো হাঁস ?
বনানীর পুকুরের জলে ।
করেছে তো !
আদিকাল থেকেই।
মানুষ ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় হেরে যায় প্রেমের কাছে !
তবুও তো
দিননাথ আলো দেয় আবহমান কাল ধরে !

ব্যস্ত পৃথিবী ,
মানুষের আনাগোনা ...
এপার থেকে ওপার ,
গ্রাম থেকে শহর !
আদি থেকে অনাগত ভবিষ্যতের পথে ....
হাঁটে নি কি মানুষ ?
হেঁটেছে তো !
এখনো হেঁটে চলেছে মহাপৃথিবীরই পথে।

শীতের সকাল,
তবুও অপেক্ষা করে নি কি জবুথবু কাঠবেড়ালি ?
সূর্য ওঠার।
অপেক্ষার অবসানে মাগে কি জীবনের ভিক্ষা ?
স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরে জাগে নি কি বেঁচে থাকার সাধ !
ক্লান্ত পথিক,
তবুও পথ বহতা নদীর মতোই এগিয়ে চলে।
মানুষ বাঁচে , বেঁচে থাকতে হয় বলে।

# নামকরণ

শংকর সাহা

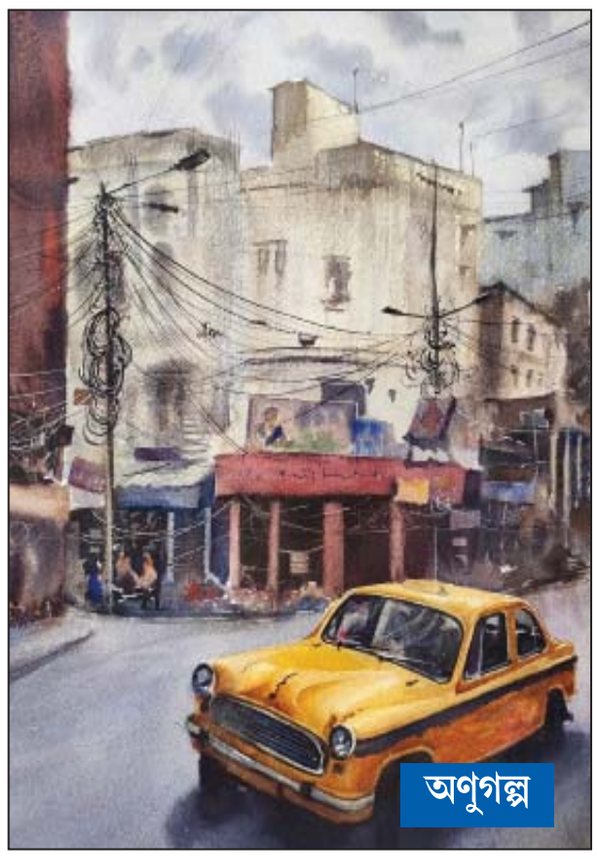

অণুগল্প

এ পাড়াতে যেন তাকে সকলে এক নামে চেনে। বয়সে ছোটো হলেও যেন বুদ্ধিতে বড় বড় লোকেদের অনেক সময়ে পেছনে ফেলে দেয় ফুলহারি গ্রামের বছর পনেরোর অভয়। যে বয়সে ছেলেরা খেলার মাঠে ব্যাটে-বলে সময় কাটায় সে সময়ে স্কুল থেকে এসে যেন তার চেনা ঠিকানা মানিকবাবুর চায়ের দোকানে মায়ের সাথে সাথে কাজে হাত লাগানো। অভয়ের বয়স যখন পাঁচ তখন তার বাবা ক্যান্সারে মারা যান। সেই সময়ে মানিকবাবুর দোকানে কাজ না পেলে ভাতের অভাবে মা-ছেলেকে থাকতে হতো। সেদিন ছিল শুক্রবার।
শ্রাবণের শেষ বিকেলে সকাল থেকে যেন বৃষ্টি লেগেই আছে। দুপুরের পরে একটু বৃষ্টি কমলেও আকাশে সূর্যের দেখা নেই। এইসময়ে অভয়ের স্কুল থেকে ফেরার সময়। হঠাতই আমতলা মাঠ থেকে এক চিৎকার ভেসে আসে। শোনা যায় মানিকবাবুর ছোটো মেয়েটি পড়ে গেছে দিঘিতে। সেখানে তেমন কেউ সাঁতার জানা নেই যে তাকে জল থেকে তুলবে। আর্তনাদ ভেসে আসতে থাকে। এদিকে স্কুলে তখন খবর পৌঁছে যায়। অভয় ছুটে আসে দৌড়োতে দৌড়োতে। কোনো দিক না তাকিয়ে সোজা ঝাঁপ দেয় দিঘিতে। সাঁতরে জল থেকে তোলে মানিকবাবুর ছোটো মেয়েকে। তখন চারিদিকে লোকের জমায়েত বেড়েছে। অভয় জলে নেমেছে শুনে তার মা বিনোদিনী ছুটে আসে পাগলের মতো। অভয়কে জড়িয়ে ধরে। মানিকবাবুর মেয়ের শরীর থেকে তখন জল বের হয়ে গেছে। সে একটু সুস্থ এখন।
পাশে অভয়ের গায়ে হাত দিয়ে মানিকবাবু বলে ওঠে, ‘ অভয়, আজ তুই নিজের জীবনকে বাজি রেখে যে কাজ করেছিস তার মূল্য হয়তো কোনো অর্থ দিয়ে মাপা যাবেনা। আজ মনে হচ্ছে তোর বাবার দেওয়া নামটি সার্থক হয়েছে রে!
‘বিনোদিনীর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।
অভয়ের দিকে তাকিয়ে উপস্থিত সকলে হাততালি দিতে থাকে।

### আমার বাবা

সুমাইয়া সুলতানা

বাবা আমার অনেক ভালো,
শাসন সেবা করে।
সে বাবারই কোলে আমি,
জন্মেছি এই ঘরে।
বাবার কথা মনে এলেই ,
বুকে আসে বল!
যদি তুমি মিথ্যা বলো,
ভুল করো আর যায়-ই করো!
বাবার চোখে পড়বে ধরা।
বাবা আমার অনেক জ্ঞানী
বিচার বসাই মাসে মাসে।
ভুল গুলো সব শুধুরিয়ে দেয়
হাজার বকার শেষে ।
বাবা বলেন-- “করিস না ভয় আমাকে।
করবি ভয় তাঁকে ,
যে তোকে বানিয়েছে
সৃষ্টির সেরা করে !”
আমার বাবার মাথাই আছে --
গাদা গাদা উদাহরণ,
সেই উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে আমায়
করে খারাপ কাজের বারণ।
আর যেখানেই যায় না রে ভাই,
লাগবে বাবার অনুমতি !
অনুমতি ছাড়াই গেলে,
ভাঙবে পিঠের বাতি।

### অব্যাক্ত বেদনা

ইমরান সেখ

বৃষ্টি ভেজা দিনে
উপলব্ধি করলাম প্রকৃতির উৎসব
বাড়ির পাশে থাকা ছাতিম গাছ টি কিছু বলতে চাইছে
সেদিন ব্যস্ততার জেরে, শোনা হয়নি তাদের আর্তনাদের কথা
এক দশক পরে
কর্ম ব্যস্ততাহীন বৃষ্টি ভেজা পড়ন্ত বিকেলে
অন্তচক্ষু দিয়ে দেখার চেষ্টা করলাম প্রকৃতির উৎসব
উপলব্ধি করলাম প্রকৃতি মৃত প্রায়
বুঝলাম তাদের আর্তনাদের কথা সঠিক সময়ে না শোনার জন্য
কৃত্রিমতার যন্ত্রনা থেকে মুক্ত হতে তাঁরা বেচে নিয়েছে বিলুপ্তির পথ
তাই বর্ষে বর্ষে পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যাচ্ছে শতাধিক প্রজাতি

## ছড়া-ছড়ি

### বইমেলাতে

সুচিত চক্রবর্তী

বইমেলা যে এসে গেল
খুশি খুশি তাই,
বইমেলাতে কে কে যাবি
ছুটে আয় রে ভাই।
হইচই বেশ করে মেলায়
কেটে যায়রে দিন,
রকম রকম খাবার দোকান
দেখে দিশাহীন।
নানা রকম বই নিয়ে বেশ
চলে হুড়োহুড়ি,
সারাটা দিন বইমেলাতে
মজা করে ঘুরি।
বইমেলাতে কত মানুষ
বিদেশ থেকেও আসে,
রঙিন ছবি জড়িয়ে গায়ে
বইগুলো বেশ হাসে।
বই প্রেমীরা বই নিয়ে বেশ
বসে পড়ে মাঠে ,
বইমেলার ওই দিনগুলি বেশ
আনন্দতে কাটে।

### কলকাতা বইমেলা

সংগ্রাম সাহা

শীতকালে রাজ্য জুড়ে
বসে কত মেলা
তার মধ্যে সেরার সেরা
কলকাতা বইমেলা।
যেদিকে চোখ পড়ে
শুধু বই আর বই
মন বলে জ্ঞান সাগরে
কেবল ডুবে রই।
হরেক রকম বইয়ের মাঝে
কত কি যে পাই
তাইতো বইমেলায়
বারে বারে যাই।

### দেশ আজ মরুভূমি

তাসলিমা খাতুন

মানুষের মাঝে মনুষ্যত্ব নেই
দেশ আজ মরুভূমি,
ভাই ভাইকে হত্যা করে
এ কেমন রাহাজানি ?
শিক্ষার হার বেড়ে চলেছে
মানবিকতার নয়,
তাই তো মা আজ বৃদ্ধাশ্রমে
বাড়িতে কেন নয় ?
খিদের কষ্টে যে রুটি চুরি করে
তাকে বেঁধরম মারে সবাই,
ধনীরা গরীবের ধণ লুটে খাচ্ছে প্রতিদিন
কেন তাদের বিচার নাই ?
বলতে পারো ? যে ধর্মের কথা
বলে মাতামাতি করে,
সে কেন ভিন্ন ধর্মগ্রন্থ
আগুনে পুড়িয়ে মারে ?
ক্রন্দনরত মাতৃভূমি আজ
দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে --
ছিয়াত্তর বছর আগে ক্ষুদিরাম, বাঘা
প্রাণ দিয়েছিল কেন তবে ?
এই দিনই যদি দেখতে হবে
আমার এ সংসারে
পরাধীনতা আর স্বাধীনতার মাঝে
পার্থক্য কোথায়□রবে ?

### আমাদের স্কুল

রুস্তম আলী

আমাদের স্কুল
মসজিদের পাশে
দূর থেকে পড়তে
ছাত্ররা আসে।
ছাত্র আসে আগ্
শিক্ষক তার পরে
ঘন্টা বাজলে সব
ঢুকে যায় ঘরে।
বাইরে আসে ফের
টিফিনের বেলা
যেটা যার মন চাই
করে তাই খেলা।

### অনেক পৃথিবী!

অশোক পাল

একটাই আকাশ পৃথিবী জুড়ে
অতছ সেই আকাশের নিচে অনেক পৃথিবী
সেই আলাদা পৃথিবীর বাসিন্দা
কেউ কাউকে চিনতে পারে না
চেনার চেষ্টাও আর অবশিষ্ট নেই!
বিশেষ বিশেষ দিনে দেখা সাক্ষাৎ হয়
এক একটা মানুষ যেন রোবট।
এই তো সেদিনও আলতা পায়ে
লালপেড়ে শাড়ি পরে গণতন্ত্রের মিছিলে
শোভা যাত্রা করেছে সাথে ছেলেরাও।
এখনও প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে
পতাকা উত্তোলন হয়; মানুষ ভিড় করে।
সেই প্রানের উচ্ছ্বাস আর নেই!
নেতাজি স্মরণ কালে বাগনানে
চুরি হয়ে যায় নেতাজির চশমা!
ছোট ছোট ঘর গুলো সব
পৃথিবীর সমাহার
কোন পৃথিবীর বাসিন্দা চশমা চোর
খুঁজে পাওয়া দুষ্কর!

### কবিতাবৃক্ষ

সুরাবুদ্দিন সেখ

কবিতার ফল খেয়ে বীজটা পুঁতে দিয়েছিলাম হৃদয় জমিনে,
খোলা মাঠে মুক্তমনে যত্ন নিতাম,জন্মে গেলো কবিতার চারা ।
কিশলয় দেখতে পেয়ে অনেকেই বাহবা উৎসাহ দেয়,
অনেকেই ডাল পালা মুড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, ডাল ছিড়ে খণ্ড করে
উচ্ছ্বাস করে ছিটিয়েছে।
এ গাছ আমার অক্সিজেন,শ্বাস নিতে কষ্ট।
আবার ধীরে ধীরে ডাল পালা গজায়, আবার সুস্থ হই।
দুর্গন্ধ বিষাক্ত বায়ু তে আক্রান্ত হলে বিষমুক্ত করে কবিতার সৌরভ।
আমার হৃদয় ব্যাধির ওষুধ...
খুশির সজীবে আরও খুশির জোয়ার
দুঃখ কষ্ট কবিতারূপে খুশির জোয়ার।
তোমরা ডাল ভাঙতে পারো কিন্তু শিকড় উঁপড়াতে পারবে না,
ডাল পালা ভাঙলেও তোমাদের হিংসার আগুন আমার হৃদয়ে আসলে
কবিতা হয়ে আরও শাখা -প্রশাখা বৃদ্ধি পায়।

# ‘স্প্যানিশ’ এনসুয়ে মাতাচ্ছেন আফ্রিকা

**আপনজন ডেস্ক:** তাঁর নামের পাশে দুটো ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ আছে। ২০০৭ সালে স্পেনের হয়ে অনুর্ধ্ব-১৯ ও ২০১১ তে একই জার্সিতে জিতেছিলেন অনুর্ধ্ব-২১ ইউরো। স্পেনের প্রতিটা বয়সভিত্তিক দলেই খেলেছেন। কিন্তু মূল দল বাছতে গিয়ে এমিলিও এনসুয়ে সাড়া দিয়েছেন পিতৃভূমির ডাকে। অখ্যাত ইকুয়েটরিয়াল গিনির জার্সি গায়ে জড়িয়েছেন। সেই এনসুয়েই মাতাচ্ছেন এবার আফ্রিকান নেশন্স কাপ। ভিক্টর ওসিমেন, মোহামেদ সালাহ কিংবা সাদিও মানে নয়, এনসুয়েই এই মুহূর্তে আসরের সর্বোচ্চ গোলদাতার জায়গাটি দখলে নিয়েছেন। গ্রুপ পর্বের তিন ম্যাচে ৫ গোল তাঁর। ওসিমেন, সালাহ, মানে কেউই একটির বেশ গোল করতে পারেননি। এনসুয়ে হ্যাটট্রিক করেছেন গিনি বিসাওয়ের বিপক্ষে। আইভরি কোস্টের বিপক্ষে জোড়া গোল। সেই ম্যাচ ৪-০ গোলে জিতে ইকুয়েটরিয়াল গিনিই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে দিয়েছে স্বাগতিক আইভরিয়ানদের।

গ্রুপের শীর্ষে থেকেই শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে এনসুয়ের দল। আজ থেকেই শুরু হচ্ছে নকআউটের সেই লড়াই। গিনির বিপক্ষে লড়বে ইকুয়েটরিয়াল গিনি। এনসুয়ে গোল স্কোরিংয়ের এই ফর্মটা ধরে রাখতে পারলে এক আসরে এনদিয়ে মুলাম্বার সর্বোচ্চ ৯ গোলের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারবেন। এনসুয়ে বলেছেন, ‘আমার লক্ষ্য তাই।’ আফ্রিকায় কখনো বড় দল ছিল না ইকুয়েটরিয়াল গিনি। আফ্রিকান র‍্যাংকিংয়েই তারা ১৮ তম। তবে ২০১২ ও ২০১৫ দুবার নেশন্স কাপের স্বাগতিক হয়েছে তারা। দ্বিতীয়বার সেমিফাইনালেও খেলেছে। এবার এনসুয়েকে নিয়ে বড় স্বপ্ন দেখতেই পারে তারা। ২০১১- এর ইউরো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরই ইকুয়েটরিয়াল গিনি তাঁর কাছে প্রস্তাব নিয়ে আসে জাতীয় দলে খেলার। এনসুয়ে বলছিলেন, ‘তাদের সেই ডাক আমি ফেরাতে পারিনি। ওরা বলছিল’‘তুমি এসো, তোমাকে আমরা অধিনায়ক বানাবো। তুমিই আমাদের ভবিষ্যৎ’। সেই পথেই হেঁটেছেন। মায়োর্কায় তাঁর বেড়ে ওঠে। সেখান থেকে স্যামুয়েল ইতোকে দেখেছেন কিভাবে ক্যামেরুনের সবচেয়ে বড় তারকা হয়ে উঠেছেন। আফ্রিকান নেশন্স কাপে সেই এনসুয়ের সামনে এবার সুযোগ পুরো আফ্রিকার সামনে নিজেকে আবার তুলে ধরা।

# লারার রেকর্ড ভাঙা হল না দ্রুততম ত্রিশতরান করা আগারওয়ালের

**আপনজন ডেস্ক:** ভারতের হয়ে এখনো অভিষেক হয়নি। আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি সানরাইজার্স হায়দরাবাদে একবার জায়গা হলেও খেলার সুযোগ হয়নি। সেই তন্ময় আগারওয়াল গতকাল থেকে ক্রিকেট-বিশ্বে অন্যতম আলোচিত নাম। হায়দরাবাদের ২৮ বছর বয়সী ওপেনার আগারওয়াল রঞ্জি ট্রফিতে কাল অরুণাচল প্রদেশের বিপক্ষে ১৪৭ বলে ত্রিশতক করেছেন, যা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ইতিহাসে দ্রুততম। আগারওয়াল ভেঙেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার মার্কো মারাইসের বিশ্ব রেকর্ড। ২০১৭ সালে দেশটির প্রথম শ্রেণির ঘরোয়া প্রতিযোগিতা সানফয়েল থ্রি ডে কাপে বর্ডারের হয়ে ইস্টার্ন প্রভিন্সের বিপক্ষে ১৯১ বলে ত্রিশতক ছুঁয়েছিলেন মারাইস। টস জিতে অরুণাচল প্রদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠায় হায়দরাবাদ। প্রথম ইনিংসে অরুণাচল ৩৯.৪ ওভারে ১৭২ রানে গুটিয়ে যায়। এরপর ব্যাটিংয়ে নেমে আগারওয়ালের দ্রুততম ত্রিশতকে মাত্র ৪৮ ওভারে ১ উইকেট হারিয়ে ৫২৯ রান তোলে হায়দরাবাদ, রানরেট ১১.০২! দিন শেষে আগারওয়াল ৩৩ চার, ২১ ছক্কায় ১৬০ বলে ৩২৩ রানে অপরাজিত ছিলেন। ম্যাচের তিন দিন বাকি থাকায় আগারওয়ালের সামনে ব্রায়ান লারার বিশ্ব রেকর্ড ভাঙার সুবর্ণ

সুযোগ ছিল। প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড লারার, ১৯৯৪ সালে ইংলিশ কাউন্টি ক্লাব ওয়ারউইকশায়ারের হয়ে ডারহামের বিপক্ষে ৫০১ রানে অপরাজিত ছিলেন ক্যারিবিয়ান কিংবদন্তি। আর ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেট ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ ভাওসাহেব বাবাসাহেব নিম্বলকারের। ১৯৪৮ সালে রঞ্জি ট্রফিতেই কাথিয়াবারের বিপক্ষে ৪৪৩ রানে অপরাজিত ছিলেন মহারাষ্ট্রের নিম্বলকার। তবে প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে লারার বিশ্ব রেকর্ড ভাঙতে কিংবা ভারতীয়দের মধ্যে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রানের ইনিংস খেলা নিম্বলকারকে ছাড়িয়ে যেতে পারেননি আগারওয়াল। আজ সকালে আর ৪৩ রান যোগ করে আউট হয়েছেন এই বাঁহাতি ব্যাটসম্যান। ৩৪ চার, ২৬ ছক্কায় ১৮১ বলে ৩৬৬ রানে শেষ হয়েছে তাঁর মহাকাব্যিক ইনিংস। আগারওয়াল আউট হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন হায়দরাবাদ অধিনায়ক গাহলাউত রাহুল সিং, যিনি আগারওয়ালের সঙ্গে উদ্বোধনী জুটিতে তুলেছিলেন ৪৪৯ রান। লারা কিংবা নিম্বলকারের রেকর্ড ভাঙার দিকে যে ঝোঁক নেই, সেটা গতকালই বার্তা সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছিলেন আগারওয়াল। তিনি বলেছিলেন, ‘না, আমি এটা (রেকর্ড ভাঙা) নিয়ে ভাবছি না। কারণ, আমি জানি না শনিবার (আজ) আমরা আরও কতক্ষণ ব্যাট করব। তবে যতক্ষণ ব্যাট করার সুযোগ পাব, যেভাবে শুরু করেছি, সেভাবেই খেলার চেষ্টা করব। যদি এটা হয়, তাহলে ভালো। এটা করতেই হবে, এমন ভাবনা নেই।’

# হায়দরাবাদ টেস্ট: পোপের শতকে ইংল্যান্ডের লিড

**আপনজন:** যশস্বী জয়সোয়াল, লোকেশ রাহুলের পর রবীন্দ্র জাদেজার অর্ধশতকে দ্বিতীয় দিনেই বড় লিড নিয়ে ইংল্যান্ডকে চাপে রেখেছিল ভারত। অষ্টম উইকেটে অক্ষর প্যাটেলের সঙ্গে জাদেজার দায়িত্বশীল ব্যাটিং দেখে ধারাভাষ্যকার সঞ্জয় মাঞ্জরেকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, হায়দরাবাদ টেস্টে ইনিংস ব্যবধানে হারতে চলেছে ইংল্যান্ড। ৩ উইকেট হাতে রেখে ১৭৫ রানের লিডকে আজ তৃতীয় দিন বেশি দূর এগিয়ে নিতে পারেনি ভারত। জো রুটের ভেলকিতে আর ১৫ রান তুলতেই স্বাগতিকেরা অলআউট হয়। ১৯০ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয়বার ব্যাটিংয়ে নেমে এক পর্যায়ে ১৬৩ রানে ৫ উইকেট হারিয়ে ফেলে ইংল্যান্ড। ভারতকে আবারও ব্যাটিংয়ে পাঠাতে হলে তখনো সফরকারীদের দরকার ২৭ রান। ততক্ষণে অশ্বিন-জাদেজাদেরও উইকেটের নেশা পেয়ে বসেছে। তাই ক্ষণিকের জন্য মনে হয়েছিল মাঞ্জরেকারের কথাই বুঝি সত্যি হতে চলেছে। তবে ভারতীয় বোলারদের হতাশ করেন ওলি পোপ। ষষ্ঠ উইকেটে বেন ফোকসকে নিয়ে যোগ করেন ১১২ রানের জুটি। ব্যক্তিগত ৩৪ রানে ফোকস আউট হলেও এক প্রান্তে অবিচল থেকে পোপ তুলে নেন টেস্ট ক্যারিয়ারের পঞ্চম শতক। তিনে নামা এই ব্যাটসম্যানের দুর্দান্ত ব্যাটিংয়ে ৬ উইকেটে ৩১৬ রান তুলে দিন শেষ করেছে ইংল্যান্ড, লিড ১২৬ রানের। হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী স্টেডিয়ামে আজ সারা দিনে উঠেছে ৩৩১ রান। আগের দুই দিনও সংগ্রহটা ৩০০ ছাড়িয়েছিল। ইংলিশরা আজ ‘বাজবলের’ পসরা মেলে ধরাতেই ১২ বছর পর প্রথমবার ভারতে অনুষ্ঠিত কোনো টেস্টের প্রথম তিন দিনেই কমপক্ষে ৩০০ রান করে দেখা গেল। সর্বশেষ এমনটা দেখা গিয়েছিল ২০১২ সালে ভারত-নিউজিল্যান্ড

বেঙ্গালুরু টেস্টে। ১৭ চারে ২০৮ বলে ১৪৮ রানে অপরাজিত আছেন পোপ। আগামীকাল আবার তাঁকে সঙ্গ দিতে নামবেন রেহান আহমেদ (১৬*)। পোপের শতকটি ২০১৮ সালের পর ভারতের মাটিতে কোনো সফরকারী দলের দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিতীয়। তাঁর আগে দ্বিতীয় ইনিংসে শতকটি ছিল শ্রীলঙ্কার দিমুথ করুণারত্নের; ২০২২ সালে বেঙ্গালুরু টেস্টে। আর গত এক যুগে পোপের অপরাজিত ১৪৮ রানই ভারতের মাটিতে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে কোনো সফরকারী ব্যাটসম্যানের সর্বোচ্চ। সর্বশেষ ২০১২ সালে আহমেদাবাদ টেস্টে নিজেদের দ্বিতীয় ইনিংসে ১৭৬ রান করেছিলেন সাবেক অধিনায়ক অ্যালিস্টার কুক। আগামীকাল আর ২৭ রান করতে পারলে কুককে ছাড়িয়ে যাবেন পোপ। ইংল্যান্ডকে এগিয়ে যেতে ভারতের দিশাহীন বোলিংও কিছুটা সহায়তা করেছে। প্রথম ইনিংসে মাত্র ৩ রান অতিরিক্ত দিলেও দ্বিতীয় ইনিংসে জাজেদা-বুমরারা অতিরিক্ত দিয়েছেন ২২ রান। এর আগে ৭ উইকেটে ৪২১ রান নিয়ে তৃতীয় দিনের খেলা শুরু করে ভারত। তবে ৮১ রান নিয়ে খেলতে নামা জাদেজা আজ আর ৬ রানের বেশি যোগ করতে পারেননি। দিনের দশম ওভারে জো বলে এলবিডব্লু হয়ে ফিরতে হয়েছে। যদিও জাদেজার আউট নিয়ে রয়েছে বিতর্ক। ইংলিশদের আবেদনে মাঠের আম্পায়ার আউট দিলে রিভিউ নেন জাদেজা। আলট্রা এজে দেখা যায়, বল জাদেজার ব্যাট ছুঁয়ে প্যাডে লেগেছে। তবে বিষয়টি নিয়ে অস্পষ্টতা থাকায় মাঠের আম্পায়ারের সিদ্ধান্তই বহাল রাখেন টিভি আম্পায়ার। জাদেজাকে আউট করার পরের বলে বুমরাকেও ফেরান রুট। আর রেহান বোল্ড করেন ৪৪ রান করা প্যাটেলকে। ৭৯ রানে ৪ উইকেট নিয়ে প্রথম ইনিংসে ইংল্যান্ডের সেরা বোলার ‘পার্ট টাইমার’ রুট, টেস্ট ক্যারিয়ারের এক ইনিংসে যা তাঁর দ্বিতীয় সেরা পারফরম্যান্স।

**সংক্ষিপ্ত স্কোর**
ইংল্যান্ড ১ম ইনিংস : ৬৪.৩ ওভারে ২৪৬
(স্টোকস ৭০, বেয়ারস্টো ৩৭, ডাকেট ৩৫; অশ্বিন ৩/৬৮, জাদেজা ৩/৮৮, বুমরা ২/২৮, অক্ষর ২/৩৩)
ভারত ১ম ইনিংস : ১২১ ওভারে ৪৩৬
(জাদেজা ৮৭, রাহুল ৮৬, জয়সোয়াল ৮০; রুট ৪/৭৯, রেহান ২/১০৫, হার্টলি ২/১৩১)

ইংল্যান্ড ২য় ইনিংস : ৭৭ ওভারে ৩১৬/৬
(পোপ ১৪৮*, ডাকেট ৪৭, ফোকস ৩৪, ক্রলি ৩১; বুমরা ২/২৯, অশ্বিন ২/৯৩, প্যাটল ১/৬৯, জাদেজা ১/১০১)

# মহকুমা স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পতিরাম উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে

**অমরজিৎ সিংহ রায় ●বালুরঘাট**

**আপনজন:** প্রবল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্যে দিয়ে মহকুমা স্তরের প্রাথমিক বিদ্যালয়, নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্র সমূহের বাৎসরিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো পতিরাম উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে। এদিন পতাকা উত্তোলন, প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, জাতীয় সংগীত ও উদ্বোধনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে বালুরঘাট সদর মহকুমার অন্তর্গত বিদ্যালয় গুলিকে নিয়ে সকাল ১০টায় খেলার শুভ সূচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা, জেলা পরিষদ সদস্য মৃণাল সরকার, জেলা পরিষদ সদস্য শুকলাল হাঁসদা, জেলা ক্রীড়া কো-অর্ডিনেটর তমাল কর, জেলা ক্রীড়া যুগ্ম কো-অর্ডিনেটর রাজনারায়ণ গোস্বামী, মহকুমা ক্রীড়া কো-অর্ডিনেটর গৌতম সরকার, বালুরঘাট পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অরূপ সরকার, কুমারগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায় সহ বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ অন্যান্য ব্যক্তিগণ। এদিনের খেলায় বালুরঘাট সদর মহকুমার চারটি ব্লক ও একটি পৌরসভার অন্তর্গত দশটি চক্রের মাদ্রাসা, এসএসকে ও প্রাথমিক বিদ্যালয় মিলিয়ে মোট ৬৬১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩৪০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। ৭৫ মিটার, ১০০ মিটার, ২০০ মিটার দৌড়, দীর্ঘ লম্ফন, জিমন্যাস্টিকস, উচ্চ লম্ফন সহ মোট ৩৪ টি ইভেনটে চলে খেলা।অসংখ্য সাধারন মানুষ, অভিভাবক-অভিভাবিকাদের উপস্থিতিতে জমজমাট হয়ে ওঠে খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে এই ক্রীড়া উৎসব। এ বিষয়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা জানান, ‘খুব সুন্দর ভাবে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। শিক্ষক-শিক্ষিকারা সকলেই মিলে মিশে সুন্দরভাবে প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। জেলা স্তরের প্রতিযোগিতা গঙ্গারামপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।’

# একটি স্টাম্পের দাম যখন ২৫০০ ডলার

**আপনজন ডেস্ক:** ক্রিকেটে ম্যাচ জয়ের পর অনেকেই স্টাম্প তুলে নেন। জয়ের স্মারক হিসেবে স্টাম্প রেখে দেওয়ার এই প্রথা মোটেও নতুন কিছু নয়। অস্ট্রেলিয়ার সংবাদমাধ্যম নিউজ কর্প-এর দাবি, ক্রিকেটে এই প্রথা চলে আসছে ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে। কিন্তু এখন সম্ভবত জয়ের স্মারক হিসেবে ক্রিকেটাররা ম্যাচের স্টাম্প বাড়িতে নিয়ে যেতে চাইলে টাকা খরচ করতে হবে। সিডনিতে গত বুধবার বিগ ব্যাশের ফাইনালে ব্রিসবেন হিট ৫৪ রানে হারায় সিডনি সিক্সার্সকে। হিটের বাঁহাতি পেসার স্পেনসার জনসন ২৬ রানে ৪ উইকেট নিয়ে হন ম্যাচসেরা। দারুণ বোলিংয়ে দলের জয় নিশ্চিতের পর এসসিজির পিচ থেকে স্টাম্প তুলে নিতে যান জনসন। নিউজ কর্প জানিয়েছে, এ সময় সিক্সার্সের হ্যাট পরা এক অফিশিয়াল বাধা দেন তাঁকে। বল স্টাম্পে লাগলেই আলো জ্বলে উঠছে—এই স্টাম্পের নাম ‘জিংস’ স্টাম্প এবং তা বিগ ব্যাশ ছাড়া ব্যবহার করা হচ্ছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও। জনসন ফাইনাল শেষে একটি জিংস স্টাম্প তুলে নেওয়ার সময় সেই অফিশিয়াল তাঁকে বাধা দিয়ে জানান, প্রতিটি স্টাম্পের দাম ২৫০০ ডলার। এগুলো ক্রিকেট নিউ সাউথ ওয়েলস থেকে ভাড়া করা হয়েছে এবং ফেরত দেওয়ার সময় ‘ফুল সেট’ই (সবগুলো স্টাম্প) দিতে হবে। জনসন তা

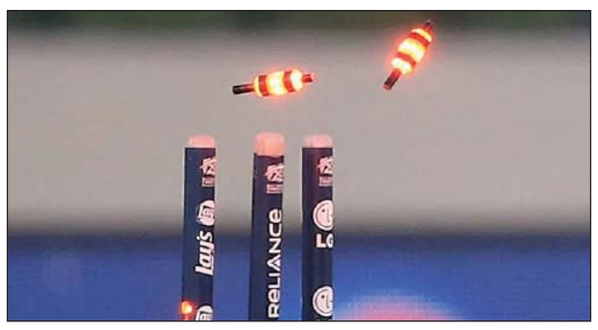

মেনে নেন এবং সেখান থেকে একটি স্টাম্প কিনে নিতে চান। তবে স্টাম্পের এই দাম মার্কিন ডলার না অস্ট্রেলিয়ান ডলারে, তা নিশ্চিত করেনি নিউজ কর্প এবং অস্ট্রেলিয়ার আরেক সংবাদমাধ্যম ডেইলি টেলিগ্রাফের লাইভ বিবরণী। যদিও টাকার অঙ্কের পাশে মার্কিন ডলারের চিহ্ন। ব্রিসবেন টেস্টে আজ তৃতীয় দিনের সরাসরি ধারাবিবরণীতে নিউজ কর্প এ খবর জানিয়েছে। সূত্রের মারফত সেখানে তারা জানিয়েছে, জনসন এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট ক্রিকেট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বসেছেন। স্টাম্প কীভাবে কেনা যায়, সেটির পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। এ জন্য নাকি কিছু কাগজপত্রের ঝামেলাও মেটাতে হবে! গত ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত মেয়েদের বিগ ব্যাশ ফাইনাল শেষে এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন অ্যাডিলেড স্ট্রাইকার্সের পেসার মেগান শুট। ফাইনালে ব্রিসবেন হিটকে ৩ উইকেটে হারানোর পর শুট ক্রিজ থেকে একটি স্টাম্প তুলে নেন। আয়োজকেরা পরে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করে স্টাম্প ফেরত চেয়েছেন। ব্রিসবেন টেস্টেও জিংস স্টাম্প ব্যবহার করা হচ্ছে। গতকাল অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান অ্যালেক্স ক্যারি ব্যাটিং করার সময় ওয়েস্ট ইন্ডিজের শামার জোসেফের বল বেলসে লাগলেও তা স্টাম্প থেকে পড়েনি। এ কারণে ক্যারি আউটও হননি। তখন তিনি আউট হলে ৭২ রানে ৬ উইকেট হারিয়ে আরও বিপদে পড়ত অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু ক্যারির দ্রুতলয়ে তোলা ৬৫ রানে ভর করে বিপদ কাটিয়ে ওঠে অস্ট্রেলিয়া। স্টাম্প প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ইলেক্ট্রা স্টাম্পের মুখপাত্র নিল ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, ক্রিকেটের ঐতিহ্যে যেন আঘাত না লাগে, সেটি নিশ্চিত করে স্টাম্প প্রস্তুত করতে আইসিসিকে স্টাম্প প্রস্তুত করা প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে বসতে হবে।

# ইংলিশবাজার জোনের ২৯ তম বাৎসরিক শিশুক্রীড়া উৎসব অনুষ্ঠিত

**নিজস্ব প্রতিবেদন ●মালদা**

**আপনজন:** জাঁক জমকালো উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ইংলিশবাজার জোনের ২৯ তম বাৎসরিক শিশুক্রীড়া উৎসব হলো শনিবার মালদা কলেজে মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। আর্বান এবং আর্বান ১ চক্রের উদ্যোগে এই খেলায় ইংলিশবাজার জোনের ৫ টি চক্রের মোট ৩০০ জন শিশু ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করে। পতকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে এই শিশু ক্রীড়ার উদ্বোধন করেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ, উপস্থিত ছিলেন এ আই আব্দুল মালেক’ নতুন কুমার দাস’ পাঁচ চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ও সহ শতাধিক শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ। খেলার শুরুতে মালদা টাউন প্রাঙ্গন থেকে মশাল দৌড় শুরু হয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে মালদা কলেজ মাঠে উপস্থিত হয়। এর পর সকল ছাত্র ছাত্রীরা মার্চ-পাষ্ট করে মাঠ প্রদক্ষিন করে। অভিবাদন গ্রহন করেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক। খেলার মাঝে শহরের বিভিন্ন শিশুরা নাচ গান সহ বিভিন্ন ধরনের সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত করে। যা খেলার পরিবেশকে আরো সুমধুর করে তুলে। খেলায় শিশুদের তিনটি বিভাগে ৭৫’১০০’২০’ উচ্চ লম্ফন’দৈর্ঘ্য লম্ফন আলু দৌড়, জিন্যাসটিক্স যোগা সহ মোট ৩৪ টি খেলা সম্পন্ন

# প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ডায়মন্ড হারবারে পুলিশ প্রশাসনের প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ

**নিজস্ব প্রতিবেদক ●ডায়মন্ড হারবার**

**আপনজন:** প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে চারদলীয় ক্রিকেট টুর্নামেন্ট হলো ডায়মন্ড হারবার মহাকুমা আদালত সংলগ্ন মাঠে। এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। প্রথমে খেলা হয় ডায়মন্ড হারবার এসডিও একাদশ বনাম ডায়মন্ড হারবার বার অ্যাসোসিয়েশন। দ্বিতীয় ম্যাচ ডায়মন্ড হারবার এসডিপিও একাদশ বনাম মিডিয়া একাদশ। প্রথম খেলায় ডায়মন্ড হারবার বার অ্যাসোসিয়েশন জয়লাভ করে, দ্বিতীয় খেলায় ডায়মন্ডহারবার এসডিপিও একাদশ জয়লাভ করে। দুই জয়ী দলের মধ্যে ফাইনাল খেলায় বিজয়ী হয় ডায়মন্ড হারবার এসডিপিও একাদশ। তাদের হাতে ট্রফি তুলে দেন এসডিও তাপস ভট্টাচার্য ও বিদায়ী এসডিপিও-অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিতুন কুমার দে।

# প্রজাতন্ত্র দিবসে ‘সম্প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট’ আইএনটিটিইউসি’র

**এম মেহেদী সানি ●হাবড়া**

**আপনজন:** বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো ‘সম্প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।’ এই প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ১২ টি দল। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি নারায়ণ ঘোষের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত ওই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ঘিরে বনগাঁবাসীর উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। বনগাঁ ১২-র পল্লী এলাকায় বনগাঁ মহকুমার বিভিন্ন মালিক সংগঠন এবং শ্রমিক সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়। বনগাঁয় সম্প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করায় বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের ভূয়সী প্রশংসা করেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। এদিন খেলার মাঠ থেকে সমস্ত শ্রমিকদের পাশে থাকার বার্তা দেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল শ্রমিক সংগঠনের সভাপতি নারায়ণ ঘোষ। তিনি আরও বলেন, ‘বিশেষ সাম্প্রদায়িক দলের মদতে বর্তমান দেশে যেভাবে বিভেদ, অশান্তি, অসহিষ্ণুতা বিরাজ করছে সেই সমস্ত অশান্তি, সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধভাবে সম্প্রীতি বজায় রাখার বার্তা দিতেই এই সম্প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজনা’

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**